পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 350 Friday, 14 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৫০ সংখ্যা ❋ ২৭ কার্তিক ১৪৩২, শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

শুভেন্দুকে 'থ্রেট কল', মেসেজ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এসেছে হুমকি ফোন। গত সোমবার দিল্লিতে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। ঘটনার পর থেকে দেশ জুড়ে চলছে তল্লাশি। পশ্চিমবঙ্গেও পৌঁছে গিয়েছে এনআইএ-র একটি টিম। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে এক ব্যক্তিকে বুধবারই জিজ্ঞাসাবাদ করে গিয়েছে এনআইএ। এই আবহেই হুমকি ফোন পাওয়ার কথা জানালেন শুভেন্দু। বৃহস্পতিবার কলকাতা বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, গত মঙ্গলবার পাকিস্তান থেকে ফোন এসেছে তাঁর কাছে। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে প্রায় প্রতিদিন হুমকি ফোন আসে বলেও দাবি করেছেন শুভেন্দু। তবে, তিনি কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি। সংশ্লিষ্ট জায়গায় জানিয়েছেন বলে জানান তিনি। দিল্লির ঘটনা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, এ রাজ্যতে সন্ত্রাসবাদীরা নিরাপদ জায়গা বলে মনে করে, তাই এখানে হামলা হয় না। এদিন শুভেন্দু বলেন, ''মুর্শিদাবাদ তো ওদের ঘাঁটি। আনসারুল্লা বাংলা টিম ধরা পড়েছে ওখানে। মাদ্রাসা খুলে দেড় বছর চালিয়েছে। এই রাজ্য জঙ্গিদের নিরাপদ জায়গা। তাই এখানে হমলা হয় না। আর আমরা থ্রেট কল পাই।'' দিল্লির ঘটনার আগেই শাহিন নামে এক মহিলা চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে আরও দুজনের খোঁজ চালাচ্ছে গোয়েন্দারা, যারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেছে। এরপর কাশ্মীরের অনন্তনাগ ও শ্রীনরে তারা ডাক্তারি করছেন। তবে এরা ডাক্তারি নয়, জঙ্গি গোষ্ঠীল জইশ-ই-মহম্মদের হয়ে কাজ চালাচ্ছিল। কিন্তু এদের খোঁজ এখনও মেলেনি।

'আগামী বছর আরও বড় কিছু'

কলকাতা আন্তর্জতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নিয়ে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

নিজস্ব প্রতিনধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ দিনে হঠাৎ করেই হাজির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাকে দেশের 'সাংস্কৃতিক রাজধানী' উল্লেখ্য করে আগামী এই উৎসবকে আরও বৃহত্তর আকার দেওয়ার ঘোষণা মমতার। পাশাপাশি তিনি জানালেন চলচ্চিত্র উৎসব জনগণের উৎসব। পরিচালক গৌতম ঘোষকে দেওয়া হল লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমার আজকে এখানে আসার কথা ছিল না আমি সারপ্রাইজ ভিজিট করতে এসেছি। আমার মনে হল যারা পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁদের একবার দেখে আসি।'' মঞ্চে উপস্থিত সকলকে এবং বিদেশী অতিথিদের ধন্যবাদ জানান মমতা। বাংলা দেশের 'কারচারাল ক্যাপিটাল' উল্লেখ্য করে মমতার বার্তা, ''হলিউড বিখ্যাত, বলিউডও বিখ্যাত কিন্তু বাংলা হল দেশের সাস্কৃতিক রাজধানী (বেঙ্গল ইজ দ্য কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া')। বাংলার সংস্কৃতি হল একতা এবং বৈচিত্র্যতা। আমাদের কৃতজ্ঞতা আপনারা দেশে ফিরে আপনাদের দেশবাসীকে জানাবেন। আমরা কলকাতা বাসীরা অতিথিদের ভালবাসি। আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি রাখি না। তাই আমার মনে হল আমি ব্যক্তিগতভাবে আসি এবং সমস্ত দেশের ডেলিকেটেডদের ব্যক্তিগতভাবে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই।'' পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা, 'আমরা আগামী বছর আরও বড় কিছু করব... বিগ জাম্প''। যদি মানবিক ছোঁয়া না থাকে কোন কাজে, তাহলে শুধু রোবোটিক টাচ দিয়ে কিছু হয় না'', বলেন মুখ্যমন্ত্রী। যারা গান গেয়েছেন এই কদিন সিনে আড্ডায় তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানালেন মমতা। ''আমি হঠাৎ করে দুদিন আগে এসেছিলাম দেখলাম ইয়ং ছেলেমেয়েরা খুব এনজয় করছে চলচ্চিত্র উৎসব'', জানালেন মমতা। এদিন অনুষ্ঠানের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই খুঁজলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে! উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যিনি ছিলেন মুখ্য সঞ্চালক, সেই পরমব্রতর অনুপস্থিতিই যেন জমজমাট সন্ধ্যায় খানিক ব্যতিক্রম। অনুষ্ঠানের কিছু আগেই দেখা গিয়েছিল তাঁকে- ঋত্বিক ঘটককে ঘিরে আয়োজিত এক বিশেষ সেমিনারে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু কিছু সময় পর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যখন মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে ওঠেন, তখন দর্শকাসনে বা মঞ্চের পাশে কোথাও দেখা যায়নি পরমব্রতকে। সেই সময়েই মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তাঁকে খুঁজে জানতে চান, ''পরম কোথায়?'' মঞ্চে তখন সঞ্চালনায় জুন মালিয়া। তিনি বলেন, ''পরমব্রত অসুস্থ। গলায় ইনফেকশন হয়েছে। ব্যাকস্টেজে রয়েছেন।'' সঙ্গে জানান, এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে সহ-সঞ্চালক হিসেবে আছেন উজান গঙ্গোপাধ্যায়। তবুও প্রশ্নের শেষ হচ্ছে না। কয়েক ঘণ্টা আগেও যিনি ঋত্বিক ঘটক সেমিনারে সক্রিয় ছিলেন, তিনিই কি সত্যিই হঠাৎ অসুস্থ হলেন? নাকি এর পেছনে অন্য কোনও পর্দা-আ।।লের কাহিনি লুকিয়ে আছে? উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরমব্রতর পাশে মঞ্চে ছিলেন অভিনেত্রী ও সাংসদ জুন মালিয়া- জুটির প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় জমে উঠেছিল উৎসবের সূচনা। কিন্তু সমাপ্তির মঞ্চে ছবিটা একেবারে পাল্টে গেল। এ বার জুন একাই ধরলেন মাইক্রোফোন, আর পরমব্রত অনুপস্থিত! যে জুটি দিয়ে উৎসবের পর্দা উঠেছিল, শেষ অধ্যায়ে সেখানে একাই দাঁড়িয়ে রইলেন জুন। স্বাভাবিকভাবেই টলিপাড়ায় প্রশ্নের ঝড়- এটা কি আগেভাগে নেওয়া পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত, নাকি শেষ মুহূর্তের কোনও 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট'? এখন আলোচনার কেন্দ্রে একটাই প্রশ্ন- ফেডারেশনের সঙ্গে পরমব্রতের সম্পর্কের বরফ কি আরও জমাট বাঁধল? পুরনো মনোমালিন্য কি এ বার সত্যিই অতিক্রমণ-অযোগ্য হয়ে গেল? আলো ঝলমলে উৎসবের পর্দা নেমেছে ঠিকই, কিন্তু থেকে গেছে অনেক অন্ধকার। চলচ্চিত্রের এই মহোসবের গ্ল্যামারের আড়ালে কি তবে রাজনীতির পর্দা নামছে না একটুও? দীর্ঘদিন ধরেই ফেডারেশনের সঙ্গে পরমব্রতের সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা সকলেরই জানা। আর এবারের উৎসব যেন সেই দূরত্বকে আরও স্পষ্ট করে তুলল। একদিকে পরমব্রত আলো কাড়লেন সঞ্চালকের ভূমিকায়, অন্যদিকে ফেডারেশনের প্রতিবারের চেনা মুখগুলো রইল আসন শূন্য করে গড়ে উঠল এক নতুন বিভাজনরেখা।

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ বেশ কয়েকটি রবিবার দফায় দফায় বন্ধ থেকেছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। সামনের রবিবারও ফের ফিরতে চলেছে একই ছবি। জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ। রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্যই ফের বন্ধ থাকছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে বিবৃতি জারি করা হয়েছে পুলিশের তরফে। বিবৃতি বলছে আগামী ১৬ নভেম্বর (রবিবার) ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই সেতুতে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেতুর নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বজায় রাখতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। সে কারণেই সপ্তাহে সপ্তাহে কাজ চলছে। কাজ চলবে এই রবিবারও। সেই কারণেই ওই নির্দিষ্ট সময়েই যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে বিগত কয়েক'টি রবিবার সেতু বন্ধ থাকায় রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। ঘুরপথে যাতাযাত ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। সমস্যা-ভোগান্তি এড়াতে এখন কলকাতা পুলিশও অনুরোধ করছে এই রবিবারও ওই সব বিকল্প পথেই যাতায়াত করতে। এদিকে বিগত কয়েক সপ্তাহে কখনও ৮ ঘণ্টা, কখনও ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বন্ধ থেকেছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। ফলে একাধিক রুটে বদল এসেছে। খিদিরপুরের দিক থেকে সিজিআর রোড ধরে যে সমস্ত গাড়িগুলির বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠার কথা ছিল সেগুলিকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাম দিকে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোডের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখান থেকে স্ট্রান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজ।

বিরোধীর তোপ

জাতীয় সুরক্ষা নয়, বিজেপির লক্ষ্য এখন বিহারের গদি!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৩ নভেম্বরঃ বিহারের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের ঠিক আগের সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল রাজধানী দিল্লির লালকেল্লা চত্বর। সরকারি মতে ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু ও কুড়ি জনেরও বেশি আহত হওয়ার পরদিনই ভুটানে পাড়ি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই নিয়ে কটাক্ষের ঝড় তোলে বিরোধীরা। আম আদমি পার্টি নেতা সঞ্জয় সিং বলেছিলেন, 'আগ লগে হে বস্তি মে, মোদি জি আপনি মস্তি মে'। পাশাপাশি অমিত শাহের পদত্যাগের দাবীতে সরব হয় কংগ্রেস, তৃণমূল। এবার লালকেল্লার অদূরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় কেন্দ্র সরকারের হাবভাব নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করল শিবসেনা (ইউবিটি)। বৃহস্পতিবার শিবসেনা (ইউবিটি) মুখপাত্র আনন্দ দুবে বলেন, ''দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনা সমগ্র দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন, অপারেশন সিঁদুর চলছে। কিন্তু বিজেপির জাতীয় নিরাপত্তার থেকে বিহারের নির্বাচনের দিকে মনোযোগ বেশি।'' সেইসঙ্গে লালকেল্লা বিস্ফোরণের ঘটনায় কঠোর, সময়মত এবং সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী এবং দোষীদের খুঁজে বের করে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে, বলেও উল্লেখ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ৬ এবং ১১ নভেম্বর বিহারে দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলাফল ঘোষণা হতে চলেছে আগামীকাল, অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর। বিহারের দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণের ঠিক আগের দিন, ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় লাল কেল্লার সমান্তরাল রাস্তায় বিস্ফোরণে মারা যান ১০ জন (সরকারি মতে), আসল সংখ্যা এর দ্বিগুনের বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পর ভুটান থেকে ফিরে এসে এটিকে 'সন্ত্রাসবাদী হামলা' তকমা দেয় নয়াদিল্লি। অন্যদিকে ১৪ তারিখ বিহারের ফলাফল নিয়েও রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। অধিকাংশ এক্সিট পোলই এনডিএ-এর জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জাদু সংখ্যা ১২২। এবছর বিধানসভা নির্বাচনের দুই দফাতেই রেকর্ড ভাঙা ভোটার উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। সাধারণত, বেশি ভোটার উপস্থিতি ক্ষমতা বিরোধী ফলাফলের আভাস দিলেও গত নির্বাচন গুলিতে শুধুমাত্র নীতিশ কুমারই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার আগে সিপিআইএম-ও সেই আভাসকে মিথ্যা প্রমাণিত করে জয়লাভ করেছে। আগামীকাল ভোটবাক্স খুললেই বিহারের জনগণের রায় জানা যাবে।

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ মুকুল-মামলায় চূড়ান্ত রায়। বিধায়ক পদ খারিজ তৃণমূল নেতার। দীর্ঘ সময়ের পর অবশেষে শুভেন্দু অধিকারী ও অম্বিকা রায়ের করা মামলার ভিত্তিতে এই নির্দেশ হাইকোর্টের। দলত্যাগ বিরোধী আইনের সাপেক্ষেই মুকুল রায়কে সরাল আদালত। পাশাপাশি, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত খারিজ করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বর রসিদির বেঞ্চে চলছি মুকুল-মামলার শুনানি। এই বিবাদের সূত্রপাত ২০২২ সাল। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের বিজেপির টিকিটে জিতে বিধায়ক হন মুকুল। আর বছর ঘুরতেই তৃণমূলে 'ঘর ওয়াপসি' করেন বিজেপি বিধায়ক। এরপরই প্রশ্ন ওঠে তাঁর বিধায়ক পদ ঘিরে। একটা দলে ৩ বছর ৯ মাস কাটিয়ে, তাঁদের টিকিটে জিতে কীভাবে এই কাজ করতে পারেন মুকুল, প্রশ্ন তুলেছিল গেরুয়া শিবির। তবে প্রশ্ন তোলেননি শুভেন্দু। তিনি বলেছিলেন, 'দলত্যাগ বিরোধী আইনটা আমার ভালই জানা রয়েছে।' যেমন কথা, তেমন কাজ। প্রথমে মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগ করে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয় বিজেপি। পাশাপাশি, মুকুল বিজেপি-তেই আছেন বলে সেই সময় বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় যে রায় দিয়েছিলেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু সেই মামলা প্রত্যাহার করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। পরিবর্তে পরামর্শ দেয় হাইকোর্টে দ্বারস্থ হওয়ার। এরপরই অধ্যক্ষের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। এদিন সেই মামলার রায় দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। বলে রাখা প্রয়োজন, শুধু শুভেন্দু নন। এই সময়কালে মুকুলের বিরুদ্ধে মামলা করেন কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়ও। কীভাবে পিএসি চেয়ারম্যানে পদে শাসকদলের নেতাকে বসানো হয়েছে, সেই অভিযোগ তুলেই আইনি পথে হেঁটেছিলেন তিনি। এদিন সেই দুই অভিযোগেই সায় দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। খারিজ হয় মুকুলের বিধায়ক পদ। অন্য দিকে পিএসি পদ, তা থেকে আগেই সরে গিয়েছিলেন মুকুল। ২০২২ সালে ওই পদে বিজেপি রায়গঞ্জের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে নিযুক্ত করেছিলেন অধ্যক্ষ।

বিহার ভোটের ফল আজ, লাড্ডু, আবিরের আকাল

পাটনা, ১৩ নভেম্বরঃ নীতীশ কুমার কি পারবেন দু-দশকের বিহার শাসন জিইয়ে রাখতে? নাকি রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা তেজস্বী যাদব প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসতে চলেছেন! আগামিকাল, শুক্রবার সকাল থেকেই সেই মেঘলা আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকবে। এক্সিট পোলের পূর্বাভাস বলছে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট বাঁধভাঙা জয়ে ফিরে আসতে চলেছে। অন্যদিকে, বিরোধীরা দাবি তুলেছে, বুথফেরত সমীক্ষাকে মিথ্যা প্রমাণ করে সরকার গড়তে চলেছে তারাই। ইতিমধ্যেই শাসক শিবির থেকে দাবি করা হয়েছে, বিজেপি নেতা অমিত শাহের দাবিমতো এনডিএ ১৬০ আসন পেরিয়ে যাবে। এই আনন্দে বিজেপি নেতারা চারদিকে ম্যারাপ বাঁধতে, ফুল, আতসবাজি কিনতে, গেরুয়া গাঁদার অর্ডার দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পাটনার এক বিজেপি কর্মী ৫০১ কেজি লাড্ডুর তৈরির বরাত দিয়েছেন এক হালুইকরকে। জেডিইউ প্রার্থী অনন্তকুমার সিং যিনি একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন, তিনি শামিয়ানা খাটিয়ে, চেয়ার, মঞ্চ সাজিয়ে ফেলেছেন। তাঁর বাড়ি ফুল-আলোয় সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। ১৪ নভেম্বর সেখানেই সমর্থকদের স্বাগত জানাবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন তিনি। শুধু পাটনা কেন, বিহারের প্রায় সবকটি বড় শহরে এখন গেরুয়া আবির চড়া দামে বিকোচ্ছে। ফুল বিক্রেতাদের কাছে যাচ্ছে গেরুয়া গাঁদার চেনের অর্ডার। অনেক জায়গায় নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের মুখের ছবি আঁকা গেঞ্জি, পতাকা বিক্রি হচ্ছে। বিজেপির পতাকা, কংগ্রেস, আরজেডি, জেডিইউয়ের পতাকা টাঙানো হয়েছে। বহু রাস্তার মোড়ে মোড়ে টাঙানো হয়েছে, টাইগার অভি জিন্দা হ্যায় লেখা নীতীশ কুমারের পোস্টার। তেমনই অনেক রাস্তায় তেজস্বী যাদবে মুখ আঁকা ফ্লেক্সে ছেয়ে গিয়েছে পাড়া। শুক্রবার ভোট গণনা শুরু হবে সকাল ৮টা থেকে। ৩৮টি জেলার ৪৬টি কেন্দ্রে ভোট গণনা হবে। ২,৬০০ প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন ৭.৪ কোটি ভোটার। ১৯৫১ সালের পর এই প্রথম ৬৭ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা সর্বকালের রেকর্ড।

আল ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ নোটিস ন্যাকের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বরঃ আল ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ নোটিস ন্যাকের। ন্যাকের ভুয়ো অ্যাক্রিডেশন দাবি করার অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অ্যাক্রিডেশনের মেয়াদ শেষের পরেও ভুয়ো তথ্য আপলোডের অভিযোগ উঠেছে। রেজিস্ট্রারকেও শোকজ করা হয়েছে। বিতর্কের চাপে ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছে ন্যাক। ভবিষ্যতে ইউজিসি অনুমোদন বাতিল করার হুঁশিয়ারি কর্তৃপক্ষকে। দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে এই কলেজের নাম শিরোনামে। তদন্তে উঠে এসেছে, এই কলেজই দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের একাধিক জঙ্গি হামলার গোপন আস্তানা। এই ঘটনায় 'হোয়াইট কলার' সন্ত্রাসের পরিকল্পনা করেছিলেন নবিরা। পুলিশের জালে যে সমস্ত চিকিৎসকরা রয়েছেন, তারাও এই কলেজেই কোনও না কোনওভাবে যুক্ত। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ নম্বর বিল্ডিংয়ের ছেলেদের হোস্টেলের একটি ঘর ছিল জঙ্গি মডিউলের মিটিং পয়েন্ট। এখানেই নাকি তৈরি হচ্ছিল হামলার নকশা। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল দায়িত্ব। দিল্লি বিস্ফোরণের জঙ্গি চিকিৎসক উমর নবিও এখানেই কর্মরত ছিলেন। ওই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৩ জনের। পাশাপাশি মোজাম্মিল শাকিল, হরিয়ানায় যাঁর বাড়ি থেকে ২,৯০০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ উদ্ধার হয়, তিনিও আল ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়েই কর্মরত ছিলেন। সূত্রের খবর, এবার তদন্তকারীদের র‍্যাডারে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকী। তাঁর ভূমিকা নিয়েও যথেষ্ট সংঃদহ তৈরি হয়েছে গোয়েন্দাদের মনে। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে কীভাবে তৈরি হল নাশকতার মডেল? কর্তৃপক্ষের প্রচ্ছন্ন মদত নেই তো? সেই সব প্রশ্নই ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের।

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে ইডির তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ফের নড়েচড়ে বসেছে ইডি। এবার তলব করা হল রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে। ইডি সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহে সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁদের হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই একাধিক দফায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্ত অয়ন শীল-সহ বেশ কয়েকজনকে আগেই গ্রেফতার করেছে ইডি। তদন্তের সূত্র ধরেই গত বছর অক্টোবরে লেকটাউনে মন্ত্রী সুজিত বসুর দুটি বাড়ি এবং তাঁর দফতরে হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। তখন মন্ত্রীর ছেলে সমুদ্র বসুর ধাবাতেও তল্লাশি চালানো হয়। ওই অভিযানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছিল বলেও জানা গিয়েছে। স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ব্যবসায়ী অয়ন শীলকে প্রথম গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। পরে তাঁর সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালাতে গিয়ে উদ্ধার করা হয় বেশ কিছু উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট। সেখান থেকেই পুরসভার নিয়োগেও দুর্নীতির হদিস পান তদন্তকারীরা। অয়নের সংস্থা পুর নিয়োগের ক্ষেত্রে ওএমআরের দায়িত্বে ছিল। তদন্তে নেমে একে একে আরও অনেককে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা। পরে এই মামলায় অবৈধ ভাবে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তে নামে ইডিও। ইডি সূত্রে আরও খবর, তদন্তে উঠে আসা নতুন তথ্যের ভিত্তিতেই মন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে অর্থ লেনদেনের দিকটি খতিয়ে দেখতেই এই পদক্ষেপ। এর আগে, ২০২৪ সালের ১২ জানুয়ারি পুর নিয়োগ দুর্নীতির সূত্রেই লেকটাউনে মন্ত্রীর বাড়ি ও অফিসে টানা ১৪ ঘণ্টা তল্লাশি চালায় ইডি। সেই সময়ও বেশ কিছু নথি ও সুজিত বসুর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ইডি সূত্রে দাবি, ওইসব নথি খতিয়ে দেখেই তদন্তের নতুন দিক খুলেছে, যার ভিত্তিতেই ফের ডাকা হয়েছে মন্ত্রীর পরিবারকে। মাস খানেক আগে কলকাতা এবং আশপাশের ১৩ জায়গায় শুক্রবার তল্লাশি চালিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছিল যে, ১৩টি জায়গায় শুক্রবার তারা তল্লাশি চালিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর দফতর এবং সংস্থা। শহরের ১৩টি জায়গায় তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নগদ ৪৫ লক্ষ টাকা এবং নথিপত্র। সেই নগদ নিয়ে কোনও 'ব্যাখ্যা মেলেনি'। তবে ওই টাকা কোথা থেকে মিলেছে, তা স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি ইডি। সুজিতের দফতর বা সংস্থা থেকে কোনও টাকা আটক করা হয়েছিল কি না, বা করলে কত পরিমাণে, তারও কোনও উল্লেখ ইডির বক্তব্যে ছিল না।

আগামী মাসে ভারত আসছেন মেসি, নিশ্চিত করলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী

তেলেঙ্গানা, ১৩ নভেম্বর ঃ আগামী মাসে ভারত সফরে আসছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। ' গৌট ইন্ডিয়া ট্যুর ২০২৫' এর অংশ হিসেবে ১৩ ডিসেম্বর তাঁর হায়দরাবাদ আসার বিষয়টি বুধবার রাতে নিশ্চিত করেছেন তেলেঙ্গানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডি। জুবিলি হিলসে অবস্থিত নিজের বাসভবনে মেসির একটি পোস্টার উন্মোচনের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রেভান্ত রেড্ডি। মেসির আগমণকে উদযাপন করতে রাজ্যজু।ে নেওয়া হচ্ছে বিশাল প্রস্তুতি। তেলেঙ্গানা সরকার, স্থানীয় ফুটবল একাডেমি এবং ক্রীড়া সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে ফ্যান ইভেন্টের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

ডিএনএ টেস্ট মিলে গেল উমরের, ৪টি শহরে ছিল বিস্ফোরণের পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর ঃ ডিএনএ টেস্ট মিলে গেল ডঃ উমর উন নবীর। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ডিএনএ পরীক্ষায় এটা নিশ্চিত হয়েছে যে, লালকেল্লার কাছে যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল সে হল ডঃ উমর উন নবী। বিস্ফোরণের পর তার পা স্টিয়ারিং হুইল এবং অ্যাক্সিলারেটরের মাঝখানে আটকে যায়। তার ডিএনএ নমুনা তার মায়ের সঙ্গে মিলে যায়। এদিকে, দিল্লি বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২। পুলিশ জানিয়েছে, মোট ২১টি বায়োলজিক্যাল নমুনা ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল।তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪টি শহরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল ডাক্তার মডিউলের। ৮ জন সন্দেহভাজন চারটি স্থানে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল। তারা দু'টি করে দলে চারটি শহরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। প্রতিটি দলের সঙ্গে একাধিক আইইডি বহন করার কথা ছিল।

জেপি ইনফ্রাটেক-এর কর্ণধার মনোজ গৌরকে গ্রেফতার করল ইডি

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর ঃ আবাসন নির্মাতা সংস্থা জেপি ইনফ্রাটেক-এর কর্ণধার মনোজ গৌরকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। গ্রেফতার হয়েছেন বেআইনি লেনদেন প্রতিরোধ আইনের আওতায় দায়ের হওয়া মামলায়। ইডি সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে।জানা যাচ্ছে, ১২ হাজার কোটি কালো টাকা সাদা করার মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন জেপি ইনফ্রাটেক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোজ গৌর। বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছে ইডি।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অবৈধ টাকা সাদা করা প্রতিরোধ আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে গৌরকে। অভিযোগ, বাড়ির ক্রেতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ অপব্যবহার করে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করে বিশাল অঙ্কের টাকা ঘুরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অচলাবস্থার অবসানঃঅবশেষে বিলে স্বাক্ষর করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রাণ ফিরে পেল আমেরিকার প্রশাসন

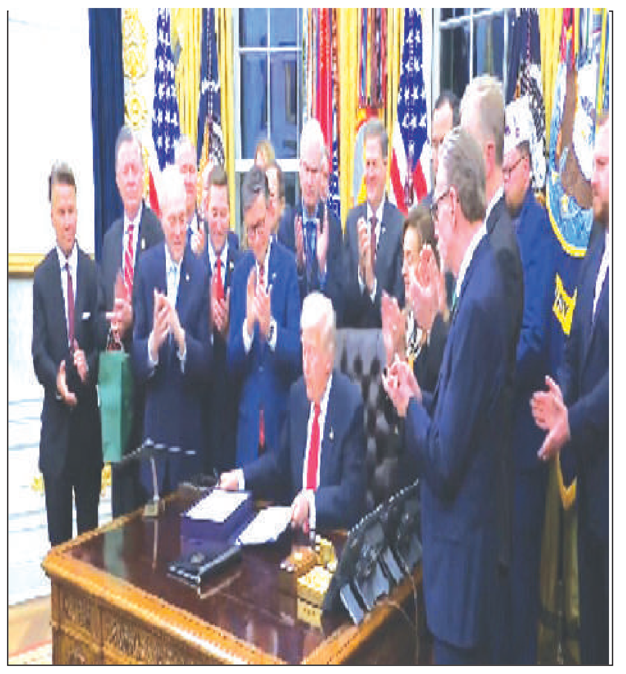

ওয়াশিংটন, ১৩ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অচল অবস্থায় থাকা আমেরিকার প্রশাসন অবশেষে নতুন জীবন পেল। সরকারি কার্যক্রম পুনরায় সচল করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার রাতে গুরুত্বপূর্ণ এক বিলে স্বাক্ষর করলেন। এই বিলের মাধ্যমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম দীর্ঘতম শাটডাউনের পরিসমাপ্তি ঘটল। অর্থনীতির গতি ফিরে পেতে শুরু করল দেশ। সরকারি কর্মচারীদের মুখে ফুটল স্বস্তির হাসি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বইল নতুন হাওয়া, এবং দেশজুড়ে শোনা গেল প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার নতুন বার্তা।স্থানীয় সময় বুধবার (১২ নভেম্বর) রাতে প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) বিলটি পাস হয়। এর আগে সিনেটে পাস হওয়া বিলটির অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল পুরো আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল সেই দীর্ঘ অচলাবস্থা, যা দেশজুড়ে সৃষ্টি করেছিল এক গভীর অনিশ্চয়তা ও হতাশার আবহ।শাটডাউনের অবসান উপলক্ষে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, আমি শুধু আপনাদের বলতে চাই, দেশ এর চেয়ে ভালো অবস্থায় আগে কখনও ছিল না। ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে আমরা এই স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, কারণ তারা ভেবেছিল এটি রাজনৈতিকভাবে ভালো হবে। কিন্তু এখন এই অবিশ্বাস্য বিলটিতে স্বাক্ষর করা এবং আমাদের দেশকে আবার কাজ ফিরিয়ে আনা সত্যিই এক মহান সম্মানের বিষয়।ট্রাম্পের এই মন্তব্যের মধ্যে যেমন আত্মবিশ্বাস, তেমনি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তাও। মূলত, রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের রাজনৈতিক টানাপোড়েনই এই সংকটের মূল কারণ ছিল। সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত বিল নিয়ে দুই দলের মধ্যে মতবিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, শেষ পর্যন্ত সরকার পরিচালনাই স্থগিত হয়ে পড়ে। ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই শাটডাউনের প্রভাব ক্রমে গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি দপ্তরগুলো কার্যত অচল হয়ে যায়, গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে, এবং হাজার হাজার কর্মী পড়েন বিপাকে।সরকারি হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৭ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মীর নিয়মিত বেতন বন্ধ হয়ে যায়। অনিশ্চয়তার মাঝে অনেকেই বেতন ছাড়াই কাজ চালিয়ে গেছেন, আবার প্রায় ৬ লক্ষ ৭০ হাজার কর্মীকে বাধ্য হয়ে বেতনহীন ছুটিতে যেতে হয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, অনেক কর্মী তাঁদের পরিবার নিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ চালাতেও হিমশিম খেতে থাকেন। সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে এক ভয়াবহ হতাশার সুর ছড়িয়ে পড়ে, যেটি পরবর্তীতে রাজনৈতিক চাপে পরিণত হয়।শুধু সরকারি দপ্তর নয়, শাটডাউনের ধাক্কা লাগে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রেও। প্রশাসনিক অনুমোদন, কর ফাইলিং, ভিসা প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সরকারি প্রকল্পের কাজ-সব ক্ষেত্রেই স্থবিরতা দেখা দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। খাদ্য সুরক্ষা কর্মসূচি, স্বাস্থ্যবীমা সুবিধা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প-সব ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়ে। মার্কিন সমাজে শুরু হয় উদ্বেগ ও ক্ষোভের ঢেউ।অর্থনীতিবিদদের মতে, এই শাটডাউন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে কয়েকশো কোটি ডলারের ক্ষতি ডেকে এনেছে। সরকারি ব্যয় স্থগিত হওয়ায় বাজারে বিনিয়োগের গতি কমে যায়, শেয়ারবাজারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, আর ডলারের বিপরীতে বৈশ্বিক মুদ্রার দাম ওঠানামা করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমেরিকার ভাবমূর্তি একসময় প্রশ্নের মুখে প।ে। এমন পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিল স্বাক্ষর নিঃসন্দেহে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিল অনুমোদনের আগে হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেসের মধ্যে বহু দফায় বৈঠক হয়েছে। ডেমোক্র্যাটিক নেতৃত্ব শুরুতে কড়া অবস্থান নিয়েছিল, কারণ তাঁরা মনে করছিলেন, রিপাবলিকান প্রশাসনের বাজেট পরিকল্পনায় সামাজিক ব্যয়ের জায়গায় অতি মাত্রায় কাটছাঁট করা হচ্ছে। বিশেষত, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা খাতে বাজেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁদের তীব্র আপত্তি ছিল। অপরদিকে, ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তি দেয় যে, সরকারি ব্যয় কমিয়ে ফেডারেল ঘাটতি কমানোই তাঁদের অগ্রাধিকার।এই রাজনৈতিক টানাপো।েনের ফলেই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে, জনমতের চাপ ততই বেড়েছে। সাধারণ মানুষ প্রশাসনিক অচলাবস্থা মেনে নিতে পারেননি। দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। সরকারি কর্মীদের সংগঠনগুলোও সরব হয়। বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নররাও হোয়াইট হাউসকে দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানান। সেই চাপে শেষমেশ কংগ্রেসে বিল পাস হয় এবং প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সংকট ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য যেমন এক বড় শিক্ষা, তেমনি আমেরিকার গণতন্ত্রের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ এক মুহূর্ত। কারণ, এই অচলাবস্থা দেখিয়ে দিল কিভাবে রাজনৈতিক মতবিরোধ প্রশাসনিক গতিকে থামিয়ে দিতে পারে। একই সঙ্গে এটি প্রমাণ করল, গণতন্ত্রের শক্তি শেষ পর্যন্ত আপসের পথই খুঁজে নেয়।হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই বিল কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফেডারেল কর্মচারীদের বকেয়া বেতন প্রদান শুরু হবে। পাশাপাশি, স্থগিত থাকা প্রকল্প ও সরকারি দপ্তরের কার্যক্রম দ্রুত পুনরায় শুরু হবে। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে যত দ্রুত সম্ভব জনসেবামূলক কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু করা যায়।অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতৃত্বও বিলটি পাস হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন, যদিও তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, প্রশাসনের ভবিষ্যৎ বাজেট পরিকল্পনা নিয়ে তাঁদের আপত্তি আগের মতোই থাকবে। সিনেটের ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার বলেন, আমরা আনন্দিত যে অবশেষে আমেরিকার কর্মীরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার ফিরে পাবেন। কিন্তু এই সংকটের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আমাদের আরও দূরদর্শী ও মানবিক অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োজন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে এই অচলাবস্থার প্রভাব রিপাবলিকান দলের ভাবমূর্তিতে পড়তে পারে। যদিও ট্রাম্প সমর্থকরা মনে করেন, এই বিল স্বাক্ষরই প্রমাণ করে যে, প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।এই শাটডাউন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শাসনব্যবস্থার স্থবিরতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ২০১৮-১৯ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ও এমন একটি দীর্ঘ শাটডাউন হয়েছিল, যার ফলে প্রায় ৩৫ দিন ধরে আমেরিকার প্রশাসন কার্যত বন্ধ ছিল। এবারও সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল, যদিও এবার তুলনামূলক দ্রুত সমাধান এসেছে।মার্কিন মিডিয়া বলছে, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে তাক্ষণিকভাবে প্রশাসনিক স্বস্তি এলেও, মূল সংকট এখনও পুরোপুরি মিটেনি। কারণ, বাজেট পরিকল্পনা নিয়ে দুই দলের দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকতে পারে। বিশেষত, আগামী অর্থবর্ষের জন্য নতুন ব্যয় পরিকল্পনা তৈরির সময় আবারও বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। তবে আপাতত, প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের মাধ্যমে অন্তত দেশবাসী সাময়িক স্বস্তি পেয়েছে।ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক করিডোরে এখন আলোচনার বিষয়-এই সমঝোতা কতদিন স্থায়ী হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের সামনে এখন চ্যালেঞ্জ হল জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা এবং প্রমাণ করা যে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন দেশকে স্থবির করতে পারে না।সবমিলিয়ে বলা যায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বিলে স্বাক্ষর শুধু প্রশাসনিক কার্যক্রম পুনরা চালু করল না, বরং তা হয়ে উঠল মার্কিন গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণের প্রতীক। অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, শেষ পর্যন্ত সংকটের সমাধান কথোপকথন ও আপসের পথেই সম্ভব। এখন দেশজুড়ে প্রত্যাশা-এই স্থিতিশীলতা যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়, আর আমেরিকা যেন আবারও তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পায়।

বিহারে শুক্রবার ভোটের ফল, নির্ণায়ক লড়াইয়ে এনডিএ ও মহাগঠবন্ধন

পাটনা, ১৩ নভেম্বর ঃ বিহারজুড়ে এখন অপেক্ষার প্রহর গোনা শুরু। আজ, শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, প্রকাশিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। ২৪৩ আসনের এই বিশাল রাজনৈতিক লড়াইয়ে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন অন্তত ১২২টি আসনে জয়। অর্থাৎ, যে জোট এই সংখ্যাটির কাছাকাছি পৌঁছবে, তার হাতেই থাকবে বিহারের ভবিষ্য শাসনক্ষমতা। এই নির্বাচনে দুই দফায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দফা ভোট হয় ৬ নভেম্বর, যেখানে বিহারের ১৮টি জেলার ১২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে ব্যালট পড়েছিল। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হিসাবে, এই পর্বে ভোটের হার দাঁড়ায় ৬৫.০৮ শতাংশ-যা বিগত কয়েকটি নির্বাচনের তুলনায় উল্লেখ যোগ্যভাবে বেশি। দ্বিতীয় দফা ভোট হয় ১১ নভেম্বর, যেখানে ২০টি জেলার ১২২টি আসনে মানুষ ভোট দেন রেকর্ড সংখ্যায়। সকাল থেকেই বুথে ছিল ভোটারদের ভিড়, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় দেখা গিয়েছিল বিপুল উৎসাহ। দুই দফার ভোটের শেষে নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, মহিলাদের ভোটদানের হার পুরুষদের ছাপিয়ে গেছে, যা বিহারের নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করছে।এই নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে দুই প্রধান শিবিরের মধ্যে-একদিকে ক্ষমতাসীন এনডিএ, অন্যদিকে আরজেডি, কংগ্রেস ও বামেদের নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মতাদর্শিক সংঘাতের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই নির্বাচনকে বিহারের ভবিষ্য রাজনীতি নির্ধারণের লড়াই হিসেবে দেখা হচ্ছে।এনডিএ শিবিরে এবারও মুখ্য নেতৃত্বে আছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, যিনি জেডিইউর মুখ। তাঁর সঙ্গে জোটে বিজেপি লড়ছে ১০১টি আসনে, আর সমান সংখ্যক ১০১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে নীতীশ কুমারের জনতা দল (ইউনাইটেড)। বাকি আসনগুলিতে সহযোগী দলগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এনডিএ শিবিরে জোটগত সমন্বয় এবার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল, যদিও প্রচারের সময় বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে মাঝে মাঝে জল্পনা তৈরি হয়েছিল।অন্যদিকে, মহাগঠবন্ধনের হয়ে লড়াইয়ের কেন্দ্রে ছিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কংগ্রেস ও বাম দলগুলি। কিন্তু একাধিক কেন্দ্রে এই জোটের অভ্যন্তরেও দেখা গিয়েছে প্রার্থীপদ নিয়ে অস্বস্তি। অনেক আসনেই কংগ্রেস ও বামেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে, যা ফলাফলের আগে মহাগঠবন্ধন শিবিরে কিছুটা অস্থিরতা তৈরি করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিহারের এই নির্বাচনের তাৎপর্য শুধুমাত্র রাজ্য রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ নয় এটি জাতীয় রাজনীতিতেও প্রতিধ্বনি তুলতে পারে। কারণ, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে বিহারের ফলাফল অনেকটাই নির্ধারণ করবে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রবণতা। এনডিএর জয় হলে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্ব আরও আত্মবিশ্বাসী হবে, আর বিপরীতে মহাগঠবন্ধনের জয় হলে বিরোধী শক্তিগুলি এক নতুন সংহতির পথে এগোতে পারে।এবারের নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি। প্রাক্তন ভোটকুশলী ও রাজনৈতিক পরামর্শক হিসেবে প্রশান্ত কিশোরের পরিচিতি রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে। এবার তিনি নিজেই রাজনৈতিক ময়দানে নেমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় প্রচার চালিয়েছেন। যদিও তাঁর দল নতুন, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে কিছু আসনে জন সুরজ পার্টির প্রভাব দেখা গেছে। বিশেষ করে যুবসমাজ ও নাগরিক সমাজের একাংশ তাঁর উন্নয়নমুখী বক্তব্যে সাড়া দিয়েছে।তবে বিহারের রাজনীতি সবসময়ই জাতপাত ও স্থানীয় ইস্যু ঘিরে আবর্তিত হয়। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। একদিকে চাকরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সংকট, অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন-সব মিলিয়ে ভোটের ময়দানে উঠে এসেছে নানান জনজীবনের সমস্যা। তেজস্বী যাদব যেখানে ' লক্ষ চাকরি' দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুবসমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন, সেখানে নীতীশ কুমার তাঁর ১৮ বছরের শাসনকালকে স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। বিজেপি তাদের প্রচারে ' ইঞ্জিন' সরকারের উন্নয়ন বার্তা ছড়িয়েছে।এই নির্বাচনে নারী ভোটারদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। গত কয়েক বছরে নীতীশ কুমার নারীস্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করেছেন, যা তাঁর জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ। অপরদিকে, তেজস্বী যাদবের প্রচারভাষণে ছিল নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক সমতার কথা। দুই ভিন্ন প্রজন্মের এই নেতৃত্বের লড়াই তাই একদিকে প্রথাগত রাজনীতির বিরুদ্ধে এক নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে।রাজনৈতিক হাওয়া কোন দিকে বইছে, তা নির্ধারণ করবে আগামী শুক্রবারের ফলাফল। নির্বাচনের আগে বুথফেরত সমীক্ষাগুলিতে দেখা গেছে এক রুদ্ধশ্বাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কোনও কোনও জরিপে এনডিএকে এগিয়ে দেখানো হয়েছে, আবার কিছু সমীক্ষা মহাগঠবন্ধনের পক্ষে ইঙ্গিত দিয়েছে। তবে অধিকাংশ বিশ্লেষণই বলছে, ফলাফল খুবই হাড্ডাহাড্ডি হতে পারে।বিহারের মানুষ এখন অপেক্ষায় সেই মুহূর্তটির, যখন নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় পরিষ্কার হবে, কে পাচ্ছে সেই জাদুকরী সংখ্যা ১২২। পাটনার রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে হিসেব-নিকেশ-কোন জোট কত আসন পেতে পারে, কোথায় ভোট ভাগাভাগি কাকে কতটা ক্ষতি করবে, কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নির্ণায়ক হতে পারে।এই নির্বাচনের ফল শুধু সরকারের ভবিষ্যই নির্ধারণ করবে না, বরং আগামী কয়েক বছরের জন্য রাজ্যের উন্নয়ননীতি, সামাজিক ন্যায় ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিও গঠন করবে। শাটডাউন-পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বেকারত্ব, এবং কৃষক সমস্যার সমাধান-সবই নির্ভর করছে নতুন সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের ওপর।এখন বিহারজুড়ে প্রত্যাশা একটাই-১৪ নভেম্বরের ভোর হোক নতুন সূচনার প্রতীক। যে দিন সকাল থেকেই ভোটগণনার রণভেরি বেজে উঠবে, এবং কিছু ঘণ্টার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, কার হাতে থাকবে বিহারের আগামী পাঁচ বছরের ভবিষ্য। ২৪৩ আসনের এই বিশাল লড়াইয়ে কে পাবে সেই সোনার সংখ্যা ১২২, সেটাই এখন কোটি কোটি মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু।

উপত্যকা জুড়ে ১৩টি স্থানে একযোগে তল্লাশি অভিযান

শ্রীনগর, ১৩ নভেম্বর ঃ দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় কাশ্মীর-যোগের কথা আগেই উঠে এসেছিল। এ বার বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রের শিকড়ে পৌঁছতে কাশ্মীরে ব্যাপক তল্লাশি চালালেন তদন্তকারীরা। জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা ও পুলিশের অপরাধদমন শাখা একযোগে অন্তত ১৩টি জায়গায় তল্লাশি চালান।সূত্রের খবর, ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে। শ্রীনগর, পুলওয়ামা, অনন্তনাগ, বারামুলা-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানান, বিস্ফোরণে আত্মঘাতী জঙ্গি হিসেবে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে সেই উমর উন-নবীর বাড়ি পুলওয়ামায়। তাঁর মা ও ভাইদের সঙ্গে গাড়িতে পাওয়া দেহাংশের ডিএনএ মিলে গিয়েছে। এর পরে আর কারা এই ষড়যন্ত্রে ছিল তার খোঁজ চলছে। তদন্তকারী আধিকারিক এও জানিয়েছেন, এই অভিযানের লক্ষ্য বিস্ফোরণের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা।

দিল্লি বিস্ফোরণের নিন্দা সিঙ্গাপুরের, ভারতের পাশে থাকার বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর ঃদিল্লিতে গাড়িতে বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা করলো সিঙ্গাপুর। এই কঠিন সময়ে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন সে দেশের বিদেশ মন্ত্রী। সিঙ্গাপুরের বিদেশ মন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণন এক্স মাধ্যমে জানান, ১০ নভেম্বর নতুন দিল্লির লাল কেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে সিঙ্গাপুর। নিহতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা। আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক। এই কঠিন সময়ে সিঙ্গাপুর ভারতের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছে।এদিকে, দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনার পর দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশ মন্ত্রী চো হিউন এবং সিঙ্গাপুরের বিদেশ মন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণন তাঁদের সমর্থন ও সংহতি প্রকাশের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ডঃ জয়শঙ্কর জানান, ভারত সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সমর্থনের অনুভূতিকে মূল্য দেয়।

শেখ হাসিনার সাজা ঘোষণা ১৭ নভেম্বর, জানাল ট্রাইবুনাল

ঢাকা, ১৩ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামী লিগ নেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় আগামী ১৭ নভেম্বর সাজা ঘোষণা করবে সে দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মোর্তুজা মজুমদার বৃহস্পতিবার এই রায় দেন। এই মামলায় বাংলাদেশ সরকারের আইনজীবী তথা চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছেন। এখন দেখার ট্রাইবুনাল হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের প্রথম মামলায় কী রায় দেয়।হাসিনার সঙ্গে এই মামলায় অপর দুই অভিযুক্ত হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন। বৃহস্পতিবার সাজা ঘোষণার দিনে ঢাকায় লকডাউন পালন করছে আওয়ামী লিগ। তাদের কর্মসূচির জেরে রাজধানী ঢাকা সকাল থেকেই থমথমে। স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। দেশের অন্যান্য অংশের থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ঢাকা।

মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় প্রায় ৫৬ একর জমিজুড়ে অবৈধ পোস্ত বাগান ধ্বংস

ইমফল, ১৩ নভেম্বর ঃ ' মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শীর্ষক অভিযান তীব্রতর করেছে মণিপুর সরকার। এই অভিযানের অংশস্বরূপ রাজ্যের কাংপোকপি জেলায় প্রায় ৫৬ একর জমি জুড়ে পোস্ত-বাগানে (পপি বাগান) অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করে দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী।আজ বৃহস্পতিবার সরকারি সূত্রে এ খবর দিয়ে জানানো হয়েছে, ধ্বংস অভিযান দুটি স্থান যথাক্রমে থংলাং আকুটপা ও সোংজাং পার্বত্য রেঞ্জের মধ্যবর্তী এলাকা এবং কাংচুপ থানাধীন আউলমুন গ্রামে পরিচালিত হয়েছিল। বুধবারের অভিযানে নিরাপত্তা কর্মীরা ১৯টি খামারের কুঁড়েঘরও ধ্বংস করেছেন। ওই সব কুঁড়েঘরকে অবৈধ মাদক-চাষিরা আশ্রয় এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করত। এছাড়া, ওই সব জমি থেকে ১০টি সারের ব্যাগ এবং নয় (৯) বস্তা লবণ ধ্বংস করা হয়েছে, জানিয়েছে সরকারি সূত্র।আধিকারিক সূত্রটি আরও জনিয়েছে, ' মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শীর্ষক অভিযান তীব্র করেছে রাজ্য সরকার। মণিপুরের দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলে পোস্তের আবাদ শনাক্তকরণ এবং নির্মূল করতে ব্যাপক অভিযান চলছে। সূত্র বলেছে, সাম্প্রতিক পদক্ষেপ অবৈধ চাষাবাদ রোধে এবং ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের জন্য বিকল্প জীবিকা কর্মসূচির প্রচারের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এসআইআর-এর আবহে নস্টালজিয়া! প্রাক্তন ছাত্রের সৌজন্যে মাসিয়াড়া প্রাইমারি স্কুলে মিড-ডে মিলে ভুরি ভোজ

হাওড়া, ১৩ নভেম্বর ঃ-এসআইআর-এর প্রভাব এবার পড়ল মিড-ডে মিলে, তবে ইতিবাচকভাবে। ভোটার কার্ড আপডেটের জন্য ভিনরাজ্য থেকে ফিরছেন বহু পরিযায়ী শ্রমিক। সেই সূত্রে নিজের শিকড়ে ফিরে নস্টালজিয়ায় ভেসেছেন অনেকেই। এমনই এক মানবিক চিত্র ধরা পড়ল হাওড়ার বাগনান উত্তর চক্রের মাসিয়াড়া প্রাইমারি স্কুলে।জানা গিয়েছে, ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র কমল বেরা, যিনি পেশায় মিষ্টান্ন শিল্পী, এসআইআর সংক্রান্ত কাজে ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরেছেন। তিনি নিজের প্রিয় স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষক সুবীর সিনহাকে জানান, মিড-ডে মিলে ছাত্রছাত্রীদের এক দিনের ভোজের খরচ তিনি বহন করবেন। প্রধান শিক্ষকও প্রস্তাবে সায় দেন।বৃহস্পতিবার স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজন হয় এক বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের। শতাধিক ছাত্রছাত্রী পেয়েছে ভাত, ডাল, সবজি, মাংস, চাটনি, পায়েশ ও মিষ্টি- একেবারে উৎসবের আমেজে। পলেস্তারা খসা ভগ্নপ্রায় দেওয়ালের পাশে বসেই শিশুরা আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে স্কুল চত্বর। পোকামাকড়ের ভয় উপেক্ষা করেও যেন আনন্দের কোনও ঘাটতি ছিল না।গ্রামের মানুষ বলছেন, এসআইআর-এর আবহে এমন ইতিবাচক উদ্যোগই ফিরিয়ে আনছে হারানো মানবিকতার স্পর্শ।

রাশিফল

মেষঃরাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হবে। এই সময়টি আপনার জীবনে ইতিবাচকতা এবং শক্তি নিয়ে আসবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

বৃষঃ আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে। আপনি যদি বিবাহিত হন তবে আজ আপনার বাচ্চাদের বিশেষ যত্ন নিন, কারণ তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলস্বরূপ, তাদের স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন। এই সময়ে আপনার মধ্যে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতা এবং গভীরতা থাকবে, যা আপনার সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

কর্কট রাশি ঃ আপনি আজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত দিন। আপনার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সময় এটি। আপনার চারপাশের লোকেরা আপনার ইতিবাচকতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং আপনার আইডিয়াগুলিতে গভীর আগ্রহ দেখাবেন। শুভ দিন।

কন্যা ঃহতাশ এবং অবসাদগ্রস্ত হবেন না। আপনার অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে। আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনার প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করবে। আপনার প্রেমিকার সাথে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ায় কোন ফল পাবেন না- পরিবর্তে আপনার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা এবং আপনার প্রেমিকার কাছে আপনার সত্য অনুভূতিগুলি ব্যাখ্যা করা।

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনি শক্তি এবং উসাহে পূর্ণ বোধ করবেন, যা আপনার সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করবে। অন্যদের প্রতি আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীলতা আপনাকে তাদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং এই ভাবে খোলামেলা কথোপকথনের পথ প্রশস্ত করবে।

বৃশ্চিকঃ জীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। শুভদিন।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং উসাহ আপনার চারপাশের মানুষকে মুগ্ধ করবে। শুভ রং লাল

মকরঃ বিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন। কাজের যোগ।

কুম্ভঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এবং চাপপূর্ণ প্রমাণিত হবে। শুভদিন।

মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচকতায় পূর্ণ থাকবে, যা আপনার চিন্তাভাবনা এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করবে। এই সময়টি অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অনুকূল। আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে সততা এবং খোলামেলা

আবহাওয়া

কনকনে না হলেও, শীতের ঠান্ডা শুরু হয়ে গিয়েছে মহানগরী কলকাতায়। নিম্নমুখী তাপমাত্রার পারদ। বৃহস্পতিবার একধাক্কায় ১৭ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এদিনই এই মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায়।কলকাতায় বৃহস্পতিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে সাড়ে তিন ডিগ্রি কম। এর আগে বুধবারই শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুধু কলকাতা নয়, শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও। উত্তরবঙ্গে এখন জমজমাট ঠান্ডা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০২টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০১মিনিটে হতে পারে।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ঘটলো এক ব্যক্তির জয়নগরে।বুধবার রাতে সাইকেলে চেপে বাড়ির ফেরার পথে একটি মালবাহী ছোট গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে মৃত্যু ঘটলো এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার ঢোষা বাজারের কাছে। মৃত ব্যক্তির নাম অরুণ চক্রবর্তী, বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের পূর্ব চন্দনেশ্বর গ্রামে। আর এর পরেই স্থানীয় মানুষজন ঘাতক গাড়িটিকে আটকে বিক্ষোভ দেখায়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ ও ঢোষা ক্যাম্পের পুলিশ গিয়ে ঘাতক গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে ও ঘাতক গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত ব্যক্তির নাম এম ডি সাহিদ, বয়স ৩১ বছর, বাড়ি কলকাতার চিৎপুর থানা এলাকায়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। এদিকে মৃতদেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

বইপত্র ও কাগজপত্র চুরি করে পালাতে গিয়ে গ্রেফতার শিক্ষক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ স্কুলের বইপত্র ও কাগজপত্র চুরি করে পালিয়ে যেতে গিয়ে গ্রেফতার এক স্কুল শিক্ষক সহ এক গাড়ির চালক জয়নগরে। জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের ফুলবাগিচা দার উল ম মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক বাটরার বাকিবিল্লা লস্কর স্কুলের বইপত্র ও দরকারী কিছু কাগজ পত্র স্কুলের ঘর থেকে চুরি করে বস্তাবন্দি করে একটি গাড়িতে করে ভর্তি করে মথুরাপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশের টিম জয়নগর থানার বাটরা এলাকা থেকে ঐ স্কুলের শিক্ষক বাকিবিল্লা লস্কর, বয়স ৫৫ বছর ও গাড়ির চালক পিন্টু সরদার, বয়স ৩৪ বছর। দুজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে বুধবার রাতে। ধৃতদের বাড়ি জয়নগর থানার বাটরা এলাকায়। ধৃতদেরকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। গাড়ি সমেত স্কুলের বইপত্র, কাগজপত্র ও গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। কি কারণে সে স্কুলের বইপত্র ও দরকারী কাগজপত্র চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ফরাক্কায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ ফরাক্কা থানা এবং জঙ্গিপুর ক্রাইম সেলের যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ফরাক্কা থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল ফরাক্কা ব্যারেজ নাকা পয়েন্টে অভিযান চালায়। সেখানে একটি ছ'চাকার কন্টেনার গাড়িকে আটক করে পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ১৬৮ কেজি গাঁজা। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা। তৎক্ষণাৎ পুলিশ গ্রেফতার করে গাড়ির চালককে। ধৃত ব্যক্তির নাম মিঠুন দলুই। তিনি সাগরদিঘী থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তি কোচবিহার থেকে গাঁজা নিয়ে মধ্যমগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু পাচারের আগেই ফরাক্কা ব্যারেজের নাকা পয়েন্টে পুলিশের হাতে ধরা পরেন ওই ব্যক্তি। ইতিমধ্যেই ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এই পাচার চক্রের সাথে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

স্কুলের মধ্যেই সহপাঠীদের মারে আহত স্কুলছাত্র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্কুলের মধ্যেই সহপাঠীদের মারে আহত এক স্কুলছাত্র, হাওড়ার বালিটিকুরিতে চাঞ্চল্য। অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলো স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের মধ্যেই সহপাঠীকে মেঝেতে ফেলে বেদম মার, চাঞ্চল্য হাওড়ার দাসনগরে। বহিষ্কার অভিযুক্ত ছাত্রদের। এবার স্কুলের মধ্যেই সহপাঠীকে মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য হাওড়ার দাসনগরে। মারধরের সেই ছবি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। বুকে আঘাত নিয়ে বাড়িতেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন অষ্টম শ্রেণীর ওই ছাত্র। অভিযোগ, হাওড়ার বালিটিকুরির এক নামী সরকারি স্কুলের ওই ছাত্রকে প্রায়ই নানা কারণে উত্যক্ত করা হতো। প্রধান শিক্ষকের কাছে এনিয়ে নালিশ করাতে বাড়ে অত্যচারের মাত্রা। মুখে ঘুসির পাশাপাশি ছাত্রের বুকে লাথিও মারা হয়। মেঝেতে পড়ে গেলেও চলে কিল, লাথি। সিসিটিভি ফুটেজে উঠে আসে সেই ছবি। বুধবার স্কুলে চলাকালীন ঘটনায় আহত ছাত্রকে স্কুলের তরফে নিয়ে যাওয়া হয় বালিটিকুরির ইএসআই হাসাপাতলে। পরে বাড়িতেই চিকিৎসাধীন রয়েছে আহত ওই ছাত্র। ছাত্রের বুকের পাঁজরে আঘাত রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এসআইআর মাঝেই ইউ.আই.ডি.এ.আই.-এর রিপোর্ট ঘিরে চাঞ্চল্য, নিষ্ক্রিয় ৩৪ লক্ষ আধার নম্বর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এস.আই.আর. প্রক্রিয়া, আর তা ঘিরেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্যরাজনীতি। এই পরিস্থিতিতেই নির্বাচন কমিশনের হাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে দিয়েছে ইউ.আই.ডি.এ.আই.। সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলার প্রায় ৩৪ লক্ষ মৃত নাগরিকের আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে ইউ.আই.ডি.এ.আই. কর্তৃপক্ষের বৈঠকেই এই তথ্য উঠে আসে। তবে এই পরিসংখ্যান নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে শাসক তৃণমূল। দলের অভিযোগ, ইউ.আই.ডি.এ.আই. পূর্বেই জানিয়েছিল যে তারা রাজ্যভিত্তিক, বছরভিত্তিক বা কারণভিত্তিক আধার নিষ্ক্রিয়করণের কোনও তথ্য সংরক্ষণ করে না। তাহলে এবার কোন ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান তৈরি হল, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। তৃণমূলের আশঙ্কা, পরিকল্পিতভাবে নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। নির্বাচনের বাকি আর কয়েকটা মাস। তার আগে বঙ্গজুড়ে শুরু হয়েছে এস.আই.আর.। বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে যাচ্ছেন বিএলওরা। যদিও বঙ্গ বিধানসভা ভোটের কয়েকমাস আগে এস.আই.আর. প্রক্রিয়া নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ গেলে দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাও করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। এই আবহে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে দেওয়া ইউ.আই.ডি.এ.আই.-এর তথ্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। সমাজমাধ্যমে শাসকদল 'বিস্ফোরক তথ্য' দাবি করে লিখছে, 'রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউ.আই.ডি.এ.আই.-এর অধিকর্তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩২-৩৪ লক্ষ মৃত বাসিন্দার আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে বলে সি.ই.ও. মনোজ আগরওয়ালকে অবহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন এই নিষ্ক্রিয়তাকেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু ইউ.আই.ডি.এ.আই. নিজেই সংসদে জানিয়েছে যে, তারা রাজ্যভিত্তিক, বছরভিত্তিক বা কারণভিত্তিক কোনও আধার নিষ্ক্রিয়করণের তথ্য সংরক্ষণ করে না। যদি সেটা সত্যি হয়, তাহলে কোন আইনগত বা প্রমাণের ভিত্তিতে এই বিপুল তথ্যপঞ্জী তৈরি করে হস্তান্তর করা হল? পুরোপুরি সংবিধানকে উপেক্ষা বলে সোশাল মিডিয়ায় তোপ তৃণমূলের। শুধু তাই নয়, বিহারে প্রসঙ্গ টেনে সমাজমাধ্যমে তৃণমূলের আরও দাবি, 'বিহারের কথাই ধরুন; যেখানে নির্বাচন কমিশন খসড়া ভোটার তালিকায় হাজার হাজার মানুষকে 'মৃত' ঘোষণা করেছিল, অথচ পরে দেখা যায় তাদের অনেকেই জীবিত।' এমন পরিস্থিতি বাংলাতেও হতে পারে বলে মনে করছে তৃণমূল।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকদের নজরদারি, নিরাপত্তা বাড়ালো কলকাতা পুলিশ!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দেশে ফেরেননি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নাগরিকরা। পুলিশের নজর এখন এই তিন দেশের বাসিন্দারা কলকাতা বা জেলার কোথাও লুকিয়ে আছে কি না সেই দিকে। একই সঙ্গে শহর ও জেলার বিভিন্ন এলাকায় পুরনো জঙ্গি স্লিপার সেল সম্পর্কেও খোঁজখবর শুরু করেছেন কলকাতা ও রাজ্যের গোয়েন্দারা। দিল্লিতে বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনার পর লালবাজার ও ভবানীভবন গোয়েন্দাদের সতর্ক করেছে। প্রত্যেক থানা ও গোয়েন্দা আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের নাগরিকদের পাসপোর্ট অনুযায়ী নজরদারি করতে। এই নির্দেশনার ভিত্তিতে অভিবাসন দফতরও অনুসন্ধান শুরু করেছে। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে পাসপোর্ট নিয়ে আসা বাসিন্দাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার পর আর পুলিশকে কিছু না জানিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে তারা। এর পর দালালচক্রের হাত ধরে তারা ভুয়া ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে নিজেদের ভারতীয় নাগরিক বলেও পরিচয় দিয়েছে। গোয়েন্দাদের অভিযোগ, এভাবে ভারতীয় নাগরিক সেজে লুকিয়ে থাকা বিদেশিরা সন্দেহজনক। ইতিমধ্যে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের হাতে এভাবে লুকিয়ে থাকা বাংলাদেশিরা ধরা পড়েছে। সম্প্রতি একইভাবে জাল পরিচয়পত্র নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে এই দেশে থাকার অভিযোগে দক্ষিণ কলকাতা থেকে তিন আফগানকে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। একইভাবে কলকাতা বা অন্য কোনও জেলায় কোনও পাক নাগরিক লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনাও গোয়েন্দারা উড়িয়ে দেননি। আর এভাবেই গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর ওই বিদেশি নাগরিকদের কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে বলেই অভিমত পুলিশের। সূত্রের খবর, তার জেরে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা ও গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে সংযোগ রেখেই কোন কোন বাংলাদেশি, আফগান ও পাক নাগরিক ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও দেশে ফিরে যায়নি, সেই তথ্য গোয়েন্দারা জানার চেষ্টা করছেন। ওই বিদেশি নাগরিকদের তালিকা তৈরির পর তারা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে, পুলিশ তা জানার চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছরে কলকাতার আশপাশ থেকে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে একাধিক জঙ্গি। কলকাতা ও কয়েকটি জেলায় জেএমবি, লস্কর ই তৈবা, হুজি, আনসারুল বাংলা টিমের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির স্লিপার সেল সামনে এসেছে গোয়েন্দা পুলিশের।

এসআইআর আতঙ্কে জন্ম শংসাপত্রের দাবি বেড়ে গিয়েছে, পুরকর্মীদের নির্দেশ দ্রুত সরবরাহের!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এসআইআর-এ যোগ দিতে জন্ম শংসাপত্র এখন বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই শংসাপত্র নিতে শুধু কলকাতার লোকই নয়, ভিন জেলা এবং ভিন রাজ্যের মানুষরাও কলকাতা পুরসভায় ভিড় করছেন। যাদের জন্ম শংসাপত্র নেই বা হারিয়ে গেছে, তাদেরকে প্রতিলিপি কপি দেওয়া হচ্ছে। গত সাতদিন ধরে এই কাজ চলছে। পুরসভার সামনে লম্বা লাইন তৈরি হয়েছে, তবে বুধবার সেই লাইন সর্বশেষের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। লাইনটি পুরসভার থেকে বের হয়ে লাগোয়া রক্সি সিনেমা পর্যন্ত সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছিল। পুরসভা সূত্রের খবর, সব তথ্য শুনে উদ্বিগ্ন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মেয়র বলেছেন, ''মানুষ আতঙ্কিত। তবে অবস্থা সামাল দিতে দৈনিক প্রতিলিপি কপির সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা করুক।'' পুর স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে খবর, এখন রোজ গড়ে ১৫০টি বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। পুরস্বাস্থ্য বিভাগের এক কর্তার কথায়, শুধু কলকাতা নয়। ভিন জেলা এমনকী ভিন রাজ্যের মানুষও আসছেন পুরসভায়। তাঁরা জন্মেছিলেন শহরের কোনও বেসরকারি হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোমে। কাজের সুবাদে কেউ বেঙ্গালুরু কেউ আবার হায়দরাবাদে অথবা অন্য কোনও রাজ্যে রয়েছেন। কার্যত অফিস ছুটি নিয়ে ছুটে এসেছেন কলকাতা পুরসভায়। কারণ, হাসপাতালের নথি থাকলেও অনেকের কাছেই পুরসভার জলছবি দেওয়া জন্মের শংসাপত্র নেই। আবার ভিন জেলার থানা থেকেও পুলিশ গোছা করে জন্মের শংসাপত্র পাঠাচ্ছে যাচাই করার জন্য। এগুলি অবশ্য পাসপোর্ট ভিসার জন্য। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, হাতে লেখা বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। সবগুলি কম্পিউটারে জলছবি দেওয়া এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের স্বাক্ষর যুক্ত। পুর স্বাস্থ্য বিভাগের এক কর্তার কথায় ''করোনা আবহে চ্যাটবটের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া শুরু হয়। এখনও সেই পদ্ধতি চলছে। মাঝেমধ্যেই কম্পিউটার হ্যাং করছে। কাজের গতি কমছে। মানুষ অভিযোগ জানাচ্ছে।'' তিনি আরও বলেন, তসবটা বুঝেই মেয়র ফিরহাদ হাকিমের গোচরে আনা হয়েছে। তারপর তিনি প্রতিলিপি বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দেন।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগে নতুন জটিলতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য এসএসসি পরীক্ষায় অতিরিক্ত ১০ নম্বর বরাদ্দের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আগের অন্তর্বর্তী নির্দেশে বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছিলেন, পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ এই মামলার রায়ের উপর নির্ভর করছে। বুধবার তিনি কোনও নতুন নির্দেশ দেননি, কারণ মামলাটি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আগামী ২৬ নভেম্বর শীর্ষ আদালতে এই মামলার শুনানি হবে। তাই আপাতত হাই কোর্টে মামলার শুনানি মুলতুবি রাখা হয়েছে। এখন শীর্ষ আদালত কী নির্দেশ দেয়, তা দেখার পর হাই কোর্টে এই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে মামলাকারীরা হলফনামা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য জানাতে পারবেন। ২৮ নভেম্বর হাই কোর্টে এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ফলে হাই কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া এই মামলায় যে জটিলতা বাড়ল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে, এদিন হাই কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি পর্বে এক প্রস্থ নাটক দেখা গেল ভরা এজলাসে। মামলা চলাকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসমস্ত চাকরিপ্রার্থীরা ১০ নম্বর করে পেয়েছেন তাঁদের তরফে আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীর বক্তব্যের পরই একদল পরীক্ষার্থীকে অতি উৎসাহিত হয় হাততালি দিতে দেখা যায়। তাঁরা একপক্ষের আইনজীবীর যুক্তি সমর্থন করেন। তাতেই বিরক্ত হন বিচারপতি সিনহা। তিনি পুলিশ ডেকে তাঁদের বের করে দেন। বিচারপতির স্পষ্ট বার্তা, 'মাস রিলেটেড' মামলায় অর্থাৎ, যে মামলার সঙ্গে একসঙ্গে অনেকে যুক্ত, সেখানে মক্কেলদের এজলাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এপ্রসঙ্গে বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর মোবাইল বের করে একটি হোয়াটসঅ্যাপ আদালতে দেখান। ওই হোয়াটস অ্যাপ মেসেজটিতে কেউ এদিনের মামলায় তাঁদের পক্ষের মক্কেলদের সকাল থেকে এজলাসে ভিড় জমানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর ফলে আদালতের উপর চাপ তৈরি হবে, ইঙ্গিত দেওয়া হয় ওই বার্তায়।

৪৫০ কোটির জিএসটি জালিয়াতি চক্র কাশ্মীর থেকে কলকাতায়!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার জিএসটি জালিয়াতি চক্রের ঘটনা সামনে এসেছে, যার বিস্তৃতি জম্মু-কাশ্মীর থেকে কলকাতা পর্যন্ত। কাশ্মীরের ঘটনার প্রভাবেই কলকাতায় এই জালিয়াতি চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ করেছে জিএসটি কর্তৃপক্ষ। দু'টি সংস্থার 'ভুয়ো' নথি ব্যবহার করেই এই বিপুল টাকার জালিয়াতি সংঘটিত হয়েছে। তদন্তে নেমে জিএসটি কর্তৃপক্ষ জিতেন্দ্রকুমার চৌরাসিয়া নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার তাকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়। ব্যবসায়ীর জামিনের আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত। তিনি আদালতে আবেদনে জানান, জম্মু ও কাশ্মীরে জিএসটি কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁর লাইসেন্স বাতিল করলেও পরে তা ফিরিয়ে দেয়। কলকাতায় জিএসটি কর্তৃপক্ষ ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছে, তা সঠিক নয়। জিএসটি কর্তৃপক্ষের আইনজীবীরা জামিনের বিরোধিতা করেন। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে ধৃত ব্যবসায়ীকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে নির্দেশ দেন বিচারক। জিএসটি সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ীর নিকোটিন জাতীয় বস্তু সরবরাহের ব্যবসা বলে দাবি করেন। তারই ভিত্তিতে ওই ব্যবসায়ীর দু'টি সংস্থার সন্ধান মেলে। জানা যায়, দু'টি বেসরকারি সংস্থারই কর্ণধার ধৃত ব্যবসায়ী জিতেন্দ্র চৌরাসিয়া। প্রথমে ব্যবসায়ী জম্মু ও কাশ্মীরে ব্যবসা করতেন। সেখানেই প্রথমে জিএসটি ফাঁকি দেওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে বলে অভিযোগ। ওই রাজ্যে তাঁর জিএসটির লাইসেন্স বাতিলও করে দেওয়া হয়। পরে ফের তা চালুরও অনুমতি দেয় কর্তৃপক্ষ। এরপর জিতেন্দ্র কলকাতায় ব্যবসা সরিয়ে নিয়ে আসেন। সম্প্রতি কসবা এলাকার জিএসটি অফিসও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। জিএসটি-র অভিযোগ, যে দু'টি সংস্থার মাধ্যমে ব্যবসা চলছে বলে দেখানো হয়, সেগুলি আসলে 'কাগুজে কোম্পানি'। সংস্থাগুলি আদৌ কোনও ব্যবসা করে না। কিন্তু সংস্থা দু'টির নামে প্রচুর ভুয়ো বিল, চালান ও ভুয়ো নথি তৈরি হয় বলে অভিযোগ। সংস্থাগুলির মাধ্যমে বিপুল টাকার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে বলে দেখানো হয়। সামনে রাখা হয় ভুয়ো নথি। জিএসটির টাকা কাটা হয়েছে বলে দেখানো হয়। এভাবে ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত একটি সংস্থার মাধ্যমে ৪৩৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ও অন্যটির মাধ্যমে ১৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা জিএসটি জালিয়াতি হয়।

গরু চুরির ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ জয়নগরে গরু চুরির ঘটনায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার এক। পেশ করা হলো বারুইপুর মহকুমা আদালতে। বসিরহাট, মিনাখাঁ, ক্যানিং-এর পর এবার গরু চুরির ঘটনা ঘটলো জয়নগরে। বাড়ির মধ্যে থেকে জাইলো গাড়ি করে গরু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় জয়নগরে। জয়নগর থানার হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়নগর শরৎপল্লী এলাকার বাসিন্দা মিঠুন সরকার বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার গোয়াল ঘরে গরু নেই। আশপাশে খোঁজাখুঁজি করে তিনি গরু না পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন। এরপর তিনি প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হতবাক হয়ে যান। সিসিটিভি ফুটেজে তিনি দেখেন,মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি জাইলো গাড়িতে চেপে কয়েক জন দুষ্কৃতি এসে বাড়ির ভিতর থেকে গরুটিকে বের করে ওই জাইলো গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। চার চাকা গাড়িতে এই গরু চুরির ঘটনায় অবাক হয়ে যান এলাকার মানুষ।প্রশ্ন ওঠে নিরাপত্তা নিয়ে। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যান জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম। এর পরে ঐ ব্যক্তির জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় তদন্তে নেমে বুধবার রাতে মগরাহাট থানার যুগদিয়া এলাকা জাইলো গাড়ি সমেত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম সুদীন ব্যানার্জী,বয়স ২৫ বছর,বাড়ি মগরাহাট থানার যুগদিয়া এলাকায়। ধৃত ব্যাক্তিকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। তবে চুরি হওয়া গরুটি এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা যায় নি। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। তবে এব্যাপারে স্থানীয় মানুষ জন বলেন,গাড়ি এনে যদি গরু তুলে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে এলাকায় এরপর ক্রাইম করা ও দুষ্কৃতির পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়। আমাদের নিরাপত্তা কে দেবে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে গাড়ির নাম্বার প্লেট অনুযায়ী গাড়িটি হাওড়া জেলার। কিন্তু সেখান থেকে কিভাবে সে জয়নগরে এসে এই কাজ করলো, আর তার সাথে আর কে কে ছিলো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে এভাবে গাড়ি নিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে গরু চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে হরিনারায়নপুর সহ জয়নগর থানা এলাকার মানুষ। পুলিশী নজরদারী আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষ জন।

পথ দুর্ঘটনা রোধে ধনিয়াখালি থানার বিশেষ উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ধনিয়াখালি হুগলি পুলিশের তৎপরতা সত্ত্বেও হুগলির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে পথ দুর্ঘটনা প্রায়শই ঘটে চলেছে। বিশেষ করে চালকের অসতর্কতার কারণে দুই চাকার যানবাহন গুলি বেশিরভাগ সময়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত চালকদের সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন, শুধু তাই নয় দুর্ঘটনা প্রবন এলাকাগুলিতেতে বিশেষ নজরদারি অব্যাহত রেখেছেন বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মীরা। সেই রকমই ধনিয়াখালি থানার পক্ষ থেকে তারকেশ্বর,জামালপুর রোডের বাসলা এলাকায়, যা একটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত, সেখানে বিশেষ পরিষ্কার অভিযানের আয়োজন করা হয়। সেই পদক্ষেপ হিসাবে রাস্তায় স্পষ্ট দৃশ্যমানতা বাড়াতে পথের ধারে জমে থাকা ঝোপঝাড় ও গাছপালা পরিষ্কার করা হয়, যাতে দূর থেকে যানবাহনের চালকরা সহজে রাস্তা দেখতে পান এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমে। এ ব্যাপারে পুলিশের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে আরও সচেতন হতে আহবান জানানো হয়।

প্রাক্তন বিধায়ক শীতল সর্দারের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রয়াত হলেন সাঁকরাইলের প্রাক্তন বিধায়ক শীতল সর্দার। বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রাক্তন এই বিধায়কের প্রয়াণে রাজনৈতিক মহলে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। শীতল সর্দার সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রে ১৯৯৬ সাল থেকে টানা পাঁচবারের বিধায়ক ছিলেন। প্রথমে কংগ্রেস ও তারপর চারবার তৃণমূলের বিধায়ক ছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। জানা গিয়েছে, একুশের নির্বাচনে শাসকদলের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই জানিয়েছিলেন, আশি উর্ধ্ব কোনও জনপ্রতিনিধিকেই আর ভোটের লড়াইয়ে সামনে আনা হবে না। তাঁদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে অব্যাহতি দেওয়া হবে। সেই সূত্র অনুযায়ী, বাদ পড়েন শিবপুরের প্রবীণ বিধায়ক জটু লাহিড়ী। দলের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি তিনি। ক্ষুব্ধ বিধায়ক বিজেপি শিবিরে পা রাখেন। সাঁকরাইলের তৎকালীন বিধায়ক শীতল সর্দারও বিজেপিতে যোগ দেন। তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান নেতা শীতল সর্দার, এমনকি রাজ্য কমিটিতেও স্থান পেয়েছিলেন তিনি। তবে এরপর ধীরে ধীরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান। নামমাত্রভাবে গেরুয়া শিবিরে থাকলেও, কার্যত রাজনীতি থেকে 'সন্ন্যাস' নিয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। বুধবার সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই প্রাক্তন বিধায়ক। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল।

MIFL

MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

Registered Office: Old Nimta Road, Nandan Nagar, Belghoria, Kolkata, West Bengal –700 083; **Telephone No.:** +91 7203948909;
Corporate Office: Hall No - 1, M R Icon, Next to Milestone, Vasna, Bhayli Road, Vadodara-391410, Gujarat;
Telephone No.: +91 7203948909 **Contact Person**: Mr. Samoil Akilbhai Lokhandwala**;** Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: compliance@miflindia.com; **Website:** www.miflindia.com, **CIN:** L65993WB1983PLC035815

Promoters: Mr. Sojan Vettukallel Avirachan, Mr. Venkata Ramana Revuru, Mr. Yatin Sanjay Gupte, M/S. Wardwizard Solutions India Private Limited and M/S. Garuda Mart India Private Limited

ISSUE OF 48,08,21,750 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1.00/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RE. 1.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO RS. 48,08,21,750.00/- ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 23RD SEPTEMBER, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED	ISSUE CLOSING DATE (OLD) FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025
	ISSUE CLOSING DATE (NEW) WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same.	For further details check section on ASBA below.

Please note that in accordance with provisions of applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all Eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Rights Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Rights Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form are not eligible ASBA Investors and must apply for Rights Equity Shares only through the non-ASBA process, irrespective of the application amounts/applicant category.

ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non-ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. **For details, see "Terms of the Issue - Procedure for Application" on page 161 of the Letter of Offer.**

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, 27th October, 2025 and scheduled to close on Friday, 14th November, 2025 has now been extended by the Company from Friday, 14th November, 2025 to Wednesday, 19th November, 2025, vide the Board Meeting dated 13th November, 2025, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Wednesday, 19th November, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Wednesday, 19th November, 2025. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 4th October, 2025 except for modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM – NOTICE TO INVESTORS published in the advertisement dated Thursday, 13th November, 2025 which will appear in newspapers on Friday, 14th November, 2025.

For, Mangalam Industrial Finance Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Samoil Akilbhai Lokhandwala
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata, West Bengal
Date: 13th November, 2025

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৫০, সংখ্যা, শুক্রবার ২৮ কার্তিক ১৪৩২

তেজস্ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা

প্রায়ই ল্যাবরেটরিতে তাঁর ছাত্রছাত্রী ও সহ-বিজ্ঞানীদের বলতেন, পোলোনিয়াম আর রেডিয়াম আমার ওপর রাগ পুষে রেখেছে। শুরুর দিন থেকেই নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের গবেষণাই তাঁকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তবুও তিনি গবেষণার কাজে কোনো অবহেলা করেননি। বরং স্বাভাবিকভাবেই গবেষণার চালিয়ে গেছেন। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করা আর মৃত্যু সমার্থক। তাই তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে খুব একটা সতর্কতা মানার অভ্যাস তার ছিল না। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ লেগে থাকা টেস্টটিউব পকেটে নিয়ে চলাফেরা করতেন। এগুলো সংরক্ষণে ডেস্কের ড্রয়ার ব্যবহার করতেন। বুকপকেটে করে গবেষণার জন্যে রাতে বাড়িতেও নিয়ে আসতেন রেডিয়াম। রাতে না ঘুমিয়ে বাড়িতে বসে রেডিয়াম নিয়ে গবেষণা করতেন। কি অদ্ভুত তাই না! পিচব্লেন্ড থেকে যখন পিচব্লেন্ডের টিন আসত ল্যাবরেটরিতে, উত্তেজনার বশে অনেক সময় তিনি ইলেক্ট্রোমিটার নিয়ে পিচব্লেন্ডের ভেতরে সরাসরি হাত ডুবিয়ে দিতেন। কোনওরকম সুরক্ষা না নিয়েই। পিচব্লেন্ডের গোপন রহস্য জানার জন্য এত উদগ্রীব হয়ে পড়তেন, যে নিজের সুরক্ষা নেওয়ার সময়টুকু নষ্ট করতে চাইতেন না। অথচ তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের তেজস্ক্রিয় মৌলের টেস্ট টিউব ধরতে বলতেন চিমটা দিয়ে। তাঁদের সুরক্ষিত করতেন সিসার আস্তরণ দেওয়া দস্তানা পরিয়ে। ১৮৮৯ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত তিনি যে নোটবুক ব্যবহার করেছেন সেটা আজও রাখা আছে প্যারিসের বিবলিয়োথেক ন্যাশনাল'-এ। সেই নোটবুক থেকে যে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ছে সেটা আগামী ১৫০০ বছর অবধি চলবে। হ্যাঁ ঠিক শুনছেন। ১৫০০ বছর। কারণ এই সমস্ত জিনিসপত্রে লেগে আছে ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম-২২৬, যার তেজস্ক্রিয়তার আয়ু ১৫০০ বছর। আজ যদি কোনও গবেষক গুগুলো ঘাঁটতে চান, তা হলে তাঁকে মুচলেকা দিয়ে ঘোষণা করতে হয় তিনি বিপদ বুঝে কাজে নামছেন, তার জীবন ঝুঁকিতে পড়লে সংরক্ষণশালা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। তবে আজও মহান এই বিজ্ঞানীর মৃত্যুর পরও তার প্রতি জ্ঞানপিপাসুদের আগ্রহ কমেনি। আজও অনেকেই তাঁর ডায়েরি, গবেষণার কাজে ব্যবহার করা বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে গবেষণা করেন। যদিও তেজস্ক্রিয় নিরাপত্তার বিশেষ পোশাক পরে তবেই মেরি কুরির জিনিসপত্রে হাত দেওয়ার অনুমতি মেলে। ৪ জুলাই, ১৯৩৪। মায়ের বিছানা থেকে একটু দূরে বসেছিলেন ছোট মেয়ে ইভ। বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়া মায়ের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করছিলেন, মা কেন চুপচাপ হয়ে গেল! আর কেন কাঁপছে না মায়ের হাত দু'টো। মাকে ছোঁয়ার অনুমতি ছিল না। মেরি কুরির হাত দু'টি ক্রমশ শক্ত হতে শুরু করেছিল। হাতের চামড়ার জায়গায় জায়গায় পুড়ে যাওয়ার মত অসংখ্য কালো কুচকুচে দাগ দেখতে পাচ্ছিলেন ইভ। সেগুলি তেজস্ক্রিয়তার চুম্বনের চিহ্ন। ক্রমশ দ্রুত হতে শুরু করেছিল ঘরের ভিতরে চিকিৎসক ও নার্সদের চলাফেরা। একসময় মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসক। যাওয়ার আগে ইভকে বলে গিয়েছিলেন,দ মেরি আর নেই। সূর্যের শেষ রশ্মি গায়ে মেখো।

রবীন্দ্রনাথের নবনীতা

ভালো-বাসা'র মস্ত পরিসরে শরৎচন্দ্রের 'অনুরাধা' রবীন্দ্রনাথের 'নবনীতা'র বেড়ে ওঠা। শেষ দিকে তাঁর এক সাপ্তাহিক কলমের নামই ছিল 'ভালো-বাসার বারান্দা'। সংসারের রোজকার ছোট ছোট ঘটনায় জীবনরস খুঁজে পেতেন। মেধাবী কন্যাটি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পরীক্ষায় শুধু তুলনামূলক সাহিত্য নয়, মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারীর স্বর্ণপদক পেলেন। চুটিয়ে অধ্যাপনা করেছেন,সব্যসাচীর মতো দু'হাতে গল্প, উপন্যাস ও রম্য রচনা লিখেছেন। রাস্কিন বন্ডের লেখায় যেমন তাঁর নিজের শহর ল্যান্ডোর বারংবার ঘুরেফিরে আসে, নবনীতার ক্ষেত্রেও সে রকম কলকাতা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েও আত্মতৃপ্ত হননি। মা,মেয়ের প্রেমের স্বাধীনতা দিয়েও যাপনের একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন। মা রাধারাণী দেবী তিনি নিজে বাল্যবিধবা থেকে প্রতিষ্ঠিত লেখিকা হয়েছেন, তাঁর পুনর্বিবাহ স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াই সবটা গল্পের মত। যাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথও থমকে গিয়েছেন আর শরৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটি শেষ করার দায়িত্ব তাঁকে দিচ্ছিলেন। বালবিধবা রাধারাণীকে প্রথম শাশুড়ি মেয়ের মতোই ভালবাসতেন। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিয়ে, নবনীতার জন্ম, বেড়ে ওঠা... স্নেহের ধারায় কখনও ব্যত্যয় ঘটেনি। একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হলেও সে সুখ বেশি দিন রাধারাণীর সহ্য হল না,নিউমোনিয়ায় ভুগে মায়ের কোল শূন্য করে সে চলে গেল। তবে কী রাধারানীর মা হওয়া ভাগ্যে নেই! স্বামী নরেন্দ্র সহধর্মিণীর শরীরের অবস্থায় চিন্তিত। দুর্বল শরীরে হাঁপানির প্রকোপ বেড়েছে। ধন্বন্তরী চিকিৎসক শ্যামাদাস বাচস্পতি রাধারাণী কে সুস্থ করলেন। পরামর্শ দিলেন হাওয়া -বাতাস খেলে এমন বাড়িতে থাকার। রাধারাণীর জন্য তৈরি হল বাড়ি, নাম 'ভালো-বাসা'। সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠলেন রাধারাণী, মনের মত করে সাজিয়ে তুললেন তাদের স্বপ্ননীড় 'ভালো-বাসা'। ততদিনে সাহিত্য ও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার সন্তানসম্ভবা হলেন,১৯৩৮এর ১৩ জানুয়ারি ওই বাড়িতে এল নতুন এক প্রাণ, রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করলেন 'নবনীতা'। হয়ত ঠিক সেই কারণে ভালবাসার সহজ সারল্য থেকে আজীবন সরে আসেননি নবনীতা। তবে ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিস্তারে বোধহয় নবনীতা দেবসেন মা রাধারানীকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন কখনও কখনও! ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিস্তারে বোধহয় নবনীতা দেবসেন সেরায় পরিণত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়।

জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর কর। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলেন,বিশ্বাস অর্জন করা যায়। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা যায়। কালী মায়ের সাধকেরা কোনও সময়ে পরাজিত হন না। তারা কিন্তু সব সময়ে জয়ী হয়ে থাকেন। দেবী কালী পুজো করা মানেই হল মনের মধ্যে যে অন্ধকার জগত রয়েছে তাকে দূর করা। মা কালী মনের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তা দূর করতে পারেন। তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করে থাকেন। সেই কারণে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মা কালীর ভক্ত। পুজারি বলা যেতে পারে। মা কালীর ভক্ত হতে গেলে মনকে আগে থেকে পরিস্কার করা উচিত। মাতৃভক্তদের মন একেবারে জলের মতো পরিস্কার থাকে। কোনও দূষিত পদার্থ থাকে না। শক্তিকে মা কালী কাছ থেকে গ্রহণ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দেশকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।মা কালী হচ্ছেন বাঙালিদের সাক্ষাৎ দেবী। তিনি আছেন বলেই বাঙালিরা শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। তাঁর পুজো করার প্রয়োজন রয়েছে। মা কালী সবাইকে শক্তি এবং ভক্তি বিতরণ করে থাকেন। তিনি শক্তিদায়িনী দেবী। সাধনা করতে পারলে শক্তি অর্জন করা করা যায়।

স্বর্ণযুগে বহু প্রতিভাবান বাংলা পরিচালকের হাত ধরে আন্তর্জাতিক মানে ছবি তৈরি হয়েছিল

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯৪০-১৯৫০ ঃ পরিচালক বিমল রায় (১৯০৯-১৯৬৬) নতুন চিন্তাভাবনায় বাংলা সিনেমা তৈরি করতে শুরু করলেন। 'উদয়ের পথে' ছবি করে দর্শকদের মন জয় করে নিলেন তিনি। সেই সময়ে শৈলজানন্দ মুখার্জির 'শহর থেকে দূরে' (১৯৪৩) জীবন সমস্যা এবং দরিদ্র জর্জরিত জীবন নিয়ে ছবি শুরু হল। দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে

'ভুলি নাই' ছবি করলেন হেমেন গুপ্ত। এই যুগে বাংমলা ছবিতে এক ঝাঁক দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে হলেন দূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার (বটব্যাল), সন্ধ্যা রানি, মেনকা দেবী প্রভৃতি যারা অহীন্দ্র চৌধুরী, কানন দেবী, মলিনা দেবী, সুমিত্রা দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, রেণুকা রায়, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, সরজুবালা এবং উমাশশীর মতো দক্ষ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের সঙ্গে চালেঞ্জ নিয়ে অসাধারণ অভিনয় করতে শুরু করেন। সেই সময় থেকে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের টেকনিশিয়ানরা বাংলা ছবিতে প্রবেশ করে বাংলার ছবির মানকে টেকনিক্যাল দিক দিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর করতে শুরু করে। নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের 'কল্পনা' (হিন্দি) একটি পরীক্ষামূলক ছবি তৈরি করা হয়েছিল। ৪০, ৫০ এবং ৬০ এর দশকে বিমল রায় উল্লেখযোগ্য ছবি করেন। তার মধ্যে রয়েছে 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩) এবং 'দেবদাস' (১৯৫৫) ছবি। এই সময়ে ঋত্বিক ঘটক, নবেন্দু ঘোষ, হৃষিকেশ মুখার্জি, গুলজার এর মতো দক্ষ পরিচালকদের হাত দিয়ে ভালো ছবি নির্মাণ হতে শুরু করে। পরিচালক নীতিন বোস 'মিলান' (১৯৪৭), দেদার (১৯৫১) এবং 'গঙ্গা যমুনা' (১৯৬১) সালে নির্মাণ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে দাদা সাহেব ফলকে পুরস্কার পান। সেই সময়ে সুরকার শচীন দেব বর্মন ' শিকারী' (১৯৪৬), 'শবনম' (১৯৪৯), 'ট্যাক্সি ডাইভার' ((১৯৫৪), 'কালা বাজার' (১৯৬০), 'তেরে ঘরকে সামনে' (১৯৬২) এবং 'অনুরাগ' (১৯৭২) ছবিগুলোতে সুর দিয়ে চলচ্চিত্র সঙ্গীতকে মুখর করে তুলেছিলেন। ১৯৪৪ সালে 'ইশান' এবং ১৯৪৮ সালে 'দৃষ্টিদান' ছবিতে পরিচালক কে সি দে অভিনয় এবং গান গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হন। গীতিকার সলিল চৌধুরী এই সময়ে ছবিতে প্রবেশ করেন সুরকার হিসাবে। 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩), 'জাগতে রাহো' (১৯৫৬) 'সারা আকাশ' (১৯৬৯) এবং 'আনন্দ' (১৯৭১) ছবিতে সঙ্গীতের সুর দিয়েছিলেন। শচীন পুত্র আর ডি বর্মণ ' হরে রামা হরে কৃষ্ণ' (১৯৭১) এবং ১৯৪২- এ লাভ স্টোরি' (১৯৯৪) ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে ওয়েস্টার্ন সুরকে নিয়ে আসলেন। ষাটের দশক থেকে শুরু করে একেবারে আশির দশক পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রে মান্না দে, কিশোর কুমার এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ত্রয়ী সঙ্গীত শিল্পী উল্লেখযোগ্য সুর দিয়ে ছবির মানকে শ্রীবৃদ্ধি করতে সাহায্য করেন। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে 'পরসান' (১৯৬৮) এবং ' এক চতুর নায়ক' ছবিতে সুর দিয়ে নাম করতে শুরু করলেন। রাহুল দেব বর্মন (১৯৩৯-১৯৯৪) সাল পর্যন্ত সুর দিয়ে ছবির মানকে দীর্ঘায়িত করলেন। কিশোর কুমার 'হরে রামা হরে কৃষ্ণা' (১৯৭১), 'শোলে' (১৯৭৫) এবং 'মেববুবা' (১৯৭৭) ছবিতে প্লেব্যাক সঙ্গীত গেয়ে দর্শকদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। ওই সময় থেকে বাংলা ছবিতে উল্লেখযোগ্য নায়ক নায়িকারা প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন অশোক কুমার, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, বিশ্বজিৎ, জয় মুখার্জি, দেব মুখার্জি, উৎপল দত্ত, শর্মিলা টেগোর, জয়া ভাদুড়ী, রাখী, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় এবং মিঠুন চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। এই সময়ে হৃষিকেশ মুখার্জি, শক্তি সামন্ত বাসু ভট্টাচার্য এবং বাসু চ্যাটার্জি দক্ষ পরিচালকেরা ছবি করতে শুরু করেন। সঙ্গীত শিল্পী বাপি লাহিড়ীর প্রবেশ করেন সঙ্গীত শিল্পী রূপে। এন বিশ্বনাথন (১৯২৯-২০১০) বাংলা এবং তামিল ছবিতে অভিনয় করতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এবং সেনের ছবি 'পুনশ্চ' ছবিতে অভিনয় করেন। দক্ষ টেকনিশিয়ান হিসাবে এসে উপস্থিত হলেন সৌমেন্দু রায়, পূর্ণেন্দু বোস, দিলীপ ব্যানার্জি সহ আরও অনেকে। অভিনয় করতে উপস্থিত হলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপা গাঙ্গুলী, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, লাবণী সরকার এবং অশোক বিশ্বনাথন ও সর্বানী চক্রবর্তী। অভিনেত্রী কঙ্গনা সেনশর্মা বলিউড সিনেমায় প্রবেশ করেন। তিনি 'মিস্টার এবং মিসেস আয়ার' (২০০৩) এবং 'ট্রাফিক সিগনাল' (২০০৭) 'ওয়েক আপ সিড' (২০০৯) ছবিতে উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেন। তিনি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৫০-১৯৬০ ঃ ১৯৫০ সালে জন রেনিয়র ' দ্য রিভার' ছবিটি তৈরি করেন। সেই সময়ে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবে উপস্থিত হন সুব্রত মিত্র এবং দক্ষ ক্যামেরাম্যান হিসাবে হাজির হলেন নিমাই ঘোষ (১৯১৪-১৯৮৮)। সত্যজিৎ রায় এই ক্যামেরাম্যানের ওপরে ভরসা করে বহু ছবি তৈরি করেছিলেন। ১৯৫১ সালে তৈরি হল বাংলা ভাগের সময় শরনার্থীদের সমস্যা নিয়ে 'ছিন্নমূল'। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এই পরিচালক 'নাগরিক' (১৯৫২) তৈরি করলেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে বাংলায় নতুন ছবি হতে শুরু করলো।

রায়, সেন এবং ঘটক ঃ ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট 'পথের পাঁচালী' বাংলা সিনেমার জগতে নতুন মাইলস্টোন স্থাপিত হল সত্যাজিৎ রায়ের হাত ধরে। সত্যজিৎ রায় জন্মগ্রহণ করেন ২ মে ১৯২১ সালে। সত্যজিৎ রায় তৈরি করলেন অপুকে নিয়ে ট্রিলজি ফিল্ম- 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার'। তাঁর পরিচালনায় ' কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২), 'নায়ক' (১৯৬৬), 'শাখা প্রশাখা' (১৯৯১), এবং 'আগন্তুক' (১৯৯২) সালে প্রকাশ পায়। আর্বান ট্রিলজি হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে তৈরি হল 'প্রতিধ্বনি' (১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১) এবং 'জনঅরণ্য' (১৯৭৬)। 'জলসাঘর' (১৯৫৮) এবং 'মহানাগরিক' ছবি তৈরি করে বাংলা সিনেমার মানকে উচ্চাঙ্গে তুলে ধরেন। 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবি তৈরি করে সবার মনকে জয় করে নিলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৩ সালে তৈরি করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনী সঙ্কেত' (১৯৭৩)। কবিগুরুর লেখা 'নষ্টনীড়' গল্পকে অবলম্বন করে 'চারুলতা' (১৯৬১) এবং 'ঘরে বাইরে' (১৯৮২) পরিচালক সত্যজিৎ রায় ছবি তৈরি করেন। 'পথের পাঁচালী' কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-১৯৮৪ সালে প্রতিযোগিতা বিভাগে অংশ গ্রহণ করেছিল। সত্যাজিৎ রায় গোল্ডেন লায়ন ভেনিস থেকে 'অপরাজিত' ছবির জন্য, 'মহানাগরিক' এবং 'চারুলতা' ছবির জন্য রৌপ্য ভল্লুক বার্লিন থেকে এবং 'অশনি সঙ্কেত' ছবির জন্য স্বর্ণ ভল্লুক লাভ করেন। লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট এর জন্য ১৯৯২ সালে অস্কার পুরস্কার পান। পরিচালক মৃণাল সেন পরিচালিত ছবি 'পুনশ্চ', (১৯৬১), 'অবশেষে' ((১৯৬২), প্রতিনিধি (১৯৬৪), 'আকাশ কুসুম', 'ইন্টারভিউ' (১৯৭০), 'ক্যালকাটা ৭১'(১৯৭২), 'পদাতিক' (১৯৭৩), 'কোরাস' (১৯৭৪) সালে তৈরি করে বাংলার সিনেমায় সাড়া ফেলে দিলেন। ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) 'নাগরিক', 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) বাংলা ছবিতে নতুন দিগন্ত স্থাপন করলেন। এছাড়া তিনি তৈরি করলেন 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩), 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯) এবং 'যুক্তি তর্ক গপ্প' (১৯৭৫) তৈরি করলেন। সেই সময়ে তপন সিনহা এবং তরুণ মজুমদার এর মতো দক্ষ পরিচালক বাংলা সিনেমায় প্রবেশ করলেন। অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জি, রবি ঘোষ, অর্পনা সেন বাংলার সিনেমায় অভিনয় করতে শুরু করলেন। অর্পনা সেন পরে পরিচালক হয়ে উপস্থিত হন। তার পরিচালিত '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' বাংলা সিনেমার নতুন দিক তৈরি করলো।

১৯৫০-১৯৬০ ঃ তপন সিনহা পরিচালনায় 'ক্ষুদিত পাষান', 'কাবুলিওয়ালা' (১৯৫৬) এর মতো কালজয়ী ছবি তৈরি হল। তিনি 'গণদেবতা' (১৯৭৮), 'সংসার সীমান্তে', 'ফুলেশ্বর', 'দাদার কীর্তি' এর মতো উচ্চাঙ্গের ছবি তৈরি করলেন। রাজেন তরফদার (১৯১৭-১৯৮৯) 'গঙ্গা' (১৯৬০), 'পালঙ্ক' (১৯৭৫) 'অন্তরীক্ষ' (১৯৫৭) সালে ছবি তৈরি করলেন। পরিচালক অজয় কর (১৯১৪-১৯৮৫) 'হারানো সুর' (১৯৫৭) এবং 'সাত পাকে বাঁধা' (১৯৭১) সালে সচিত্রা সেনকে নিয়ে তৈরি করলেন।

বাংলার চলচ্চিত্র জগতের সেরা শিক্ষক সত্যজিৎ রায়

নরেশ পাল

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসবে (২০২৫) সিনেমার পীঠস্থান নন্দনে হঠাৎই দোলের শুভেচ্ছা জানাতে দেখা গেল এক ব্যক্তিকে। বিষয়টা ঠিক কী? দেখা গেল ছবির উৎসবে নিজের ছবির প্রচার নিজেই চালাচ্ছেন মুম্বইয়ের পরিচালক তন্ময় সিং। আসলে একটা ছবির প্রচারমূলক অনুষ্ঠানের থেকেও 'মাউথ পাবলিসিটি'ই যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা যেন আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল। ছবির প্রচার সারতে গিয়ে হঠাৎ নন্দন প্রাঙ্গনে ভিড় জমানো প্রতিটি মানুষকে 'হ্যাপি হোলি' বলতে দেখা যায় পরিচালককে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের হাতে একটা করে আবিরের প্যাকেট দিয়ে বলতে শোনা যায়, 'আমার ছবি দেখতে আসবেন।' বিষয়টা ঠিক কী? এর নেপথ্যে কোন কারণ? সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালের মুখোমুখি

হয়ে জানালেন পরিচালক নিজেই। পরিচালক বলেন, আসলে আমার স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'হ্যাপি হোলি'। তাই এমন অভিনব প্রচারপদ্ধতি অবলম্বন করেছি। আমি মুম্বইয়ের বাসিন্দা। কলকাতায় কাউকে চিনি না। তাই ছবির প্রচার সারার জন্য এমন পন্থা অবলম্বন করেছি। বৃহস্পতিবার আমার ছবি প্রদর্শিত হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ছবির এমন নামকরণের কী কারণ জানতে চাইলে পরিচালক তন্ময় সিং বলেন, আমি বরাবর দেখে এসেছি রঙের উৎসবকে ঘিরে নাচ-গান ছাড়া সেরকম কিছু হয়নি। এই উৎসবকে ঘিরে আরও অনেক কিছুই রয়েছে। সেগুলো পর্দায় কখনও তুলে ধরা হয় না। আমি সেরকমই একটা গল্প বলার চেষ্টা করেছি আমার ছবিতে। এখানে একটি মেয়েই প্রধান চরিত্র। সে কখনও হোলি উদযাপন করে না। সেরকমই একটা হোলি তার জীবনে কতটা কী পরিবর্তন আনে তা ঘিরেই এই ছবি।

এবারে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে পরিচালক গোপাল কৃষ্ণনান জানালেন যে সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতাকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর জীবন সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করে রয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কিন্তু কোনও ছবি নির্মাণ করতে পারেননি। সব কিছুর মধ্যে রবীন্দ্র নান্দনিক তত্ত্ব এর প্রবেশ দেখতে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনী শিল্প সত্ত্বার চোখ দিয়ে তিনি ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন। আসলে সত্যজিৎ রায় বারবার জীবন সত্যকে আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্র জীবন সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দক্ষ পরিচালক সব সময়ে জীবন সত্যের সন্ধান করতে থাকে। ছবির মধ্যে দিয়েই জীবন সত্যের প্রকাশ ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। সত্যজিৎ রায় সেই রকম একজন বিশিষ্ট পরিচালক। মনের গভীরে গিয়ে সত্যের সন্ধান তিনি করেছেন। সত্যজিৎ রায় ছবি করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে ছবি করেছেন। প্রকৃতি ভাষাকে তিনি ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দৃশ্যকে আর বেশি করে বাঙময় করে তুলেছেন। 'পথের পাঁচালি' ছবিটার মধ্যে দিয়ে মানুষ এবং প্রকৃতির সংযোগ ঘটালেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে কোনও রকমভাবে বেড়ে ওঠা যায় না। বাংলার প্রকৃতিকে বাংলার মানুষের থেকে বাদ দিলে তা একেবারে স্বাদহীন বণহীন ছবিতে পরিণত হয়ে যাবে। সেই কারণে জীবেনের প্রথম ছবিটা হচ্ছে প্রকৃতি সম্পর্কিত ছবি 'পথের পাঁচালি'।

সত্যজিৎ রায় প্রমাণ করে দিয়েছেন প্রকৃতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে। সেই ভাষাকে বুঝতে গেলে মনের গভীরে প্রবেশ করা না গেলে একেবারে তাকে ধরা অসম্ভব। তিনি দেখাতে পেরেছেন অপু এবং দুর্গার বেড়ে ওঠার মধ্যে প্রকৃতির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাংলার শিশুরা প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে সম্পূর্ণ মানুষ রূপে উপস্থিত হয়। **ছবি সৌরভ দত্ত**

এশিয়া ও ইউরোপের প্রতিরক্ষা মিলনেই হারবে অশুভ দখলদারি শক্তি

নিখিল কুমার নস্কর

উত্তর এশিয়া ও ইউরোপের প্রতিরক্ষা মিলনে হার হবে বিদেশ দখলকারী অশুভ শক্তির ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে জনবহুল মহাদেশ পূর্ব ও উত্তর গোলার্ধে অবস্থানকারী এশিয়া মহাদেশ। এটি ভূপৃষ্ঠের ৮৭ শতাংশ ও স্থলভাগের ৩০ শতাংশ অংশ জুড়ে অবস্থিত। আনুমানিক ৪৩০ কোটি মানুষ এখানে বসবাস করেন যা পৃথিবীর ৬০ এর বেশি মানুষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী। এশিয়া ও ইউরোপের এক নিরবিচ্ছিন্ন এবং সীমাহীন ভূখণ্ডের গঠন রয়েছে যাকে একসঙ্গে ইউরেশিয়া বলা হয়। ফলস্বরপ জার্মানি, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, বেল জিয়াম, গ্রীস, পোল্যান্ড প্রভৃতি ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি তথা নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক এইসব বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে এশিয়ার দেশসমূহের সরাসরি স্থলপথে ও জলপথে গভীর ভালোবাসার ও বাণিজ্যিক আদান প্রদানের সম্পর্ক রয়েছে। কাস্পিয়ান সাগর পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ বলে আখ্যায়িত ইহার আয়তন একটি সাগরের সমান। উল্লেখযোগ্য বিষয় এ সাগর এশিয়া ও ইউরোপের একটি বৈচিত্র্যময় ও মেলবন্ধনের সাগর। ইউরোপের ককেশাস পর্বতমালার পূর্বে এবং স্টেপ ও মধ্য এশিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন সীমান্ত বিরোধ থাকলেও তা কোন বড় সংঘাত সৃষ্টির কারণ হতে পারে না।

ভারত চীনের মধ্যে আপাত শান্ত কিন্তু ভৌগোলিক মানচিত্র তথা ভূখণ্ড রক্ষা ও কখনো বিরোধী শক্তি চীনের এলাকা বিস্তারের সংঘাত ভারতবাসীর হৃদয় ব্যথিত করে। উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্ত সংঘাত, ম্যাকমোহন লাইন তথা ভারত চীন সীমান্ত রেখা, ডুরান্ড লাইন বা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত রেখা যা ছিল ইংরেজদের সৃষ্টি ভারতের ম্যাক মোহন লাইন এর মতো। আফ গানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক অস্থিরতা চিত্র আমেরিকা ও চীনের ক্ষমতা দখলের লড়াই, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ চীন সমুদ্র, প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলসীমা ধরে পর্তুগাল স্পেন ও ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী দেশগুলিকে দুর্বল ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সার্বভৌমত্বে ক্ষত চিহ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টাই আমেরিকার লক্ষ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ জাপানে আমেরিকার ২ লক্ষ সেনা মোতায়েন আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ তাইও য়ানের উপর আমেরিকা সম্পূর্ণ প্রভাব রাখার জন্য দক্ষিণ চীন সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ, ডিস্টোয়ার , উন্নত প্রযুক্তির ফ্রিগেট সরু যুদ্ধ জাহাজ ও পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন অবস্থান করছে। ভারত মহাসাগরে ভারত অভিমুখে আসা রাশিয়ান বাণিজ্য ও তৈলবাহী জাহাজ আমেরিকা ও অকাশ যা মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মিলিত জোট প্রতিরোধ করছে। ন্যাটোর পর এটি মার্কিন সেনেটের অনুমোদিত অন্যতম শক্তিশালী সামরিক জোট বলে পরিগণিত। অস্ট্রেলিয়া যুক্ত থাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য খোলা সমুদ্র পথ ব্যবহার করছে তথা প্রশান্ত মহাসাগর,দক্ষিণ চীন সাগর, সুয়েজ খাল, আটলান্টিক মহাসাগর। কিছুদিনের মধ্যে ন্যাটোর সামরিক শক্তি ভারত মহা সাগর হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থান করবে।

ফিনল্যান্ড ও পোল্যান্ডে ন্যাটোর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিনল্যান্ড ন্যাটোর সদস্য পদ নেওয়ার পর রাশিয়ার সঙ্গে ন্যাটোর স্থল সীমান্ত প্রায় দুই গুণ বেড়ে গেছে। আমেরিকার ফিনল্যান্ড ও জার্মানির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র । কিছু দেশ যেমন নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, পোল্যান্ড ও লিথুয়া নিয়ার সহিত রাশিয়ান ফেডারেশনের সরাসরি ভৌগোলিক সীমান্ত যুক্ত রয়েছে। ইউরোপের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছে আমেরিকা। পূর্ব ইউরোপের রাশিয়ার পোষিত দেশগুলি যেমন চেক প্রজাতন্ত্র (পূর্বতন চেকো স্লোভাকিয়ার একটি অংশ) হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সীমান্ত ভাগ করে। ২০২৩ এর এপ্রিলে ফিন ল্যান্ড ন্যাটোর ৩১ তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে যোগদান করে ও সুইডেন মার্চের ২০২৪ এ ন্যাটোর ৩২ তম সদস্য পদ নেয় আন্তর্জাতিক ভয়াবহ কূটনীতির প্রভাবে। ন্যাটোর সদস্য দেশগুলি রাশিয়া সীমান্তের কাছে নিয়মিত সামরিক কুচকাওয়াজ করছে। ভীতি পদর্সন করে চলেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিংসার নীতি গ্রহণ করে যুদ্ধের ভয়াবহ তায় ঠেলে দিচ্ছে। আমেরিকার সামরিক বাহিনীর প্রধান কার্যালয় এর মূল অশুদ্ধ সূত্র। কয়েকটি ন্যাটো সদস্য দেশ রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইউক্রেনে অস্ত্র ও মিলিটারি শক্তি মজুদ করতে থাকে যার মূল সঞ্চালক আমেরিকা । ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা (ও এস সি ই)এর মত এশিয়া ও ইউরোপ মৈত্রী ও পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনের সংস্থা রয়েছে যা এই দুই মহাদেশের স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের জন্য

কাজ করে। ও এস সি ই এশিয়া ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ৫৭ টি অংশগ্রহণকারী স্বাধীন, মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য বিধানকারী মানসিক তার দেশগুলি নিয়ে গঠিত একটি মানবিক রাষ্ট্রের সংগঠন। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝে (আমেরিকার সামরিক কৌশল) ইউরোপীয় ইউনিয়ন মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার সবুজ সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করেছে। ৩ ও ৪ই এপ্রিল ২০২৫ সালে উজবেকিস্তানের রাজধানী সমর খন্দে প্রথম ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মধ্যে এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্য এশিয়ার কাজাকাস্থান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধান গণ ভূমন্ডলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এই দেশগুলি ভারতের মিত্র দেশ -পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের এর ভেঙে যাওয়া বর্তমান রাষ্ট্র আমেরিকার দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করতে বাধ্য হয়ে আমেরিকা পদানত হয়ে আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২৪ সালে ট্রানস কাস্পিয়ান ট্রান্সপোর্ট করিডোরে ১০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ ও ১৩. ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করার মানসিকতা ও বৈচিত্র্যময় এশিয়া মহাদেশ গঠনের লক্ষ্যে মনোযোগ দিয়েছে। বর্তমান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশা সনের অধীনে মার্কিন সেনেটের সুরক্ষাবাদী নীতির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিবাদ করে। পরিবর্ধিত আমেরিকার প্রশাসনিক ও সর্বোপরি সামরিক ভাবে সারা বিশ্বে উপনিবেশ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ। আত্মরক্ষার জন্য মহাসংগ্রাম করছে এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশগুলি। এশিয়া ও ইউরোপের দেশ গুলি পারস্পরিক বাণিজ্য করতে চাইছে দেশের মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সর্বত্র বিচরণ, প্রতিবেশী দেশ হয়ে উঠুক নিজের দেশের মত এবং ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবী হোক নিজের বাসভূমি। পাকিস্তানের অবস্থিত আফ গানিস্তানের ২০ থেকে ২২ টি ভৌগোলিক অঞ্চল ডুরান্ড লাইন অঞ্চল সমূহে ধরে পাকিস্তান দখল করে নেয়। ভারতের নৌসেনা, বাটালিক, কারগিল আরো কিছু ভৌগোলিক অঞ্চল পাকিস্তান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রভাবে দখল করে রেখেছে। পার্বত্য অঞ্চলে র সীমান্ত রেখায় পাকিস্তান জবরদস্তি ভারতের অধীনের অঞ্চল নিজে এলাকা বলে সেনা ছাউনি করে রেখেছে। এই কথা ভুলে গেলে চলবে না আমেরিকাকে প্রতিহত ও প্রতিকার করার জন্য চারটি দেশ জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও যুক্তরাজ্য মিলিতভাবে ইউরো ফাইটার টাইফুন নামের যুদ্ধবিমান তৈরি করে। বিমানগুলি অস্ট্রিয়া, ইতালি, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, সৌদি আরব, ওমান ও অন্যান্য দেশের বিমান বাহিনীর সাথে যুক্ত।

ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা ও মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশ প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুসারী কাজাকাস্তান, কিরগিজিস্থান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান এশিয়া ও ইউরোপের সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও মেলবন্ধনের পুন র্নিমাণের কার্য শুরু করে। আগামীর পথে জাপান, চীন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, পাকিস্তান, কাতার, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ও ইউরোপ মহাদেশের দেশ গুলিকে আমেরিকার প্রভাব মুক্ত করতে পারব এমনই স্থির লক্ষ্য ও অবিচলভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে উপনিবেশ মুক্ত প্রভাতের সূর্য কিরণময় সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করব এমনই আমরা প্রার্থনা করি।

(লেখক পরিচিতি ঃ স্কুল শিক্ষক, বড়গাছিয়া, জগৎবল্লভপুর. হাওড়া)

মা ও শিশুদের পুষ্টি প্রদানে নতুন ব্যবস্থাপনা চালু

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ রাজ্যে মা ও শিশুদের পুষ্টি প্রদানের কাজ আরও সুরক্ষিত ও আধুনিক করতে সরকার নতুন ব্যবস্থাপনা চালু করছে। 'পোষণ ট্র্যাকার' অ্যাপের নিরবচ্ছিন্ন কার্যকারিতা, রিয়েল টাইম রিপোর্টিং এবং উপভোক্তাদের তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যজুড়ে ১ লক্ষের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর ব্যবহৃত স্মার্টফোনগুলিকে কেন্দ্রীয় মোবাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় আনছে। রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য-অ্যাপ-ভিত্তিক পরিষেবায় তথ্য ফাঁস রোধ, কাজের গতি বাড়ানো এবং কার্যকারিতা উন্নত করা। দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ক্লাউড-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশাসন সরাসরি সফ্টওয়্যার আপডেট পাঠাতে পারবে, অননুমোদিত অ্যাপ বন্ধ করতে পারবে, ফোন হারিয়ে গেলে দূর থেকে তথ্য মুছে ফেলতেও পারবে। ফলে তথ্য সুরক্ষার পাশাপাশি কাজের ধারাবাহিকতাও বজায় থাকবে।

রানিগঞ্জে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, ব্যহত যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৩ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের রানিগঞ্জের রানিসায়র মোড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আসানসোল থেকে দুর্গাপুরগামী লেনে একটি ছোট গাড়িকে ধাক্কা দেয় একটি ট্রেলার। বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনার জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে আসানসোল থেকে দুর্গাপুরগামী লেনে যানচল ব্যাহত হয়। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। আপাতত সেখানে যানচলাচল স্বাভাবিক। উল্লেখ্য, মাস কয়েক আগে ওই জায়গাতেই গত জুলাই মাসে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শ্যামলী পরিবহণের একটি যাত্রিবাহী বাস। দূরপাল্লার ওই যাত্রিবাহী বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারেন। বাসের সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায়। বাসে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন। পাঁচ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। বাসের সামনেই ওই ট্রাক ছিল। অভিযোগ, রানিগঞ্জের রানিসায়র মোড়ের কাছে পৌঁছাতেই ট্রাকের চালক গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলেই বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারেন। রাস্তার ডিভাইডারে উঠে যায় বাসটি। ফের সেই একই জায়গায় বৃহস্পতিবার ঘটলো দুর্ঘটনা।

রবিবার বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ যাত্রী সুরক্ষায় কেবল পরিবর্তন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী দ্বিতীয় হুগলি সেতু আরও এক দফায় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন এই কাজ করায় আগামী রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত এই সেতুর উপর দিয়ে কোন যানবাহন চলাচল করবে না বলে কলকাতা পুলিশের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই সময় সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী যে কোন ধরনের যানবাহন বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী , ১৩ নভেম্বর ঃ এবার অনলাইনে লোন পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে বাসন্তী থেকে গ্রেপ্তার এক যুবক। আগেও বিভিন্ন প্রতারণায় ধৃতের নাম উঠে এসেছে। সিবিআইয়ের নজরেও ছিলেন অভিযুক্ত। বুধবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সৌরভ নস্কর। সে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর বাসিন্দা। ধৃত একাধিক প্রতারণা চক্রের মাথা বলেও দাবি। দিন কয়েক আগে অনলাইনে লোন পাইয়ে দেওয়ার নামে এক ব্যক্তির থেকে সে ৩০ হাজার টাকা নেয়। তা ফেরত না পাওয়ায় ওই ব্যক্তি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে সৌরভের হদিশ পান তদন্তকারীরা। বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে বাসন্তীর বাড়ি থেকে সৌরভকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগেও প্রতারণার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পরে জামিনে মুক্তি পায়। জানা গেছে, কিছু ভুয়ো কল সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এই সৌরভের। একাধিক ভুয়ো সিম তুলে প্রতারণা করতেন সৌরভ বলে দাবি।

গঙ্গাসাগরের ভাঙন রুখতে কংক্রিটের বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ১৩ নভেম্বর ঃ সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা। চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ। এদিকে ক্রমাগত সমুদ্রের ভাঙনে দুশ্চিন্তা বাড়ছে গঙ্গাসাগরে।

পাড় ভেঙে ক্রমশ এগিয়ে আসছে সমুদ্র। কপিলমুনির মন্দিরও আগামী দিনে সমুদ্রের তলায় চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ওয়াকিবহাল মহলে। গঙ্গাসাগরের পাশাপাশি গোটা সুন্দরবনকে ভয়াবহ ভাঙন থেকে রুখতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এজন্য বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদেরও সাহায্য নেওয়া হচছে। আর এবার গঙ্গাসাগরের সমুদ্র ভাঙন রোখার জন্য নেদারল্যান্ডসের প্রযুক্তির দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। আর বৃহস্পতিবার গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির মন্দিরের সামনে সমুদ্র ভাঙন পরিদর্শন করলেন নেদারল্যান্ডস থেকে আসা চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। সমুদ্রকে আটকাতে রিং বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে খবর। কপিলমুনি মন্দির থেকে সমুদ্র সৈকতের দূরত্ব এই মুহূর্তে আনুমানিক প্রায় ২০০ মিটার। সমুদ্রের প্রবল ভাঙনের জেরে সাগরদ্বীপ এবং গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণও ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গাসাগর মেলায় হাজির হন দূরদূরান্ত থেকে। কিন্তু প্রতি বছরই সাগরতটের বিভিন্ন জায়গায় ভাঙনের কবলে পড়ে। ফলে দুশ্চিন্তাও বাড়ছে এই এলাকা নিয়ে। আর তাই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাজ্যের সেচ দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ভাঙন রাখার জন্য একাধিক বৈঠক হয়। এই ভাঙনরোধ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে বলে জানা গেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০ মিটার এবং সমুদ্র গর্ভ থেকে ৩০০ মিটার এলাকা নিয়ে একটি কংক্রিটের রিংবাঁধ তৈরি করা হবে। বিশালাকার ঢেউগুলিকে উপকূলে আসার আগেই ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ফলে সরাসরি উপকূলে আর আঘাত করতে পারবে না সমুদ্র। ফলে ভূমিক্ষয় অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দলের এক সদস্য তেমনই জানিয়েছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গঙ্গাসাগরে ভাঙন রোধ করা হবে। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের আধিকারিকেরা। ১ থেকে ৬ নম্বর স্নানঘাট পর্যন্ত স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এজন্য একশো কোটি টাকা খরচের কথাও জানানো হয়েছে। এই কাজ শেষ হতে দু'বছর সময় লাগবে। এই বিষয়ে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল বলেন, প্রতি বছর মাটি দিয়ে অস্থায়ীভাবে বাঁধ নির্মাণ ফলশ্রুত হচ্ছে না। কংক্রিটের বাঁধ একমাত্র সমাধান সূত্র। সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা বলেন, গঙ্গাসাগরকে বাঁচাতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রেল সেতুর মধ্যে পদপথ নির্মাণ দ্বারা সুরক্ষা এবং কাজের সুবিধা বৃদ্ধি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১৩ নভেম্বর ঃ সুরক্ষা, অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার নেটওয়ার্ক জুড়ে রেলওয়ে সেতুগুলিতে পথ প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। সেতুগুলিতে পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনামূলক কার্যক্রমে নিযুক্ত রেলওয়ে কর্মীদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫-এর অক্টোবর পর্যন্ত, সমস্ত অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য কাজ প্রদান করা হয়েছে, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে- এর সুরক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে স্থিতিশীল অগ্রগতি চিহ্নিত করে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মোট ৯৪৩ টি রেলওয়ে সেতুকে পথ ব্যবস্থার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৮২ টি সেতুতে ইতিমধ্যেই পথ তৈরি করা হয়েছে, এবং ৫৬১ টি সেতুতে কাজ চলছে। ২০২৪-২৫ সালে, ৩২টি সেতুর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। ২০২৫-২৬ সালের জন্য, ১০৯ টি সেতুর পদপথ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৯ টির কাজ ইতিমধ্যেই চলছে। আগামী পাঁচ বছরে, ৪৫২টি সেতু সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। রঙিয়া ডিভিশনে অধিক সংখ্যক সেতু রয়েছে (২৫০), তারপরে লামডিং (২২৭), আলিপুরদুয়ার (২০০), কাটিহার (১৬৩)এবং তিনসুকিয়া (১০৩) ডিভিশনে রয়েছে। সেতুগুলিতে পথের ব্যবস্থা একাধিক সুবিধা প্রদান করে, এটি চলাচলের জন্য একটি নিরাপদ রুট প্রদান করে, রেল কর্মীদের জন্য বর্ধিত সুরক্ষা নিশ্চিত করে, দুর্ঘটনা ও আঘাতের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেতু পরিকাঠামো সহজে প্রবেশাধিকার প্রদান করে। এই পথগুলি জরুরি অবস্থার সময় নিরাপদে অ্যাক্সেসযোগ্যতা প্রদান করে, যেমন যখন একটি রেক সেতুর উপর আটকে যায়, লোকো পাইলট এবং কারিগরি কর্মী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা এবং জনসাধারণের উন্নয়নের প্রতি তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। এই প্রকল্পটি পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ দক্ষতা উন্নত করা এবং যাত্রী ও কর্মীদের সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে -এর নিরন্তর প্রচেষ্টার উদাহরণ। এই ধরনের সক্রিয় পদক্ষেপের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জনবান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করে চলেছে।

ভ্যাট উপচে রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আবর্জনা, ছাত্রীদের অবরোধ

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৩ নভেম্বর ঃ ভ্যাট উপচে রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আবর্জনা, প্রতিবাদে হাওড়া উর্দু গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীদের অবরোধ। পুরসভার উদ্যোগে সাফাই হলো ভ্যাট। ভ্যাট উপচে রাস্তায় ডাঁই হয়ে থাকে ময়লা আবর্জনা। জমা জল মারিয়ে যাতায়াত করতে হয়। প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায় স্কুলের ছাত্রীরা ও তাদের অভিভাবকেরা। উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার হাওড়া উর্দু গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীদের অভিযোগ, স্কুলে যাতায়াতের পথে রাস্তার ধারেই রয়েছে ওই ভ্যাট। সেই ভ্যাট উপচে রাস্তায় পড়ছে ময়লা। ছাত্রীদের প্রতিবাদে পুরসভার তরফ থেকে গাড়ি পাঠিয়ে এদিনই সাফাই করা হয় ময়লা আবর্জনা। ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক এবং শিক্ষিকাদের অভিযোগ, এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। নিয়মিত ময়লা পরিষ্কার হয়না। এলাকা দুর্গন্ধে ভরে থাকে। রাস্তা দিয়ে ঠিকমতো যাতায়াত করা যায় না। বেড়েছে মশা-মাছির উপদ্রব। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পঠনপাঠন ঠিকমতো না হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি বর্ষাকালে অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। জমা জল ও আবর্জনা মিশে সেসময় পরিস্থিতি আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে। স্কুলের এক ছাত্রী জানায়, 'রাস্তাঘাট জঞ্জালে ভর্তি। সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছিল। যাতায়াত করতে গেলে জঞ্জালের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছিল। ওখানে টোটো পার্কিং করে। বর্ষায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। এতো দুর্গন্ধ বেরোয় যে বেশিরভাগ সময় স্কুলের জানালা বন্ধ করে রাখতে হয়। পড়াশুনায় মনসংযোগ করা যায়না। আমাদের দাবি রাস্তা এবং জঞ্জাল পরিষ্কার করা হোক।' এদিকে, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানান, 'হাওড়া উর্দু গার্লস হাইস্কুলের কাছে আগে জঞ্জাল ফেলা হত না। পরে এখানে ভ্যাট করে দেওয়া হয়। বলা হয়েছে এখান থেকে এই ভ্যাট অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তা আর হয়নি। উপরন্তু বড় করে ভ্যাট তৈরি হয়েছে। আগে জঞ্জাল রাস্তার উপর ফেলা হতো। এখন ভ্যাট সত্ত্বেও জঞ্জাল ভ্যাটে না ফেলে রাস্তায় ফেলা হচ্ছে। আগে জঞ্জাল পড়ে থাকলেও পাশ দিয়ে কোনরকমে বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু এদিন পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার জায়গা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে স্কুলের ছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করে। প্রায় ৪৫ মিনিট এই অবরোধ চলে। আমাদের দাবি, নিয়মিত রাস্তা পরিষ্কার রাখতে হবে, রাস্তা দিয়ে যাতে যাতায়াত করা যায় সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর সঙ্গে প্রতিদিন ভ্যাট থেকে জঞ্জাল সরাতে হবে।' এদিকে, হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই এলাকার জঞ্জাল সাফাইয়ের দায়িত্ব যে সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল তারা ঠিকমতো কাজ না করায় আগেই তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নতুন সংস্থা দায়িত্ব নিয়েছে। এবার প্রতিদিন স্কুল খোলার আগে জঞ্জাল সাফাই হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L25199WB1990PLC048791

রেজি. অফিসঃ বনগানগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫১৩, ভারত
হেড অফিসঃ ৪১০, বর্ধান বিল্ডিং, ২৫ও, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র			একত্রিত		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪	অর্ধ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪	অর্ধ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে আয় (নিট)	১,২০৬.৪৪	১,১২৩.৮৮	২,২৯৬.৭২	১,২০৬.৪৪	১,১৪৮.৮৬	২,২৯৬.৭২
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে#)	৮৫.৩২	৬৪.২২	১৫৫.৩৭	৮৫.১৮	৬৪.৩৬	১৫৫.২৩
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	৮৫.৩২	৬৪.২২	১৫৫.৩৭	৬০.১৮	৬৪.৩৬	১৫৫.২৩
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে#)	৬০.৩২	৪৬.২২	১১৫.৩৭	৬০.১৮	৪৬.৩৬	১১৫.২৩
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [মুনাফা / লোকসান সমন্বিত) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৬০.৩২	৪৬.২২	১১৫.৩৭	৬০.১৮	৪৬.৩৬	১১৫.২৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত রিজার্ভ	-	-	-	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (চলতে থাকা এবং বন্ধ করা আইটেমগুলির জন্য) (প্রত্যেকটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) মৌলিক এবং মিশ্র (*বার্ষিক নয়)	০.৪১	০.৩১	০.৭৮	০.৪১	০.৩১	০.৭৮

মন্তব্যঃ
ক) উপরে উল্লেখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.kryptongroup.com) এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারেঃ

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
জয় সিং বরদিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৪৬৭৯৩২

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.১১.২০২৫

উদাসীন বর্ধমান রেল কর্তৃপক্ষ! বিকল স্ক্যানার, বন্ধ মেটাল ডিটেক্টর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ নভেম্বর ঃ দিল্লির লালকেল্লায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর গোটা দেশে জারি হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। বিমানবন্দর থেকে মেট্রো, সর্বত্রই কড়া নজরদারি। কিন্তু সেই ছবির ব্যতিক্রম যেন একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বর্ধমান রেল স্টেশন! এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। স্টেশনে স্থাপন করা মেটাল ডিটেক্টর ও ব্যাগ স্ক্যানার দীর্ঘদিন ধরেই বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যাত্রীরা প্রতিদিন ওই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করলেও নেই কোনও সক্রিয় চেকিং। নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যাও খুবই কম। ফলে যাত্রীদের নিরাপত্তা এখন কার্যত ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে। দিল্লির মতো উচ্চ নিরাপত্তা জোনে বিস্ফোরণের পরেও বর্ধমান স্টেশনে তৎপরতা বাড়েনি। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ওঠানামা করলেও রেল কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততায় ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। এক যাত্রী বলেন, দেশজুড়ে এত কড়া নিরাপত্তা থাকলেও বর্ধমানে কেউ যেন কিছু মনে করছে না। যত দ্রুত সম্ভব বিকল স্ক্যানার ও মেটাল ডিটেক্টর সারিয়ে চালু করা হোক। অন্য এক যাত্রীর মন্তব্য, রেল কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতা উদ্বেগজনক। যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয়রাও প্রশ্ন তুলেছেন - লালকেল্লা বিস্ফোরণের পরেও যদি রেল কর্তৃপক্ষ সজাগ না হয়, তবে আর কবে হবে? যাত্রীদের দাবি, বর্ধমান ডিভিশনের ডি.আর.এম যেন অবিলম্বে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন। তাঁদের কথায়, নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শিথিলতা কাম্য নয়। যত দ্রুত সম্ভব স্ক্যানার ও মেটাল ডিটেক্টর মেরামত করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হোক। উল্লেখযোগ্যভাবে, বর্ধমান স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিন প্রচুর যাত্রীর আনাগোনা হয়। ট্রেন এলেই ভিড় জমে যায়, কিন্তু সেখানেও নেই কার্যকর নিরাপত্তা। ফলে প্রশ্ন উঠছে- বিপদ ঘটার পরেই কি ব্যবস্থা নেবে রেল, নাকি বিপদ ঘটার আগেই প্রস্তুতি নেবে?

ভিন রাজ্যে রফতানি শুরু, লাভের মুখে ফুল চাষীরা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৩ নভেম্বর ঃ পূর্বস্থলীর ফুল এখন পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে। রাজ্য পেরিয়ে যখন শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে ফুল পৌঁছে যাচ্ছে দূর রাজ্যে, তখন মুখে হাসি ফুটেছে পূর্বস্থলীর ফুলচাষীদের। একদিকে বাজারে বাড়ছে চাহিদা, অন্যদিকে পাইকাররা আস্তে আস্তে জমাতে শুরু করেছেন ফুল কেনাবেচার আসর। ফলে ধীরে ধীরে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন এলাকার ফুলচাষীরা। তবে সবকিছুই যে নির্বিঘ্ন, তা নয়। এবছরের অস্বাভাবিক আবহাওয়া কিছুটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চাষীদের কাছে। মৌসুমের শুরুতে অনিয়মিত বৃষ্টি ও অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে ফুলের গ্রোথ আশানুরূপ হয়নি। ফলে অনেক জমিতে ফুল ফোটার গতি কিছুটা কম। তবে আবহাওয়া এখন স্বাভাবিক হওয়ায় চাষীরা আবার আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের পলাশফুলি, পূর্বস্থলী, পারুলিয়া, সাহাপুরসহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শীতকালীন ফুলচাষ হচ্ছে বড় আকারে। গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ক্যালেন্ডুলা, এস্টার, বেবি ডল প্রভৃতি নানান জাতের ফুল চাষ করেন এখানকার কৃষকরা। শীতের মরসুম ঘনিয়ে এলে এলাকার অনেক চাষি সবজি চাষ থেকে সরে এসে মন দেন ফুলচাষে, কারণ এতে লাভের সম্ভাবনা বেশি। স্থানীয় এক ফুলচাষী জানান, প্রথম দিকে বর্ষার প্রভাবে গাছের বৃদ্ধি ঠিক মতো হয়নি। ফুলের কলি আসতে সময় লেগেছে। তবে এখন পরিস্থিতি অনেকটা ভালো। বাইরের রাজ্যে ফুল যাচ্ছে, পাইকাররাও আসতে শুরু করেছেন। আশা করছি এবছর ভালো লাভ হবে। ফুলচাষ এখন শুধু শখের বিষয় নয়, জীবিকার অন্যতম প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে পূর্বস্থলী অঞ্চলের বহু পরিবারের কাছে। তাই আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এই মরসুমে ভালো মুনাফার আশা করছেন এলাকার ফুলচাষীরা।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **সলিল দত্ত, পারমিতা সরকার**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **অনিতা ভট্টাচার্য্য**
ঠিকানাঃ **গীতাঞ্জলি, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭০০১৫৪**
গ্রহীতাঃ **কৌশিক চক্রবর্তী**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **28,2018** নং বহি **IV-701**
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **IV-0701-00028/2018 ADSR, Jalpaiguri**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/11060, 11061**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ২৪-পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া, সিট নং-27, JL No.-7, খতিয়ান নং-7017/4, R.S. plot-1410, Area-1.88 Katha, Municipality Area, PS- Kotwali, Jalpaiguri
Deed no. I-0701-01790/2019, Date:12.04.2019
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **সলিল দত্ত, পারমিতা সরকার**
পিতা / স্বামীঃ শিবনাথ দত্ত, সলিল দত্ত
ঠিকানাঃ পাণ্ডাপাড়া, কালীবাড়ি, ওয়ার্ড নং.১৩, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১৩২

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী শ্যাম প্রভাত হাজরা, সাং.- রাজাপুর পোঃ- নোনাকুন্ডু থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, সাধনা দাস, কল্পনা অধিকারী, আল্পনা রঞ্জিত অধিকারী, কনিকা হাজরা, কবিতা গোপাল ঘোষাল দিং এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সুশান্ত পরেশ অধিকারী ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৮৮৭ / ২০২৫ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা- রাজাপুর , হাল এল. আর. খতিয়ান ১৩৯৫ নম্বর হাল ৬৩ নং দাগে ৬.২৮ শতক জমি DSR-I হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫২০৬ / ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নামপত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

Corrigendum

It is notified to all concerned that due to non-availability of slot in e-Tender Portal the last date of bid submission for e-NIT 10/BGP/2025-26 dated 12.11.2025 (Tender_ID 2025_ZPHD947065_1 to 5) will be **06/12/2025 (11.00 am)** instead of 20/11/2025 (Upto 3.00 pm) and date of opening of Technical Proposal will be **09/12/2025 (11.00 am).**

Pradhan
Bhangra Gram Panchayat

Moukhali Gram Panchayat

under Bishnupur Block
Vill.-Moukhali, P.O.-Charashyamdas, P.S.-Bishnupur, Dist-South 24 Parganas

Notice Inviting E-Tender No. Moukhali/eTender/2025-26/APAS2

Sealed Tender is invited by the undersigned through E-tendering for total **12(Twelve)Nos**. works. Last date of submission of Bid **08/12/2025 at 05.00 P.M**. Date of Opening of Bid(Technical) **11/12/2025 at 11.00 A.M**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

Office of The Executive Officer

Purbasthali-I Panchayat Samity

SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

NOTICE INVITING e-TENDER

1. **e-Tender Reference No**-P-I/05/1603/EO/APAS/2025-26, Dated-07/11/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_941683_1 to 30 has been floated 30 nos. scheme at different places under Purbasthali-I Panchayat Samity Fund APAS Fund (2025-26). 2.**Tender Reference No**.-P-I/06/3538/APAS/2025-26, **Dated-11/11/2025**, has been floated 168 nos. scheme at different places under Purbasthali-I Panchayat Samity Fund APAS Fund (2025-26). For details you may visit **www.wbtenders.gov.in** and Block office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

Office of the councilor

Dhuliyan Municipality

P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad

Notice Inviting E-Quotation

Ref: 1. DHLYN/Shifting/42/2025-2026

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-quotation from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **06.12.2025 up to 18.00 PM**. For further details please visit **WB Tenders.Gov.in** & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৮৮০০৪৭, তারিখঃ ১১.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউজকিপিং ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্রেইট), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেন। **বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ** মাসিক ভিত্তিতে ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়ার পরিষেবা-এসইউভি; ২০০০ কিমিx৭২০ ঘন্টা; আউটস্টেশন ২৪x৭। **অনুমিত বিড মূল্যঃ** ২৩,০৪,০৩৬ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ৪৬,১০০ টাকা। **ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা (%)ঃ** ৫.০০। **ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা (মাস)ঃ** ৪২। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ৩ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২১.১১.২০২৫ তারিখ রাত্রি ৮টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২১.১১.২০২৫ তারিখ রাত্রি ৮.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৩৬ লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডদাতাদের বিডদাতা কর্তৃক আপলোড করা নথিপত্র আপনি কি দেখাতে চান?ঃ** হ্যাঁ (টেন্ডার/বিড প্রক্রিয়ার সময় স্পষ্টীকরণ বা প্রতিনিধিত্বের অংশ হিসাবে জমা দেওয়া নথিপত্রাদি লগ ইন করার পরে অন্যান্য বিডদাতাদের কাছেও প্রদর্শিত হবে)। **অটোমেটিক বিড এক্সটেনশন অকার্যকর করতে ন্যূনতম বিডের সংখ্যা প্রয়োজনঃ** ১। **দিনের সংখ্যা যার জন্য বিডের অটোএক্সটেনশন হবেঃ** ৩ দিন। **অটোএক্সটেনশনের গণনার সংখ্যা ঃ** ১। **বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** ট্যু প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **আরবিট্রেশন ক্লজঃ** না। **মিডিয়েশন ক্লজঃ** না। HWH-396/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/109/1 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of drainage system and repairing of passage at 5D/3, 5D/3C, B D 1st Lane in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,49,964.39.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/109/2 (2nd Call)
Name of the work: **Renovation of sanitary latrine at 6A, 11, B D 1st Lane in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,99,969.85.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/112/1 (2nd Call)
Name of the work: **Construction and repairing of latrine at 14, 18, 23 Swinhoe Lane and its surrounding in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,99,927.80.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/112/2 (2nd Call)
Name of the work: **Conversion of yard gully to catch pit, repairing of passage at 18, Swinhoe Lane and its surrounding in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,991.05.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/48/25-26/D (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of road (to be disturbed by W/S Deptt.) at 115/27, 115/65, 115/47, Bose Pukur Road and its surrounding in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,89,649.43.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/104/3 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of passage, drainage system and other ancillary civil work at 198 P G Road and its surrounding in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,49,739.53.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/116/2 (2nd Call)
Name of the work: **Construction, repairing of latrine and other ancillary civil work at 3, 8/D, Dr. G S Bose Road in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,887.34.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/111/2 (2nd Call)
Name of the work: **Construction and repairing of latrine at 164, Swinhoe Lane and its surrounding in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,49,967.27.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/45/25-26/D
Name of the work: **Restoration of passage (disturbed by W/S Deptt.) at 232, 252, Picnic Garden Road and its surrounding in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,81,915.95.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **45 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/47/25-26/D
Name of the work: **Restoration of road (to be disturbed by W/S Deptt.) at 38 Bedia Danga Masjid Bari Lane and its surrounding area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,70,520.90.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **04.12.2025 up to 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 10).** Tender will be opened on: **06.12.2025 at 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **12.11.2025 at 6.55 P.M. (For Sl. No. 1 to 10).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/249/0004/124/031
Name of the work: **Maintenance of bituminous road at Jagadish Bose Road near Premises No.-3/1B in Ward No.-124.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,21,699.91.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/215/0002/124/030
Name of the work: **Maintenance of bituminous road at AJC Bose Road near Premises No.-25 in Ward No.-124.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,25,818.38.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/249/0004/124/036
Name of the work: **Construction of underground sewer line near 9/1 Vivekananda College Road in Ward No.-124.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,55,082.12.** Earnest money: ₹ **7,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/214/0002/124/029
Name of the work: **Maintenance of bituminous road at Sister Nivedita Road near Premises No.-66/B in Ward No.-124.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,16,054.23.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/248/124/024
Name of the work: **Maintenance of cement concrete road at M. G. Road Bye Lane near Premises No.-86A/2 in Ward No.-124.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,61,455.20.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/249/0001/124/026
Name of the work: **Construction of underground sewer line near 196 Vivekananda College Road in Ward No.-124.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,44,555.75.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/252/0001/124/020
Name of the work: **Maintenance of cement concrete road at Jyotirmoy Nagar Road near Premises No.-12/4 in Ward No.-124.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,94,275.95.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **25 days.**

(8) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/036/25-26/2nd Time
Name of the work: **Protection of pond side road by providing Eucalyptus Bullah piling at Fakirdanga near Premises No.-20/1/1 in Ward No.-143.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,95,317.12.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/233/124/005
Name of the work: **Desilting of surface drain at Mukunda Das Pally near Premises No.-18 in Ward No.-124.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,97,053.35.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **24.11.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 9).** The tender will be opened on: **26.11.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **14.11.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 9).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9).**

CORRIGENDUM

NIT No. - KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/098/2025-26 dt. 06/11/2025 published in this Newspaper on **08.11.2025** (Key No. 1340/25-26) of **Engineering Civil (HQ) Department.** Last date of submission of tender will be **03.12.2025 (9 A.M.)** instead of 20.11.2025 (11 A.M.). The bid forms and other details are available on and from **11.11.2025 (9 A.M.)** instead of 11.11.2025 (11 A.M.). Other terms and conditions remain unchanged. (1393/25-26)

অফবিট

‘খেয়ে টাকা দিচ্ছি বলে আর আসে না,’ বৃদ্ধার ব্যবসার ‘ক্ষতি’ খরিদ্দাররাই, তবু চলে সংগ্রাম

জি. দাস

শহরের বুকে কত গল্পই না রোজ লেখা হয়। কত মানুষ কত রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যান! কেউ মুখে বলেন, কেউ বলেন না। কলকাতার রাস্তায় একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই না জানি কত আর্তনাদ কানে আসবে। শুনতে পাবেন, কেই লড়াই করে ব্যর্থ, কেউ লড়াই করার সাহসই জোগাতে পারছেন না, আবার কেউ লড়াইয়ে জিতেও হেরে গেছেন নিজের কাছে। ভাগ্যে বিশ্বাস করেন যাঁরা, তাঁরা নিশ্চয়ই ভাববেন কপাল মানুষকে কোথা থেকে কোথায় আনবে, কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সবটাই কি ভাগ্য? হয়তো না। এখানে নিজেদের কর্মও জড়িয়ে থাকে। যারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে দিনের পর দিন মানুষকে ক্ষমতার বলে পায়ে পিষছে, তাদের এই ‘ভাগ্য’ শিক্ষা দেয় না? গড়িয়াহাটের জনপ্রিয় শপিং মলের সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়। এক অশীতিপর মহিলা ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটা ব্যাগ নিয়ে। তাতে সেলাইয়ের টুকরোয় দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। উঁকি মেরে বোঝা গেল, রয়েছে বিস্কুট আর চা। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা চা ছাড়া বাঙালির চলে নাকি? তা ছাড়া বড় বড় মলের সামনে এমন অনুসারী শিল্প তো গজাবেই! নিজেকে উত্তর দিতে দিতেই ভদ্র মহিলার একটা কথা কানে লাগল, ‘... এই পয়সা দিয়ে যাব, এভাবে বলে কত লোক চলে যায়! আর আসে না কেউ!’ ব্যাস, এতেই প্রশ্ন শুরু। জানা গেল, মলের সামনে রোজ সন্ধেবেলা আসেন তিনি। চা- বিস্কুট দিয়ে মায়ের মতো যত্নেই খেতে দেন। কেউ প্লেট চাইলে, তাও মেলে। সাধারণত এক হাতে জিনিস অন্য হাতে পয়সা, এই কথায় গোটা দুনিয়া বিশ্বাস করলেও তিনি এসব ভাবেন নারাজ। চা খাওয়াব তাই নিয়ে আবার এত হিসাব! সরল মুখে ‘পরে দিও’ বলে দেন। বিশ্বাস বিষয়টি বড়ই আপেক্ষিক, প্রমাণ তাঁর অভিজ্ঞতা। ‘পর’ আর আসে না, অনেকেই পয়সা দেয় না। ‘এই মল থেকে এসে দিচ্ছি’ বলে বেপাত্তা। বয়স বাড়লে সকলেই কম-বেশি চোখে ঝাপসা দেখেন। আর মলে কে ঢুকছে, বের হচ্ছে, ঠায় তাকিয়ে থাকাও বেশ কষ্টের। তাই মুখগুলো ভিড়ে হারিয়ে যায় আর আয় ঠেকে তলানিতে। প্রতিদিন তাও শাড়ি পরে যতোটা সম্ভব নিজেকে গুছিয়ে কয়েক কিলোমিটার ভারী ব্যাগ হাতে আসেন সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়। ষাট পেরিয়েছে বয়স। কিন্তু অভাবে বার্ধক্য যেন আকড়ে ধরেছে। চোখ-মুখে ক্লান্তি স্পষ্ট। তবু কেন কাজ করেন? ‘পেট বড়ই কঠিন বস্তু। এর জন্যই তো এত সংগ্রাম!’, বলেন তিনি। যোধপুর গার্ডেনে বাড়ি। চারিদিকে ইমারত, এই অবস্থা কীভাবে হল? কোভিড এবং স্বামীর সিদ্ধান্তে তিনি আজ রাস্তায়। চোখের জল মুছে বলতে শুরু করেন, ‘লটারির নেশা ছিল বরের। ২০২১ সালে চারিদিকে যখন লকডাউন, করোনায় মৃত্যু, অসুস্থতা, সব ভালই চলছিল। হঠাৎ বাড়ি-ঘর বেচে লটারি কেটে হেরে গেলেন। রাতারাতি বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। কেউ খুঁজে দিতে পারেননি তাঁকে। কোথাও কেউ আজও দেখতে পর্যন্ত পাননি। রাতারাতি আমরাও রাস্তায়।’ লড়াইটা শুরু হল তারপরই। মধ্যবিত্তের সমস্যা একটাই-না তথাকথিত নিচু শ্রেণির কাজ করতে পারে, না উঁচু কাজ কপালে জোটে সচরাচর। ফলে আমতা আমতা করতে করতেই মাঠে নামা। প্রথমে রুটি তরকারি বাড়ি থেকে বানিয়ে এনে গড়িয়াহাটে বেচতেন। ভালই চলছিল তা দিয়ে। কিন্তু মানুষ তো, ‘বিশ্বাস’ বড়ই আপেক্ষিক শব্দ তাঁর কাছে। ‘রুটি দিন, তরকারি দিন’ বলে খেতে খেতে টাকা আর দেয় না। এমন একদিন-দুদিন হতে হতে বেড়ে যায়। একজনের বদলে একাধিকজন একই কাজ করতে শুরু করেন। একা হাতে সামলাতে গিয়ে তিনিও হিসাব গুলিয়ে ফেলেন। মানসিক যন্ত্রণা বাড়তে থাকে আর লস পাহাড় সমান। ময়দানে ব্যাটারদের মতোই ঘুরে দাঁড়িয়েও শেষরক্ষা হয় না। সংসারের এই অবস্থা দেখে ছেলের বৌ চলে যান, যদিও সমস্যা চলছিল বলেই জানান সান্ত্বনাদেবী। ছেলে ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবতে থাকেন। কাজ নেই, টাকা নেই। এভাবেই কোনওমতে সংসারের হাল ধরেও পেরে উঠছিলেন না। ছেলেকে বুঝিয়ে কাজে পাঠান। নিজে রুটি বানানো বন্ধ করে শুরু করেন চা বিক্রি। চায়ের ক্ষেত্রেও ঠকছেন তিনি কিন্তু স্বভাব বদলাবেন কেমন করে। চেষ্টা করেন, টাকা চেয়ে নেওয়ার। কখনও বলতে পারেন মুখ ফুটে, আগে টাকাটা দিন, কখনও বলতে পারেন না। যাঁরা নিয়মিত আসেন, তাঁকে ভালবাসেন, সাহায্য করেন চা খেয়ে। ব্যবসা করার টিপসও মেলে টুকটাক ফ্রিতেই। আর যাঁরা ঠকিয়ে যান, তাঁদের সান্ত্বনাদেবী আজ আর চিনতে পারেন না। দিনের রোজগার যাঁর ১০০-ও নয়, তাঁকে ঠকানো খুব সহজ। কিন্তু সান্ত্বনাদেবীদের মনোবল, লড়াই, চিন্তাভাবনাকে হারিয়ে দেওয়া সহজ নয়।

CHANGE OF NAME

I, Irshad Ali (Old Name) son of Afsar Ali, residing at S.B.V. Patel Road, Titagarh, P.S- Khardah, Dist-24 parganas(north), Pin-700119, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Irsad Ali (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 13/11/2025.Irsad Ali (New Name) and Irshad Ali (Old name). both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Zinat Sarkar (Old Name) W/o Rafik Sarkar Residing at Vtc - Chitrashali, P.o - Chitrasali, District - Hooghly, Pin - 712407, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Zinat Aman Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 46/2025 Dated 13-11-2025. Zinat Sarkar (Old Name) and Zinat Aman Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nasim Bibi (Old Name) W/o Late Sk Giyasuddin Residing at Vill - Gopalpur Chandigarh, P.o- Ganganagar, P.s- Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700132, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Nasimbanu Bibi (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat vide affidavit no 6294 Dated 12-11-2025. Nasim Bibi (Old Name) and Nasimbanu Bibi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dil Mohammad Khan (Old Name) son of Late Sekabat Khan, residing at Basti Para, Bishalakshmipur, Dist-24 Parganas(South), Pin-743347, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dil Mahammad Khan (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 13/11/2025.Dil Mahammad Khan (New Name) and Dil Mohammad khan (Old name).both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Umapada] (Old Name) S/o Biswanath Bhattacharya Residing at 93 Gouranga Mandir Road, Baghajatin, District - Kolkata, Pin - 700086, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Umananda Bhattacharya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 47/2025 Dated 13-11-2025. Umapada] (Old Name) and Umananda Bhattacharya (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Cecil D Rozario (Old Name) S/o Simon Drozario Residing at 10, Serang Lane, Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Cecil Robin Drozario (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-11-2025. Cecil D Rozario (Old Name) and Cecil Robin Drozario (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prodyut Kumar Ghosh (Old Name) S/o Late Dhirendra Chandra Ghosh Residing at EA/25 Deshbandhu Nagar Baguiati, P.o - Deshbandhu Nagar, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Prodyut Kumar Ghose (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-11-2025. Prodyut Kumar Ghosh (Old Name) and Prodyut Kumar Ghose (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rijiya Begum (Old Name) W/o Kasem Mondal Residing at Vill - Biswas Para Dakshin Kalsur, P.o - Kalsur, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743438, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rijiya Begam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-11-2025. Rijiya Begum (Old Name) and Rijiya Begam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md. Qamruzzama (old name) son of Late Mohammad Younus, residing at 3, Mangoe Lane, Wastage Paper Shop, C.T.C. Building, Kolkata – 700001, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Qamruzzaman (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 27/10/2025. Md. Qamruzzama (old name) and Md. Qamruzzaman (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shabana Khatoon (old name) wife of Md. Qamruzzaman, residing at 73, Metcalfe Street, P.S – Bowbazar, P.O – Dharmatala, Circus Avenue, Kolkata – 700013, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shabana Parveen (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 27/10/2025. Shabana Khatoon (old name) and Shabana Parveen (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sunayana Saraf (Old name) wife of Niranjan Kumar Saraf, residing at Merlin Lake View, Block-3, Flat-K7, 104, Bidhannagar Road, Kolkata-700067, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sunayna Saraf (New name) vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata vide Affidavit No.14/2025 dated 12/11/2025.That Sunayana Saraf and Sunayna Saraf both are same and one identical person.

Name Change

I, Muksed Sk (old name) son of Sk Sefajuddin, residing at Vill: Dakshin Badhia, P.O – Mirgoda, P.S – Ramnagar, Dist: Purba Medinipur, Pin: 721446, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Muksed (new name) as declared before the Notary Public at Contai, Purba Medinipur dated 10/10/2025. Muksed Sk (old name) and Sekh Muksed (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SUVASHIS MUKHERJEE(old name) S/O-RANJIT KUMAR MUKHERJEE , residing at HOLDING NO -108,3RDFLOORFL-3/B 2 NO MOTILAL COLONY PO-RAJBARI COLONY PS-DUMDUM DIST-NORTH 24 PARGANAS PIN-,700081.do herebydeclare that, I have changed my name from SUVASHIS MUKHERJEE (old name) to SUBHASISH MUKHERJEE(new name) and henceforth I shall be known as SUBHASISH MUKHERJEE (new name) in all purpose ,vide affidavitsworn before the NOTARY PUBLIC AT BERHAMPORE COURT DATED ON 13/11/2025. SUBHASISH MUKHERJEE(new name) and SUVASHIS MUKHERJEE (old name) both name are same and one identical person .

Name Change

I,RUBHEN SK(old name) S/O- RENTU SK , residing at DHARAMPUR DIHIPARA PO-DANGAPARA PS-MURSHIDABADDIST-MURSHIDABAD PIN-742302,do hereby declare that, I have changed my name from RUBHEN SK (old name) toRUBHEL SK (new name) and henceforth I shall be known as RUBHEL SK (new name) in all purpose ,vide affidavitsworn before the NOTARY PUBLIC AT BERHAMPORE COURT DATED ON 13/11/2025. RUBHEL SK (new name)and RUBHEN SK (old name) both name are same and one identical person .

Name Change

I,HIRA NUR KHATUN BIBI (old name) W/O-ARIF HOSSAIN residing at CHHOTO CHANDGHAR POBARACHANDGHAR P.S-KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741156 , West Bengal do here by declare that ,I have changedmy name from HIRA NUR KHATUN BIBI (old name) to (new name) HIRNUR KHATUN and I shall behenceforth be known as HIRANUR KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary-public at Berhampore court dated on 13/11/2025. HIRANUR KHATUN (New name)and HIRA NUR KHATUNBIBI(old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, (Mokateyar Hossain , S/O- Samsuddin Ahammad) that my wife's (Old Name) Moktar Hosen recorded in my passport no- M8000385, residing at Vill-Rasulpur , PO-Shibkrishnapur , PS-Kushmandi , South Dinajpur, West Bengal 733132 do hereby declared that I have changed my wife's name from Moktar Hosen to Mamluka Khatun and henceforth my wife's name shall be known as Mamluka Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/11/2025. My wife's name Mamluka Khatun & Moktar Hosen both are one different person.

CHANGE OF NAME

I, SANJIT NAYAK S/o Susanta Nayak residing at O, Natun Diara, P.O. Nayabad, P.S. Sonarpur, Dist-South 24 Parganas, Pin-700150 do hereby solemnly affirm & declare my actual name SANJIT NAYAK instead of SANJIT KR NAYAK, which is wrongly recorded in my driving licence No. WB0119880434437, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 06/11/2025. SANJIT NAYAK and SANJIT KR NAYAK both are same and one identical person.

Name Change

I, Bidhan Narayan Chaudhury (old name) S/o Bijay Narayan Chowdhury residing at Rabindra Sarani 2nd Lane, Rabindrapally, P.O. + P.S.- Bolpur, Dist.- Birbhum, Pin-731204, shall hence forth be known as Bidhan Narayan Chowdhury (New Name) as declared before the Executive Magistrate, Bolpur, Dist.- Birbhum West Bengal vide affidavit No. 100/2025 dt.-19.09.2025. Bidhan Narayan Chaudhury (old name) and Bidhan Narayan Chowdhury (New Name) both are same and identical Person.

Name Change

I,HIRA NUR KHATUN (old name) W/O-ARIF HOSSAIN residing at CHHOTO CHANDGHAR PO-BARACHANDGHAR P.S-KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741156 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my sons name fromMOHAMMED HASIB HOSSAIN (old name) to (new name) HASIB HOSSAIN and I shall be henceforth beknown as HASIB HOSSAIN (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public atBerhampore court dated on 13/11/2025. HASIB HOSSAIN (New name)and MOHAMMED HASIB HOSSAIN(old name) both sons name are same and one identical person.

Name Change

I, Ranajit Samaddar, S/o Ratan Samadder, residing at Vill Natungram Lokenath Pally, P.O. Prafullanagar, P.S. Habra Dist North 24 Pgs have changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Samadder as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No. 8250 dt. 11/11/25. Ranajit Samaddar and Ranjit Samadder both are one and same identical person.

Name Change

I, APPU AGARWAL W/O AMIT JHUNJHUNWALA Residing at Flat No-6B, Merlin Heights, 42 Hazra Road, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as GAYATRI JHUNJHUNWALA as declared before the Ld. Metropoliton Magistrate at Kolkata vide affidavit No 219, Dated 07-08-2013. APPU AGARWAL and GAYATRI JHUNJHUNWALA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Kumar (Old Name) S/o Jaydev Jha Residing at 43/2/B/3, S.C. Aon Road, P.o - Rishra, P.s - Rishra, District - Chandannagar, Pin - 712248, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rajesh Kumar Jha (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-11-2025. Rajesh Kumar (Old Name) and Rajesh Kumar Jha (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kasem Mondal S/o Late Rafik Mondal Residing at Vill - South Kolsur Biswas Para, P.o - Kolsur, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin- 743438, West Bengal India that my deceased father who previously known as Rafik (Old Name) shall henceforth be known as Rafik Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 13-11-2025. I declare that my deceased father Rafik (Old Name) and Rafik Mondal (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rijiya Bibi (Old Name) W/o Kasem Mondal Residing at Vill - South Kolsur Biswas Para, P.o - Kolsur, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743438, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rijiya Begam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-11-2025. Rijiya Bibi (Old Name) and Rijiya Begam (New Name) both are same and one identical person.

মেয়েদের ‘নাইট শিফট’ দ্বিগুণ বেতন, কড়া নিরাপত্তা!

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ১৩ নভেম্বরঃ নারীদের কর্মসংস্থানে নতুন দিগন্ত খুলল উত্তরপ্রদেশে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার রাজ্যের মহিলাদের জন্য জারি করল ঐতিহাসিক নির্দেশিকা। এখন থেকে রাত ৭টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত নারীরা কাজ করতে পারবেন, যদি তাঁরা নিজে থেকে সম্মতি দেন। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ বলে গণ্য ২৯টি শিল্পক্ষেত্রেও নারীদের এই সুযোগ মিলবে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, রাতে কর্মরত মহিলা কর্মীদের জন্য নিয়োগকর্তাদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হবে। অফিস ও কারখানায় সিসিটিভি নজরদারি, নিরাপত্তারক্ষী, এবং বাড়ি ফেরার জন্য নির্ভরযোগ্য পরিবহন সুবিধা থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, রাতে কাজের জন্য দেওয়া হবে দ্বিগুণ বেতন। প্রতি সপ্তাহে ছয় দিন পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন মহিলা কর্মীরা। এছাড়া অতিরিক্ত কাজের সীমা আগের ৭৫ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১৪৪ ঘণ্টা করা হয়েছে, যা দ্বিগুণ হারে পারিশ্রমিকসহ প্রদান করতে হবে। এই উদ্যোগকে নারীর আর্থিক স্বাধীনতার পথে এক বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। এর আগে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তও রাজধানীতে দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের রাতের শিফটে কাজের অনুমতি দেন।

Name Change

I,ABU SAHED MOLLA S/O LATE NOW SAD MOLLA MY MOTHER NAME HAS BEEN RECORDED IN MY BIRTH CERTIFICATE AS TANJIRA BIBI AFFIDAVIDT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 17-10-25 TANJIRA BIBI AND TANJURA MOLLA IS SAME PERSON MY MOTHER ACTUAL NAME IS TANJURA MOLLA R/O VILL BHAT GACHHI P.O - RANA BANDA P. S - CHAPRA NADIA.

Name Change

I, Niranjan Saraf (Old name) S/O Madan Lal Saraf, residing at Merlin Lake View, Block-3, Flat-K7, 104, Bidhannagar Road, Kolkata-700067, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Niranjan Kumar Saraf (New name) vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata vide Affidavit No.15/2025 dated 12/11/2025.That Niranjan Saraf and Niranjan Kumar Saraf both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Chittaranjan Hajra পিতা Ramkamal Hajra গ্রাম ও পোঃ রতনপুর থানা-গোঘাট জেলা হুগলী। প ঃ বঃ পিন নং ৭১২৬১৪ স্থায়ী বাসিন্দা। আমার কিছু নথিতে ভুলবশত Chittaranjan Hazra পিতা R K Hazra, হয়ে আছে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Chittaranjan Hajra পিতা Ramkamal Hajra পরিচিত হলাম। এখন থেকে Chittaranjan Hajra পিতা Ramkamal Hajra এবং Chittaranjan Hazra পিতা R K Hazra উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

Name Change

I, Nazir Ali Mondal, S/o- Farid Ali Mondal, resident of Vill. Pitambarpur, P.o- Dompukur, P.s- Chapra. Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my father's and my grandfather's name from Fariduddin Gharami, S/o- Hiatali Gharami to Farid Ali Mondal, S/o- Hiatali Mondal and henceforth they shall be known as Farid Ali Mondal, S/o- Hiatali Mondal (both are deceased) in all purpose, vide affidavit No. 16866 sworn in Executive Magistrate (1st Class) at Krishnagar, Nadia on 29.10.2025, Farid Ali Mondal, S/o- Hiatali Mondal and Fariduddin Gharami, S/o- Hiatali Gharami both are same and identical person.

দেশে এসো, আমেরিকানদের শেখাও আর বাড়ি যাও! এইচ-১বি ভিসা নীতি নিয়ে এমনই ভাবনায় ট্রাম্প প্রশাসন

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১৩ নভেম্বরঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন এইচ-১বি ভিসা নীতি মূলত বিদেশি দক্ষ কর্মীদের অস্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে এনে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যেই তৈরি! এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট। এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়ে বেসেন্ট বলেন, ‘‘ট্রাম্পের নতুন এই নীতি আসলে এক ধরনের ‘নলেজ ট্রান্সফার’ বা জ্ঞান স্থানান্তরের পরিকল্পনা, যার লক্ষ্য আমেরিকার উৎপাদন শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা।’’ তিনি জানান, গত কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে নির্ভুল উৎপাদন শিল্প ব্যাপকভাবে কমে গেছে। ফলে সেই দক্ষতা ফের গড়ে তুলতেই বিদেশি বিশেষজ্ঞদের এনে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছে প্রশাসন। বেসেন্টের কথায়, ‘‘গত ২০-৩০ বছর ধরে আমরা নিজেদের দেশে জাহাজ বা সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করছি না। হঠাৎ করেই তা শুরু করা সম্ভব নয়। তাই তিন, পাঁচ বা সাত বছরের জন্য দক্ষ বিদেশিদের আনব, তাঁরা মার্কিন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এরপর তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন, আর আমেরিকান কর্মীরাই কাজটা হাতে নেবেন।’’ বিদেশিদের জন্য মার্কিন চাকরি কমে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বেসেন্ট বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকানরা সেই কাজ করতে প্রস্তুত নয়। তাই বিদেশি কর্মীদের এনে তাঁদের কাছ থেকেই শিখে নেওয়াটাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়।’’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘‘আমরা এতদিন সেমিকন্ডাক্টর বা জাহাজ তৈরির মতো শিল্পের কাজ বাইরে পাঠিয়েছি। এখন বিদেশি সহযোগীরা এসে মার্কিন কর্মীদের শেখাবেন- এটাই ট্রাম্পের লক্ষ্য।’’ স্কট বেসেন্ট ব্যাখ্যা করেন, ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন এইচ-১বি নীতি আসলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রগুলিকে ফের আমেরিকার মাটিতে ফিরিয়ে আনার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। এর মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে চায় রিপাবলিকান প্রশাসন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই মার্কিন প্রশাসনের তরফে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল যা বিতর্ক সৃষ্টি করে। শ্রম দফতরের নতুন প্রচার ভিডিওয় সরাসরি ভারতের নাম তুলে বলা হয়, বিদেশিদের, বিশেষত ভারতীয়দের কাজে নিয়ে আমেরিকার তরুণদের স্বপ্ন চুরমার করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আমেরিকার শ্রম দফতর লেখে, ‘‘এইচ-১বি অপব্যবহারের ফলে বহু তরুণ আমেরিকান তাঁদের স্বপ্ন হারিয়েছেন। বিদেশিদের জন্য তাদের চাকরি চলে গেছে।’’ সঙ্গে দাবি করা হয়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শ্রমমন্ত্রী লরি চাভেজ-ডি রেমারের নেতৃত্বে এখন এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং আমেরিকার তরুণদের স্বপ্ন সত্যি করার প্রয়াস করা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, নতুন এই প্রচারাভিযান ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ কর্মসূচিকে আবার সামনে এনেছে। ঘরোয়া কর্মসংস্থান, ভিসা যাচাই বাড়ানো ও শ্রমবাজারে জাতীয়তাবাদের সুর ফের জোরদার হচ্ছে।

VEDIKA CREDIT CAPITAL LIMITED

(CIN : U67120WB1995PLC069424)

Regd Office: Chhota Kanthalia, North 24 Parganas, West Bengal- 700121, India

Tel: 9135001217, 18001236018 (Toll free), Website: www.teamvedika.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPT 30, 2025

(Amount in Rs. In lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended Sept 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended Sept 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	7539.98	6367.71	6146.35	26555.46
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional, and/or Extraordinary items)	1164.81	1156.57	1080.30	4109.51
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1164.81	1156.57	1080.30	4109.51
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	893.38	877.47	810.23	3078.19
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	893.38	877.47	810.23	3078.19
6	Paid up Equity Share Capital	3709.52	3709.52	3709.52	3709.52
7	Security Premium Account	14867.60	14867.60	14867.60	-
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	11472.14	10743.52	8766.68	24733.65
9	Net worth	30049.26	29320.64	27343.80	28443.17
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	115070.87	97438.38	91832.88	98003.06
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL
12	Debt Equity Ratio	3.83	3.32	3.36	3.45
13	Annualized Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	2.41	2.37	2.18	8.30
	2. Diluted:	2.41	2.37	2.18	8.30
14	Capital Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

** Figures for the quarter ended are not annualized.*

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial statements filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed on the websites of the BSE Limited **www.bseindia.com** and website of the company.

For and on behalf of the Board of Directors
Vedika Credit Capital Limited
Vikram Jain
(Whole Time Director)
DIN: 00367570

Place : Ranchi
Date : 13 November 2025

SAI/2025/04

পুরুলিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম বিতরণে গাফিলতি? তথ্য আপলোডের সমস্যায় বিএলওরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৩ নভেম্বর ঃ কাজের সুবিধার্থে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ১১ নভেম্বরের মধ্যে ভোটারদের হাতে এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। তবে সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও পুরুলিয়া জেলায় এখনও সমস্ত ভোটারের হাতে ফর্ম পৌঁছায়নি। রাজ্যজুড়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জানা যায়, পুরুলিয়ায় এখন পর্যন্ত ৯৩.৮৪ শতাংশ ভোটারের হাতে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখনও প্রায় ৬ শতাংশের বেশি কাজ বাকি রয়েছে। এদিকে যে সকল বাড়িতে ফর্ম দেওয়া হয়ে গেছে সেখান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করার সময়ও চলে এসেছে। কিন্তু সময় এলে হবে কি? সংগৃহীত ফর্ম থেকে যে তথ্য আপলোড করতে হবে নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট ‘ বিএলও অ্যাপ’-এ। কিন্তু কিভাবে আপলোড করতে হবে তা পুরুলিয়ার সমস্ত বিএলওরা এখনও প্রশিক্ষণ পাননি। প্রশিক্ষণ পেলেও তা সঠিকভাবে করতে পারছেন না বলে অভিযোগ। জেলার কয়েকটি ব্লকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেই তথ্যও বিএলও-দের কাছে আসেনি বলে অভিযোগ। সবে মিলিয়ে কমিশনের ওই অ্যাপ-এ তথ্য আপলোড নিয়ে বেশ সমস্যায় বিএলও-রা। যদিও পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে, মহকুমাস্তরে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে। বিডিও সহ ব্লকের আধিকারিকরা এই প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্লকে ব্লকে বিএলও-দেরকে যেমন প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তেমনই বিএলও সুপারভাইজারকেও এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যেখানে বিএলও-দের সমস্যা হচ্ছে তারা বিএলও সুপারভাইজারের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিচ্ছে। বিএলও সুপারভাইজার পদে ব্লকের কিছু আধিকারিককে নিযোগ করা হয়েছে। তাছাড়া এই তথ্য আপলোডের জন্য ব্লকে ব্লকে হেল্প ডেস্ক করা রয়েছে বলে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। এছাড়া ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম পূরণের জন্যও পৃথক হেল্প ডেস্ক রযেছে বলে জেলা থেকে জানানো হলেও বাস্তবে বহু ব্লকে তা নেই বলে অভিযোগ। ফলে বিলও-রা যেমন সমস্যায় পড়ছেন তেমনই ভোটাররাও। সংগৃহীত ফর্মে যে তথ্য থাকবে তা কমিশনের ‘বিএড়ও অ্যাপ’-এ আপলোড করতে হবে। যেমন ভোটারের নাম, ফোন নম্বর, এপিক, আধার নম্বর এমনকি ফর্মের স্ক্যান করা কপিও। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই জানা যাবে কে বৈধ ভোটার! ফলে বিএলও-র উপর গুরুত্বপূর্ণ দাযিত্ব। তাই তথ্য আপলোডে তারা যদি সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত না হন তাহলে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সবে মিলিয়ে ভোটারের ভাগ্য রীতিমত বিএলও-র উপর ঝুলে রয়েছে। বলরামপুরের এক বিএলও বলেন, তথ্য আপলোডের জন্য আমাদেরকে কোন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। এরকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেটা আমরা জানি-ই না। এই তথ্য আপলোডের কাজকে কমিশনের ভাষায় ‘ডিজিটাইজেশন অব এনুমারেশন ফর্ম’ বলা হয়। পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত একটি ভিডিও জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে মঙ্গলবার রাতেই। অভিযোগ, এই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতিরা ওই ফর্ম পাননি। পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কমিশনের ওই ‘বিএলও অ্যাপ’-এ ন’টি বক্স পূরণ করতে হবে। আবার কোন পরিবারের সদস্যদের যদি ২০০২-র ভোটার তালিকায় নাম না থাকে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত তথ্য আপলোড হবে। তবে সময় এখন অনেকটা বাকি। বাড়ি বাড়ি গণনা পর্ব চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

দিল্লি বিস্ফোরণ যোগে পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে তদন্তে এনআইএ-র গোয়েন্দারা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় এবার নাম জড়িয়ে গেল মুর্শিদাবাদ জেলার নাম। ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় যোগাযোগ থাকতে পারে এমন সন্দেহে বুধবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা, এনআইএ-র গোয়েন্দারা মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের থানার

প্রত্যন্ত নিম গ্রামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে তল্লাশি চালান। যদিও এনআইএ-র তদন্তকারীদের অভিযান চলার সময় সন্দেহভাজন ওই পরিযায়ী শ্রমিক বাড়িতে ছিলেন না বলেই জানা গেছে। এনআইএ-র তদন্তকারীরা ওই পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যর সঙ্গে কথা বলে গ্রাম ছেড়ে চলে যান । তবে এনআইএ-র তদন্তকারীরা এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ জেলার আরও কয়েকটি এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছেন বলে সূত্রের খবর। বুধবার দিল্লির লালকেল্লা এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মুর্শিদাবাদ জেলায় এনআইএ-র তদন্তকারীরা হাজির হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা জেলা জুড়ে। বুধবার এনআইএ-র তদন্তকারীরা নিম গ্রামে মইনুল হাসান নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে সাত সকালে গিয়ে হাজির হন। যদিও মইনুল পরিবারের লোকেরা এই অভিযান নিয়ে মুখে এক প্রকার কুলুপ এঁটেছেন। তবে সূত্রের খবর এনআইএ-র তরফ থেকে দ্রুত মইনুল হাসানকে তাদের অফিসে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও অন্য একটি সূত্রের খবর,কাজের সূত্রে প্রায় ৬ বছর আগে মুম্বাই গিয়েছিলেন মইনুল সেখানে এক ঠিকাদার অধীনে কাজ করতেন এক বাংলাদেশি নাগরিক । সেই বাংলাদেশি ব্যক্তির সন্ধানের জন্য হঠাৎ নবগ্রামের নিম গ্রামের মইনুল হাসানের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর তাঁদের সঙ্গে একজন আমেদাবাদ পুলিশের আধিকারিকও ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক মইনুল হাসান দীর্ঘদিন মুম্বাই এবং দিল্লিতে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সময় তার সঙ্গে বেশ কিছু বাংলাদেশি নাগরিকের পরিচয় হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। এই বাংলাদেশি নাগরিকেরা সন্দেহজনক ভাবে হঠাৎ করেই দেশ থেকে ‘উধাও’ হয়ে যাওয়ার পর বছর দু’য়েক আগে মইনুল নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে চলে আসেন। দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনা তদন্ত করতে নেমে একাধিক অভিযুক্তের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে এনআইএ-র তদন্তকারীরা প্রচুর ফোন নম্বর পেয়েছেন বলে জানা গেছে। বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এবং তাদের সঙ্গী - সাথীরা সাম্প্রতিক সময়ে যে কয়েকজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন বলে অভিযোগ, তাদের মধ্যে অন্যতম মইনুল। কিন্তু কী কারণে বিস্ফোরণের ঘটনার অভিযুক্তদের সঙ্গে মইনুল ফোনে কথা বলেছিল বা তার ফোন নম্বর বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মোবাইল ফোনে কী করে গেল তা এখনও স্পষ্ট নয়। মইনুলের ছোট ভাই আসাদুল শেখ দাবি করেন, ‘আমার দাদা গত দু’বছর আগে গ্রামের বাড়িতে ফিরে চলে এসেছে। তার আগে সে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে কাজ করতো। সম্ভবত কোনও ভুল বোঝাবুঝি থেকে তদন্তকারীরা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।’ আসাদুল দাবি করেন, মইনুল এখন গ্রামের বাড়িতেই থাকেন , সে কোথাও পালিয়ে যায়নি। এর পাশাপাশি তার আরও দাবি এনআইএ-র তদন্তকারীরা তাদের বাড়িতে খুব বেশিক্ষণ সময় কাটাননি।

বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত নেমেছে বিপর্যয়, মরতে বসেছে হাজার হাজার বিঘে জমির ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি, ১১ নভেম্বর ঃ বীরভূম জেলার খয়রাশোল ও রাজনগর ব্লকের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত নেমেছে বিপর্যয়। বাদামি শোষক পোকা ও টুংরো ভাইরাসের আক্রমণে শুকিয়ে মরতে বসেছে হাজার হাজার বিঘে জমির ধান। সময় হয়েছে ফসল তোলার, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ধানের গোড়ায় আক্রমণ চালিয়ে গাছের রস শুষে নিচ্ছে পোকাগুলি। ফলে একের পর এক খেত ঝলসে যাওয়ার মত শুকিয়ে যাচ্ছে। খয়রাশোল ব্লকের বড়রা, বাবুইজোড়, পারশুন্ডি ও পাঁচড়া পঞ্চায়েত এলাকায় পোকার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। একের পর এক জমি ফসলহীন হয়ে পড়ছে। কাঁকরতলা গ্রামের এক চাষী বলেন, পোকা এমনভাবে ছড়িয়েছে যে আজ যেখানে একটু দেখবেন, কালকের মধ্যেই পুরো জমি শেষ। আমি নিজে আট বিঘে চাষ করেছি, তার মধ্যে মসজিদের চার বিঘে জমিও আছে, সব খেয়ে ফেলেছে। প্রচুর ওষুধ দিয়েও কিছু করা যাচ্ছে না। রাতে ঘুম হয় না, ঋণ করেছি, এখন সব শেষ। আরেক চাষীর কথায়, আমাদের এলাকায় কোনও চাষী ভাই বাকি নেই, সবার জমিতেই শোষক পোকার আক্রমণ। আমি পাঁচ বিঘে চাষ করেছি, তার মধ্যে তিন বিঘে সম্পূর্ণ নষ্ট। এখন আমরা চাই সরকার তদন্ত করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ অনেক হলেও চাষীদের ওপর আর্থিক চাপ পড়বে না। কারণ, ক্ষতিগ্রস্তদের শস্যবিমার আওতায় আনা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিশেষ ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজনগর ব্লকের কৃষি আধিকারিক অভিজিত মন্ডল বলেন, এ বছর বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও অতিরিক্ত হওয়ায় বাদামী শোষক পোকার বৃদ্ধি হয়েছে। ধান যখন দুধ অবস্থায় থাকে, সেই সময় পোকা গাছের রস শুষে নেয়। ফলে গাছ খড়ের মত রং ধারণ করে এবং শুকিয়ে যায়। আক্রমণ ১০-১৫ দিন আগেই শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, চাষীদের আমরা ডিপলেট ও পরামর্শ দিয়েছি ১০ ফুট অন্তর পাস ভেঙে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে, যাতে পোকার বৃদ্ধি রোধ করা যায়। এছাড়াও তিনি আরও বলেন, জমির জল নিস্কাশন করতে হবে এবং প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। নিচু জমিতে জল না বেরোতে পারায় ক্ষতি বেশি হয়েছে, তবে উঁচু জমিতে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। একদিকে বাদামী শোষক পোকার থাবা, অন্যদিকে ঋণের বোঝা এই দু’ইয়ের মাঝখানে নিঃস্ব প্রায় বীরভূমের কৃষক সমাজ।

পারদ নামল ৩ ডিগ্রি নিচে, নভেম্বরেই শীতের আমেজ মহানগরে! খুশি শীতপ্রেমীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই রাজ্য জুড়ে দেখা মিলেছে শীতের আমেজ। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আগেই তাপমাত্রা পতন শুরু হয়েছিল, এবার সেই হাওয়া পৌঁছাল কলকাতাতেও। বৃহস্পতিবার মরশুমের সবচেয়ে শীতল দিন কাটাল শহর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস - যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় ২.৬ ডিগ্রি কমে দাঁড়িয়েছে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী কয়েক দিন রাজ্যের সর্বত্রই আরও কিছুটা নামবে পারদ। এবার নভেম্বরের শুরুতেই হিমেল হাওয়ার পরশ অনুভূত হতে শুরু করে বাংলায়। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ক্রমশ নামতে থাকে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পারদের পতন শুরু হয় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। একইভাবে কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলিতেও রাত বাড়লে ঠান্ডার অনুভব হচ্ছিল। ভোরের দিকেও যথেষ্ঠ ঠান্ডা হাওয়া বইছে। কুয়াশাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সকালে। হাওয়া অফিস জানিয়েছিল,আগামী কয়েক দিনেই রাজ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামবে। তাহলে কি এবার নভেম্বরেই জাঁকিয়ে শীত পড়বে বঙ্গে? ভেঙে দেবে গত কয়েক দশকের অতীতের শীতের রেকর্ড? সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করে। উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার দাপট রয়েছে। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার পরিমাণ বেশি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে। আপাতত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শুষ্ক আবহাওয়া। আগামী পাঁচ দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় খুব বেশি পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রার পারদ নামতে শুরু করেছে। পুরুলিয়ায় এখনই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে রয়েছে। সেই তাপমাত্রা আগামী দিনে আরও নামবে। এমনই মনে করছে আবহবিদরা। বাংলার পাশাপাশি ভিনরাজ্যেও শীতের দাপট দেখা যাচ্ছে। রাজধানী দিল্লিতে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং উত্তরপ্রদেশে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি হয়েছে।

স্বয়ংক্রিয় ভেন্ডিং মেশিন, মিলবে ২৪ ঘন্টা খাবার ও পানীয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৩ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুর স্টেশনে এবার স্বয়ংক্রিয় ভেন্ডিং মেশিন। ২৪ ঘণ্টা মিলবে খাবার ও পানীয়। রেলের এই প্রচেষ্টায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন যাত্রীরা। সূত্রের খবর, এই ভেন্ডিং মেশিনগুলি ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্যকরভাবে প্যাক করা খাবার এবং পানীয়ের সুবিধা দেবে। ঙ্গন্ধ-দিয়ে সহজেই পেমেন্ট করা যাবে। এতে যাত্রীদের সময় বাঁচবে এবং লাইন এড়ানো যাবে। রাতের যাত্রাতেও বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে বলেই আশা। এই AVM মাধ্যমে দুর্গাপুর স্টেশন একটি স্মার্ট, পরিস্কার এবং যাত্রী-সহযোগী স্টেশন হয়ে উঠছেই বলা যায়। দুর্গাপুর স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেশন। এটি যাত্রী সংখ্যার দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসানসোল ডিভিশনের গ্রেড এ ভুক্ত এই স্টেশন। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ও নানা বড় বড় সংস্থায় কাজের জন্যে প্রচুর মানুষ এই স্টেশন ব্যবহার করেন। এছাড়া এই স্টেশন দিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন যাতায়াত করে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত জানিয়েছেন, আসানসোল বিভাগ প্রতিটি স্টেশন জুড়ে এই ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে যাত্রীদের জন্য প্রতিটি যাত্রা আরও আরামদায়ক, সুবিধাজনক এবং উপভোগ্য হয়।

বিধাননগরে জাল জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র চক্রের হদিস, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর ঃ খড়িবাড়ির পর এবার শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরে জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র চক্রের হদিস মিলল। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে বিধাননগরের পাইকপাড়া এলাকা থেকে সুব্রত ঘোষ ওরফে লিটন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃত শান্তিপাড়া এলাকার বাসিন্দা হলেও গত চার বছর ধরে পাইকপাড়ায় অনলাইন দোকান চালাত বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দোকানের আড়ালে চলত জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র তৈরির কারবার। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে দুটি কম্পিউটার, একটি ল্যাপটপ, রেটিনা স্ক্যানার, থাম্প স্ক্যানার, পেন ড্রাইভ, ১০ টি সরকারি সিলসহ বিপুল পরিমাণ জাল নথি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ধরা পড়া জাল সার্টিফিকেট চক্রের সঙ্গেই যুক্ত সুব্রত। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। দার্জিলিং জেলা পুলিশ গোটা ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে।

কাজ শুরু হতে চলেছে চিংড়িঘাটায়

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলের অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ এয়ারপোর্ট করিডরের ই এম বাইপাসের চিংড়িঘাটা এলাকায় আইনি জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ শুরু হতে চলেছে। এই নিয়ে কলকাতা পুলিশের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে বলে মেট্রোর তরফে এদিন জানানো হয়েছে। ট্রাফিক ব্লক করে আগামী সপ্তাহে এই কাজ শুরু হতে পারে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য আদালতের নির্দেশ মেনে চিং।ঘাটা এলাকায় ট্রাফিক ব্লক করে দুটি পিলারের মধ্যে ৩৬৬ মিটার অংশে বাকি থাকা কাজ দ্রুত শেষ করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ গত ৯ সেপ্টেম্বর বৈঠকে বসেছিল। এরপরেই কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409

eTender NIT_No:1461/SGPII/APAS/25-26, Dated: 10.11.25

For and on behalf of the Salap-2 Panchayat for the total **17 (Seventeen) Nos**. different works. Last date of download of document up to **28.11.2025 at 03.00 PM**. Bid Submission end date: **28.11.2025 at 03.00 P.M**. Bid Opening Date (Technical) **01.12.2025 at 03.00 P.M.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah

বিজ্ঞপ্তি

প্রতিঃ বিজয় দাস, পিতা যতীন্দ্র দাস (Jatindra Das) দোকান নম্বর ১৩৮ গোপালবসু হকার্স মার্কেট
ঠিকানা- নতুন পল্লী মাদরাল রোড ভাটপাড়া কাঁকিনাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ফোন নম্বর- ৬২৯০৬৪৩৪১১

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যায় যে, গোপালবসু হকার্স মার্কেটে দোকান নম্বর ১৩৮, জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে হস্তান্তরের পর পরিচার্যা বাবদ মাসিক ৫০০ /- টাকা নৈহাটি পৌরসভায় জমা করার কথা ছিল, কিন্তু এযাবৎ কোনো টাকা জমা করেননি।

আপনাকে গত ০৪.০৬.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫, এবং ১৭.০৭.২০২৫ তারিখে পরপর বিজ্ঞপ্তি প্রেরন করা হয়েছিল তাতে বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল এবং তা না করায় গত ৩১.০৭.২০২৫ তারিখের বোর্ড মিটিং-এ বিষয়টি আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, পৌরসভা দোকানটি ফিরিয়ে নিয়ে নিয়মানুসারে অন্য কাউকে প্রদান করতে হবে।

এরপর গত ০৮.০৯.২০২৫ এবং ১৮.০৯.২০২৫ তারিখে আবার বিজ্ঞপ্তি প্রেরন করা হয় দোকানের জিনিস খালি করার জন্য। বিজ্ঞপ্তি দোকানের সামনে সাঁটানো হয় এবং ডাকযোগেও পাঠানো হয় কিন্তু তা ফের আসে Door locked বলে।

অতএব আপনি সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত তারিখের পরে তিন দিনের মধ্যে আপনার দোকানের জিনিসপত্র বের করে ফেলবেন। অন্যথায় পৌরসভা আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে।

তাং ২৯.১০.২০২৫

অশোক চ্যাটার্জী
পৌরপ্রধান
নৈহাটি পৌরসভা

DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT
BELANAGAR, ABHOYNAGAR, NISCHINDA, HOWRAH-711205

SHORT NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO. - **WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-18/25-26**

The PRODHAN, DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT, Howrah invites e-Tender for a total 6(Six) Nos. different works. Bid Submission end date (online) **08/12/2025 at 6.00 pm.** Bid opening date for Technical Proposals **11/12/2025 at 12.00 pm.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT, HOWRAH

Kalekhantala-II Gram Panchayat

e-Tender Kalekhantala-II Gram Panchayat NIT no. 379/NIT/CFC-T/K2GP/2025(3 Nos Drain) date 11/11/2025,Published on eNIT site on 14/11/2025 Fund:15th CFCG Tied(25-26). For Details,Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.ঃ বিএমএফ-০৩-০৫-হাইড্রলিক_ক্ল্যাম্প, তারিখঃ ১১.১১.২০২৫। ডেপুটি সিএমই/বিএমএফ/বিজিবি, বোগী ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরী, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১, অধর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০ ১৩৭ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং.**বিএমএফ-০৩-০৫-হাইড্রলিক_ক্ল্যাম্প**-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** বোগী ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরী, পূর্ব রেলওয়ে, বজবজে ''বোগী ফ্রেম ফেব্রিকেশন ফিক্সচারের জন্য হাইড্রলিক ক্ল্যাম্পিং সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ''। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৪৮,৬৭,৫০০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৯৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৪ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ১১.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.৪২ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২০.১১.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

MISC-278/2025-26

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-Tender Notice

Online bids are invited for the year 2025-26 from the bonafied contractors for listed work under APAS Fund in respect of **NIT no-327/SUSU/2025, Dated-04.11.2025.** Last date of paper submission on **06/12/2026** for detail information contact to the undersigned.

Prodhan
Susunia Gram Panchayet

OFFICE OF THE
AHIRAN GRAM PANCHAYAT
Vill- Ahiran, P.S- SUTI, Dist- Murshidabad, PIN-742223
NOTICE INVITING QUOTATION No. 07/APAS/2025-26

Sealed Quotation are invited from bonafide and experienced contractors for the total **17(Seventeen)Nos.** works under APAS 2025-26 fund. Date & Time of submission of Application up to **24.11.2025 at 1.00 pm**. Date & Time for opening of Quotation **24.11.2025 after 2.00 pm**. For Details please visit office of the undersigned of visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Ahiran Gram Panchayat

e Tender invitation of Rishi Bankim chandra Gram Panchayat under Kakdwip Block, **Nit no.164/6/(e)/RBCGP/XVFC/2025** dated **13/11/2025** publising ,& Last date of bid droping **23/11/25 before 17 PM** & Tender opening date, **24/11/2025/** and Visit in website. **www.wbtenders.gov.in**

Pradhan
Rishi Bankim chandra Gram Panchayat in

MALIARA GRAM PANCHAYAT
MALIARA, BANKURA

Notice Inviting e-Tender **E-NIT NO-08/APAS/2025-26) (2nd Call) & 12/APAS/2025-26** Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the **6 nos** different works at different places. All information is available **www.wbtebders.gov.in**

Sd/-
Maliara Gram Panchayat

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH

TENDER NOTICE

TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : **NIT-2192, Dated-15.10.25 01** NOS OF WORKS (BEUP)

SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-16/2025-26 Vide Memo No-3085/Shy-II Dated-11.11.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission **-06.12.2025 at 14.00 PM**.

SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

এসএন্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/৪০ ও ৪১, তারিখঃ ১১-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-৪০-২০২৫-২৬; কাজের নামঃ** রানিনগর জলপাইগুড়ি - চৌতারাঃ ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর ব্যবস্থা - ১০টি স্টেশন (এসএন্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৫৯,২৮,৫২৫.০০ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ১,১৮,৬০০.০০ টাকা। **ক্র.নং. ২। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-৪১-২০২৫-২৬; কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনঃ বড়দিঘী, লাটাগুড়ি জং. ও দোমোহনি স্টেশনে জলমগ্ন টিসি মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এমএসডিএসি দ্বারা টিসির ব্যবস্থার জন্য অবশিষ্ট কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৩৯,৩০,০৬৩.২৪ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ২,১৯,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৯-১২-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রামকৃষ্ণ হুদাতী, পিতা মোহন হুদাতী সাং- ভগবতীপুর, পোঃ- চর্তুভুজকাটি, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৬।০৬।২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৩৩২৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা রফিক মল্লিক, পিতা লামিয়ালেদ মল্লিক দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন ভগবতীপুর মৌজায় জে. এল.- ০৭ নং ভুক্ত, এল, আর.- ১৫০৫ নং খতিয়ানে এল. আর.- ৯৮৭ নং দাগে শালি ০৩ কাঠা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাদ্বয় বিগত ইংরাজী- ০৭।০৫।২০২৪ তারিখে হাওড়া-১ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০১০২৫২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা দ্বয়ের পক্ষে জয়ব্রত পাঁজা, পিতা প্রহ্লাদ পাঁজা, সাং- ভগবতীপুর, পোঃ- চর্তুভুজকাটি, থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রবীন বাছাড়, পিতা শরৎ চন্দ্র বাছাড় সাং ও পোঃ- কান্দুয়া সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৮।১০।২০১৭ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৫৪৪৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা একরামুল মোল্লা, পিতা শোভান মোল্লা দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন ভগবতীপুর মৌজায় জে. এল. ০৭ নং ভুক্ত, এল. আর. ১৬৬০ নং ও ৫৮০ নং খতিয়ানে এল. আর.- ৯৭৯ নং দাগে শালি ১১.৬৮৯ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ১০।০৬।২০১৩ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৩১৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে কালাম মোল্লা, পিতা আব্দুল মুজিত মোল্লা ওরফে আব্দুল সাইদ মোল্লা, সাং- ভবানন্দপুর, পোঃ- পানিয়াড়া, থানা-পাঁচলা, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুকান্ত রায়, পিতা রনজিৎ রায় সাং ও পোঃ- জয়নগর, থানা পাঁচলা জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২৪।১০।২০২৪ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৫৭৯৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সোমনাথ ঘোষ, পিতা সুধীর ঘোষ দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন কান্দুয়া মৌজায় জে. এল. ০৫ নং ভুক্ত, এল. আর. ১২৭৫ নং ও ৬১৭ নং খতিয়ানে এল. আর.-১৭৭৬ নং দাগে শালি ০১ কাঠা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ১১।০৮।২০০৮ তারিখে হাওড়া রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ১১২১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে অষ্ট কুমার বর, পিতা নিত্যানন্দ বর সাং- ভগবতীপুর পোঃ- চর্তুভুজকাটি থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীপতি বর, পিতা অরুন বর সাং- ভগবতীপুর, পোঃ- চর্তুভুজকাটি, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ০১.০৮.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৪২৮৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা ১। রফিক মল্লিক, পিতা লামিয়ালেদ মল্লিক দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন ভগবতীপুর মৌজায় জে. এল.- ০৭ নং ভুক্ত, এল. আর. ১৫০৫ নং ও ৪৩০৪ নং খতিয়ানে এল. আর.- ৯৮৭ নং ও ৯৮৩ নং দাগে শালি মোট ১০.৪০৯৫ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ০৭.০৫.২০২৪ তারিখে হাওড়া-১ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০১০২৫২ নং এবং বিগত ইংরাজী- ২১.০৮.২০২৪ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০৪৭৭০ নং আমমোক্তারনামা দ্বয় দলিল দ্বারা বিক্রেতা গনের পক্ষে জয়ব্রত পাঁজা, পিতা প্রহ্লাদ পাঁজা, সাং- ভগবতীপুর, পোঃ- চর্তুভুজকাটি, থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর, ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra PS: Purulia (M) Dist: Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER No. 06/2025-26/CDGP dated-03/11/2025

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: **14/11/2025 to 22/11/2025** ii) Last date of submission tender documents: on or before **22/11/2025 up to 3.00 pm.** iii) Date of opening of technical bid: on **24/11/2025 (at 3.00 PM onwards).** For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/-
Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

সিঙ্গল পিস স্প্রিঙের যোগান এবং ফিক্সিং

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসসিএল-ইএনজিজি-৮৪-২০২৫ তারিখঃ ১০-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জেষ্ঠ ডিইএন/সি/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে স্টীল গার্ডার ব্রীজ/ট্র্যাকে ব্যবহারের জন্যে পুনর্ব্যবহারযোগ্য সেলফ লকিং স্টীল নাটের ভেতরে স্থাপন করা সিঙ্গল পিস স্প্রিঙের যোগান এবং ফিক্সিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪৫,৮৭,২৩৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৯১,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/APAS/042(e)/2025-26, Date: 17/10/2025
1. Tender ID no.: 2025_MAD_930020_1 (SL-01)
2. Tender ID no.: 2025_MAD_930020_2 (SL-02)
3. Tender ID no.: 2025_MAD_930020_3 (SL-03)
6.Tender ID no.: 2025_MAD_930020_6 (SL-06)

The bid Submission Closing date is hereby extended **up to 05-12-2025** in place of **11-11-2025.** Date Corrigendum published. For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-kotrung Municipality

TENDER NOTICE

Notice inviting Tenders by the Block Development Officer, Jhalda-I Development Block for **eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITe-18/2025-26** bid submission end date **08/12/2025 up to 10:00.** Details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda-I Development Block

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখুন www.hmc.org.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি বিআর-৬ এইচএমসি (এপিএএস) এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১৮ (আঠারো) নম্বর সিভিল ওয়ার্কসের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শুরুর তারিখঃ ১০.১১.২০২৫ সকাল ৬.০০ টা থেকে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ ০২.১২.২০২৫ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত।
দয়া করে এখানে যানঃ https://wbtenders.gov.in.

184(2)/25-26
13.11.25

নির্বাহী প্রকৌশলী
হাওড়া পৌর নিগম

SMT ENGINEERING LIMITED
(Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)
CIN: L33120WB1992PLC055082
Regd. Office: 8a & 8b, Satyam Towers 3, Alipore Road, Kolkata West Bengal, India, 700027
Corporate Office: Plot No. 23 D Sector A Sanwer Road Industrial Area, Near Parle G Biscuit Factory, Indore 452015 Madhya Pradesh, India
Email Id: compliance@saimachinetools.com | **Website:** www.smtel.in | **Contact Details:** +91 9109197950

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2025

(Rs. in Lakhs except in figures of EPS)

S. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income From Operations	41.41	39.41	30.29	80.82	78.19	757.48	3,417.38	2,724.32	30.29	6,141.70	78.19	2,110.02
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	10.26	5.30	8.92	15.56	13.29	18.76	858.40	312.49	8.92	1,170.89	13.29	265.63
3	Net Profit/(Loss) for the Period Before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	10.26	5.30	8.92	15.56	13.29	18.76	858.40	312.49	8.92	1,170.89	13.29	270.25
4	Net Profit/(Loss) for the Period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	10.26	5.30	8.92	15.56	13.29	18.08	635.34	234.95	8.92	870.29	13.29	234.53
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10.26	5.30	8.92	15.56	13.29	18.10	635.34	234.95	26.05	870.29	74.38	295.64
6	Paid-up Equity Share Capital	1,652.00	1,652.00	367.50	1,652.00	367.50	1,652.00	1,652.00	1,652.00	367.50	1,652.00	367.50	1,652.00
7	Reserves (excluding revaluation reserves as shown in the balance sheet of previous year)	-	-	-	4,026.14	-	4,010.59	-	-	-	5,501.10	-	4,630.81
8	Earnings Per Share(For Continuing and Discontinued Operations) Basic and Diluted	0.06	0.03	0.24	0.09	0.36	0.47	3.85	1.42	0.40	5.27	0.69	6.35

Notes:
1. These unaudited financial results are prepared in compliance with Indian Accounting Standards ("IND-AS") as notified under Section 133 of the Companies Act. 2013 ("the Act") [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] as amended and regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The above Standalone and Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company, at their Meetings held on November 13, 2025. The Statutory Auditor/s of the Company have carried out a limited review of the aforesaid results.
3. Previous period/year figures have been regrouped/re-casted wherever necessary, to make them comparable with current period/year figures.
4. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Unaudited Financial Results with Limited Review Report/s are available on the Stock Exchange's website www.bseindia.com and on the Company's website www.smtel.in. The aforesaid Financial Results can be accessed also by scanning the Quick Response Code provided below:

Dated: 13.11.2025
Place: Indore

For SMT ENGINEERING LIMITED
Sd/-
Ajay Jaiswal
Managing Director
DIN: 01754887

প্রথমবার নিজের যন্ত্রণা মেলে ধরলেন সানিয়া মির্জা

হায়দরাবাদ, ১৩ নভেম্বরঃ নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সাধারণত মুখ খোলেন না সানিয়া মির্জা। কিন্তু নতুন ইউটিউব টক শো 'সার্ভিং ইট আপ উইথ সানিয়া'-র প্রথম এপিসোডেই ঝেরে ফেললেন যাবতীয় দ্বিধা। অতিথির চেয়ারে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বলিউড পরিচালক-কোরিওগ্রাফার ফারাহ খান। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় সানিয়া তুলে ধরলেন নিজের ভেঙে পড়ার মুহূর্ত, ডিভোর্স-পরবর্তী মানসিক চাপে ডুবে যাওয়ার দিন, এমনকি এক ভয়ানক প্যানিক অ্যাটাকের অভিজ্ঞতাও। সানিয়ার কথায়, ''একটা দিন ছিল, আমার জীবনের সবচেয়ে অবসাদের মুহূর্তগুলোর একটা। সেটা ক্যামেরার সামনে বলতে চাই না। কিন্তু ওই সময় তুমি (ফারাহ) সেটে এসে দাঁড়ালে। আমাকে লাইভ শো-তে যেতে হত। আমি কাঁপছিলাম। তুমি যদি না থাকতে, ওই শো করতে পারতাম না। তুমি বলেছিলে-'নো ম্যাটার হোয়াট, ইউ আর ডুইং দিস শো।' সেই কথাটাই আমাকে দাঁড় করিয়েছিল!'' ফারাহও একমত। জানালেন, সানিয়ার অবস্থা দেখে তিনিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

''আমার সেদিন শুট ছিল। কিন্তু সব ফেলে পায়জামা-চপ্পলে ছুটে যাই ওর কাছে। শুধু ওর পাশে থাকতে চেয়েছিলাম!'' বললেন তিনি। আলোচনার টেবিলে বসে সহমর্মিতার সুরে ফারাহ আরও জানান, একা হাতে মা হয়ে ওঠার লড়াইটা সানিয়া যেভাবে সামলাচ্ছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বলেন, ''কাজ করতে হবে, ছেলেকে সময় দিতে হবে-দুটোই তোমাকে করতে হয়। এটা ডাবল এফর্ট, আর তুমি সেটা দারুণভাবে ম্যানেজ করছ!'' ২০১৮ সালে জন্ম হয় তাঁদের ছেলে ইজহানের। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সানিয়ার পরিবার জানায়, শোয়েবের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে কয়েক মাস আগেই। পরে শোয়েব পাক অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করার ঘোষণা করেন। ডিভোর্সের খবর প্রকাশ্যে আসার পর ঝাঁকে ঝাঁকে ট্রোলিং, ব্যক্তিগত মন্তব্য, রাজনৈতিক বিদ্বেষ-সব কিছুর মধ্যেই নিজেকে সামলেছেন সানিয়া। বাইরের দুনিয়া সেই সংগ্রামের সাক্ষী নয়। যদিও নতুন শো-তে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি বুঝিয়ে দিল, কোর্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কঠিন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ঝড় সামলে ঘুরে দাঁড়ানো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং! আর সেই লড়াইয়ে যাঁরা পাশে থাকেন-ফারাহ খানের মতো বন্ধু-তাঁরাই আসলে এগিয়ে চলার রসদ জোগান। সানিয়ার এই স্পষ্টবাদিতা শুধু তারকা-জীবনের চাপই নয়, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা হওয়ার গুরুত্বও তুলে ধরেছে। যেখানে ভেঙে পড়ার কথা জানানোটা সামাজিক লজ্জা নয়, এক ধরনের জরুরি থেরাপি!

স্ট্রেট সেটে সিঙ্গাপুরের প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য সেন

সংবাদ সংস্থা, কুমামতো, ১৩ নভেম্বরঃ জাপানের কুমামতো মাস্টার্সে দাপুটে জয় তুলে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখলেন লক্ষ্য সেন। সিঙ্গাপুরের জিয়া হেং জেসন তেহ-কে স্ট্রেট সেটে হারালেন ভারতীয় শাটলার। ম্যাচটা শেষ করতে তাঁর সময় লেগেছে মাত্র ৩৯ মিনিট। স্কোরলাইনে আধিপত্য পরিষ্কার-২১-১৩, ২১-১১। সপ্তম বাছাই লক্ষ্য শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। প্রথম গেমে ৮-৫ এগিয়ে গিয়ে ছন্দ ধরে রাখেন। তেহ একটু চাপ সৃষ্টি করে ১০-৯-এ এগিয়ে গেলেও তেহ ততক্ষণে ব্যাকফুটে। লক্ষ্য র‍্যালির গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, খোলা জায়গায় পয়েন্ট তুলেছেন, আর স্ম্যাশে বাড়িয়েছেন চাপ। সিঙ্গাপুরের শাটলার কোনওভাবেই ছন্দ খুঁজে পাননি। ২১-১১-এ ম্যাচ শেষ করেন লক্ষ্য। পুরো ম্যাচে লক্ষ্য সেই শান্ত, স্থির খেলাটা দেখিয়েছেন, যেটা তাঁর সাম্প্রতিক ফর্মের বিশেষ পরিচয়। হাফ-চান্স কাজে লাগানো, দীর্ঘ র‍্যালিতে ভুল না করা আর সার্ভিস-রিটার্নে শৃঙ্খলা-এসবই তেহ-র ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছে। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে

সেই মুহূর্তে লক্ষ্য মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচের রাশ আবার নিজের দিকে টেনে আনেন। ইন্টারভালে তিনি লিড নিয়েই ঢোকেন। ১৪-১৩-এ লড়াই যখন প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ, তখন হঠাৎই গিয়ার বদলে ফেলেন লক্ষ্য। টানা সাত পয়েন্ট তুলে ২১-১৩-এ প্রথম গেম পকেটে ভরে নেন। শেষের সেই দাপটে দেখা গিয়েছে তাঁর টেম্পো বা।।নোর ক্ষমতা। দ্বিতীয় গেম আরও একতরফা। শুরুতেই ৫-০ লিড। এরপর ইন্টারভালে স্কোর ১১-৩। লক্ষ্য মুখোমুখি হবেন সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লো কিন ইউ-র সঙ্গে। তেহ-র মতো তিনিও সিঙ্গাপুরের। ট্যুরে অনেক বার একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছেন তাঁরা। তাই ম্যাচটা হবে সমান-সমান। লক্ষ্য যেভাবে টুর্নামেন্টে শুরু করেছেন, তাতে এই চ্যালেঞ্জও নিতে তিনি প্রস্তুত। অন্যদিকে, ভারতের এইচএস প্রণয় একই দিনেই ডেনমার্কের রাসমুস জেমকে-র বিরুদ্ধে কোর্টে নামবেন। ফলে দুই ম্যাচেই দেশের তামাম ব্যাডমিন্টন ভক্তদের নজর থাকবে।

পিচের চরিত্র বুঝে এগারো জনের দল ঠিক করব গিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়া সফর সেরে কলকাতায় গৌতম গম্ভীরের দল পা রাখার পরই খোঁজ শুরু করেছিল ইডেনের পিচ নিয়ে। শুরু থেকেই ক্রিকেটের নন্দনকাননের পিচ নিয়ে ভারতীয় টিম 'না-খুশ' ইডেন টেস্ট শুরুর আগে পিচ নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে টিম ইন্ডিয়া। কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রথম থেকেই টার্নিং ট্র্যাক চেয়ে বসেন ভারতীয় দলের কোচ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ভারতীয় শিবিরের দাবি, পিচের চরিত্র বদলে গিয়েছে। ম্যাচের দিন সকালেই পিচ দেখে দল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। জানিয়ে দিয়েছেন ভারতের অধিনায়ক শুভমন গিল। ইডেন টেস্টের আগে প্রেস কনফারেন্সে ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল বলেন, ''পিচের চরিত্র বদলে গিয়েছে। গতকাল একরকম দেখেছি। আজ একরকম দেখলাম। আগামিকাল এসে দেখব উইকেট কেমন থাকে। সেই বুঝে এগারো জনের দল ঠিক করব।'' ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স আরও যোগ করেন, ''কলকাতায় আমার অনেক ভাল স্মৃতি রয়েছে। আইপিএলে কেকেআরে খেলার সময় থেকে সুখকর স্মৃতি। ঠিক যেরকম পঞ্জাবের পিএসসি স্টেডিয়ামের সঙ্গে স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানে রঞ্জি খেলতেও এসেছিলাম বাংলার বিরুদ্ধে। প্রথম বার ইডেনে টেস্ট খেলতে নামব। দেশের হয়ে নেতৃত্ব দিতে চলেছি। তাই বলতেই হচ্ছে অবশ্যই মুখিয়ে আছি। একটা একটা টেস্ট সিরিজে ভাল ফল করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্ক সহজ করতে চায় টিম ইন্ডিয়া। সেই কথাই

তাই ইডেন টেস্টের আগে গিলের মুখে। তিনি বলেন, ''বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলতে হলে এই সিরিজটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন প্রতিপক্ষ। ওরা টেস্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। উপমহাদেশীয় উইকেটেও ভাল ক্রিকেট খেলেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভাল খেলে এসেছে। এশিয়াতে যাঁরা দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে তাঁদের তো গুরুত্ব দিতেই হবে।'' শুক্র-সকাল থেকে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ। কলকাতায় ম্যাচ, আর সেখানে খেলবেন না মহম্মদ সামি। অনেক ক্রিকেটপ্রেমী তা মানতেই পারছেন না। ভারতীয় দলের অন্দরে সামির না থাকা নিয়ে কি কথা হচ্ছে? মোরাদাবাদ এক্সপ্রেসকে নিয়ে ইডেন টেস্টের আগে বেশ ভাল মতোই আলোচনা হয়েছে ভারতীয় দলে। অধিনায়ক শুভমন গিল নিজে সেই কথা জানিয়েছেন। রঞ্জি ট্রফিতে বিধ্বংসী বোলিংও করেন সামি। কিন্তু ফিটনেসের কারণে তিনি জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েন। এনসিতে চোট সারিয়ে গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পরও ভারতীয় টিমে সামির জন্য আর দরজা খোলেনি। যে কারণে, ক্রিকেটের নন্দনকাননে বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলতে এসে নির্বাচন কমিটির প্রধান অজিত আগরকরের উদ্দেশ্যে বোমাও ফাটিয়েছিলেন সামি। তিনি থাকা মানে ভারতের বোলিং বিভাগ সত্যিই শক্তিশালী হওয়া। তাই তো মহম্মদ সামিকে মিস করছে ভারতীয় দল। টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন শুভমন গিলের কথায় তেমনই ইঙ্গিত। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে জানিয়েই দিলেন ভারত অধিনায়ক। শহরে এসেছেন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকর। টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে অনুশীলনে গম্ভীরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা গেল তাঁকে। এই ইডেনেই কয়েক দিন আগে রঞ্জি খেলতে এসে নির্বাচক কমিটি অজিত আগরকরের বিরুদ্ধে বোমা ফাটিয়েছিলেন মহম্মদ সামি। ভারত অধিনায়ক সামি প্রসঙ্গে বললেন, ''সামি ভাইকে মিস করছি। ও কতটা গুরুত্বপূর্ণ বোলার তা আমরা সবাই জানি। এই মুহূর্তে আকাশদীপ, সিরাজরা খুব ভাল পারফর্ম করছে। বুমরার মতো বোলার আছে দলে। এরপর নিউজিল্যান্ড সফরে খেলতে যেতে হবে আমাদের। পেস বোলাররা সেই সময় কাজে আসবে। সামি ভাইয়ের ব্যাপারে বাকি উত্তর নির্বাচকরা ভাল দিতে পারবে।''

২০২৮ ইউরো শুরু কার্ডিফে, ফাইনাল ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে

সংবাদ সংস্থা, নিয়ন, ১৩ নভেম্বরঃ টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলির তারিখ ও ভেন্যু বুধবার ঘোষণা করেছে উয়েফা। ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের অষ্টাদশ আসরটি যৌথভাবে আয়োজন করবে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ড। ২৪ দলের আসর ম্যাচ হবে মোট ৫১টি। খেলা যোগ্যতা অর্জন করবে, তারা গ্রুপের ম্যাচগুলি নিজ দেশেই খেলবে। ম্যাচগুলি শুরুর তিনটি ভিন্ন সময়ও চূড়ান্ত করেছে উয়েফা। ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৭টা, রাত সাড়ে ১০টা ও রাত দেড়টায় শুরু হবে খেলা। ২০২৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ইউরোর বাছাইয়ের ড্র হবে বেলফাস্টে। গত

হবে আটটি শহরে-লন্ডন, কার্ডিফ, ডাবলিন, বার্মিংহাম, গ্লাসগো, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ও নিউক্যাসল। ফাইনাল ছাড়াও দুটি সেমি-ফাইনালও হবে ওয়েম্বলিতে। প্রায় ৯০ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার স্টেডিয়ামে হবে একটি কোয়ার্টার-ফাইনালও। শেষ আটের অন্য তিনটি ম্যাচ হবে ডাবলিন, গ্লাসগো ও কার্ডিফে। শেষ ষোলোর কোনো ম্যাচ ওয়েম্বলিতে হবে না। অন্য ভেন্যুগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে ম্যাচগুলি। আয়োজক দেশগুলোর যারা টুর্নামেন্টে খেলার ইউরোর রানার্স আপ দল ইংল্যান্ড। স্কটল্যান্ড বাদ পড়ে গিয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকে। ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ড বাদ পড়ে যায় বাছাইয়ে। উয়েফা জানিয়েছে, আগামী ইউরো ঘিরে ২০২৮ থেকে ২০৩১ পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ায় সাড়ে ৩ বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি মূল্যের সুবিধা যোগ হবে বলে স্বাধীন মূল্যায়নে উঠে এসেছে। এসবের মধ্যে আছে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি, আঞ্চলিক সমৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক পর্যটকদের খরচসহ নানা খাত।

ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পথে দেশের ক্লাবগুলি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বরঃ এখনও অনিশ্চিত আইএসএলের ভবিষ্যত। তাছাড়া কবে থেকে শুরু হবে আইলিগ, সেই ধারনা ও স্পষ্ট নয়। গত কয়েকদিন ধরেই সেই নিয়ে তোলপাড় ভারতীয় ফুটবল মহল। এই অচলাবস্থা মাথায় রেখেই গত বুধবার বিকেলে ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু সেখান খুব একটা তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে ফেডারেশনের কাছে চিঠি দেয় আইলিগের প্রায় আটটি দল। যেখানে একই সংস্থার মধ্যে দিয়েই টুর্নামেন্ট পরিচালনার কথা উঠে আসে। এমনকি গোটা পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডবীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছে প্রতিটি দলের কর্নধাররা। এবার এই বৈঠকের দিকেই বিশেষ নজর থাকবে সকলের। যারফলে বৃহস্পতিবার সকাল দশটার একটু পরেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যাবে দল গুলিকে। তবে ফেডারেশনকে দেওয়া চিঠিতে নাকি আরও বলা হয়েছে, যে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলের পাশাপাশি দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ অর্থাৎ আইলিগ সহ দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগের

সম্প্রচার মাধ্যম যাতে একই রাখা সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে স্টার স্পোর্টস ও সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কের কথা। পাশাপাশি নতুন বছরের প্রথম থেকেই আইলিগ শুরু করার দাবি ও নাকি জানানো হয়েছে টুর্নামেন্টের সেই আটটি দলের তরফে। যদিও এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি কিছুই। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়েই হয়তো স্পষ্ট হয়ে শুরু করবে সমস্ত বিষয়।

ইসলামাবাদ বিস্ফোরণে সফর মুলতবি নয়, কেউ বাড়ি ফিরলে কঠোর শাস্তি!

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো ও ইসলামাবাদ, ১৩ নভেম্বরঃ পাকিস্তান সফরে থাকা শ্রীলঙ্কা দলের অন্দরে আতঙ্ক থামছে না। ইসলামাবাদের ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর জাতীয় দলের কয়েকজন সদস্য শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড-কে জানিয়ে দিয়েছেন-তাঁরা আর পাকিস্তানে থাকতে চান না। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যে তাঁরা দেশে ফিরতে প্রস্তুত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কড়া অবস্থান নিয়েছে শ্রীলঙ্কা বোর্ড। সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে-যে কোনও খেলোয়াড় বা সাপোর্ট স্টাফ যদি সফর মাঝপথে ছেড়ে দেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পর্যালোচনা চলবে এবং প্রয়োজনে নেওয়া হবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। জারি করা বিবৃতি মোতাবেক, 'আজ সকালে জানানো হয়েছে, যে পাকিস্তানে সফররত দলের কয়েকজন সদস্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে দেশে ফিরে আসতে চাইছেন। বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলে জানিয়েছে, পিসিবি ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।' বোর্ডের স্পষ্ট অবস্থান, সূচি মেনেই সফর চলবে। কেউ ফেরত এলে তাঁর আচরণ নিয়ে আনুষ্ঠানিক রিভিউ, প্রয়োজনে নেওয়া হবে উপযুক্ত সিদ্ধান্তও। এদিকে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার হাই কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করে সফররত দলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। জানান, লঙ্কান দলকে প্রেসিডেন্সিয়াল-লেভেলের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে-এস্কর্ট, স্পেশাল ফোর্স, ক্লিয়ার রুট-সবই প্রস্তুত। প্রসঙ্গত, যে বিস্ফোরণ এই আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে, তা ঘটেছিল মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামাবাদ জেলা আদালতের ঠিক বাইরে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, একটি গা।তে থাকা শক্তিশালী বিস্ফোরক থেকে অন্তত ১২ জন নিহত ও ২৫ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণ এতটাই তীব্র ছিল, যে ৬ কিলোমিটার দূর থেকেও শব্দ শোনা গিয়েছে। এই ঘটনার পর অনেকেরই স্মৃতিতে ফিরে এসেছে ২০০৯ সালের লাহোরের ভয়াবহ সন্ত্রাসি হামলা-যেখানে গুরুতর আহত হয়েছিলেন একাধিক শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়। সেই ঘটনার পর প্রায় এক দশক পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এমন প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সফরে থাকা শ্রীলঙ্কা দলের স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে। পুরো স্কোয়াড এখন ইসলামাবাদেই রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কা বোর্ডের নির্দেশ স্পষ্ট-সফর চলবে। নিরাপত্তাজনিত যা কিছু সিদ্ধান্ত, সে সব শুধু তারাই নেবে। খেলোয়াড়দের কেউ চাইলে ফিরতে পারেন, তবে তার ফল তাঁদেরই ভোগ করতে হবে।

মেসির বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা দেখেন না হুয়ান লাপোর্তা

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ১৩ নভেম্বরঃ 'ভবিষ্যতে কোনো একদিন বার্সেলোনায় ফিরতে চাই'-লিওনেল মেসির কণ্ঠে এই শব্দগুলো নিশ্চিতভাবে ক্লাবটির সমর্থকদের কাছে খুব প্রিয়। কিন্তু আর্জেন্টাইন তারকার মনের বাসনা ঠিক 'বাস্তবসম্মত নয়' বলে মনে করেন কাতালান ক্লাবটির সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা। ক্লাবের আর্থিক সংকটের কারণে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ২০২১ সালের আগস্টে বার্সেলোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন মেসি। যোগ দিয়েছিলেন পিএসজিতে। সেখান থেকে ২০২৩ সালের জুলাইয়ে তিনি পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। সেই থেকে মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক। বার্সেলোনা ছাড়ার পর মাঝের দীর্ঘ সময়ে কখনও প্রিয় ঠিকানায় পা রাখেননি মেসি, গত রবিবারের আগে পর্যন্ত। সেদিন রাতে হুট করেই কাম্প ন্যুয়ে যান মেসি, আগে থেকে কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। ইনস্টাগ্রামে তিনি ছবি পোস্ট করার পর প্রকাশ্য হয় বিষয়টি। পূর্বের অনেকবারের মতো ওই পোস্টে ভবিষ্যতে এখানে ফেরার আশার কথা

আরেকবার শোনান ৩৮ বছর বয়সী তারকা। সপ্তাহ দুয়েক আগে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'স্পোর্ত' একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন মেসি। সেখানেও একই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আটবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। ভক্তদের থেকে ঠিকমতো বিদায়ও নিতে পারেননি চার বছর আগে, সেই হতাশাও ঝরে মেসির কণ্ঠে। ''সেখানে আমার জীবনের অনেকটা সময় কাটানোর পর, আমি যেভাবে কল্পনা করেছিলাম, যেভাবে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেভাবে ছেড়ে আসতে পারিনি।'' মেসির এই মন্তব্য, তার ইচ্ছা নিয়ে লাপোর্তার কাছে জানতে চাওয়া হয়। তখন কাতালুনিয়া রেডিওকে বার্সেলোনা প্রধানও মেসির ওই সময়ের বিদায় মুহূর্ত নিয়ে একইরকম কথা বলেন, ''তার বিদায় সেভাবে হয়নি, আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম। তবে মেসি ও ক্লাবের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই বলছি, আমার অবস্থান থেকে বাস্তবসম্মত নয় এমন কোনো ধারণা দেওয়াটা ঠিক হবে না।'' মেসির সেই রাতে হঠাৎ এভাবে কাম্প ন্যুয়ে আসাটা অন্য সবার মতো তাকেও অবাক করেছে, জানালেন লাপোর্তা। সেদিন কাউকে না জানিয়ে জাতীয় দল সতীর্থ রদ্রিগো দি পলের সঙ্গে কাম্প ন্যুয়ে যান বার্সেলোনার ইতিহাসের রেকর্ড গোলদাতা। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা গেট খুলে দিলে তিনি মাঠে প্রবেশ করেন, যে সবুজ আঙিনায় কত না জাদুকরী মুহূর্তের জন্ম দিয়েছেন তিনি। বার্সেলোনায় দুই দশকের পথচলায় সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা, সর্বোচ্চ গোলসহ আরও অনেক রেকর্ড-কীর্তি গড়েছেন তিনি। ১০টি লা লিগা, চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ শিরোপা জিতেছেন অসংখ্য। বর্তমানে সংস্কার কাজ চলছে কাম্প ন্যুয়ের। সংস্কার শেষে এই স্টেডিয়ামের আসন সংখ্যা দাঁড়াবে এক লাখ পাঁচ হাজার। তখন লাখো ভক্তের সামনে মেসিকে সংবর্ধনা দেওয়ার আভাস দিলেন লাপোর্তা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com